প্রাচীন 'বৌদ্ধ পুরাণ' গ্রন্থ

থূপবংশ

সাধনকমল চৌধুরী
অনুবাদক

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ — ১৩৫৫

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা — ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ পরিচিতি : প্রাচীন বৈশালীর বৌদ্ধ স্তূপ

মুদ্রাকর

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রিন্টার্স

১৩৮, বিধান সরণী

কলকাতা — ৭০০ ০০৪

শ্রদ্ধেয়া মা-কে

"The Stupas were the tumuli
within which were placed the
ashes of the Buddha or of a
revered Elder of the Buddhist Order"

কিছু কথা

এক হাজার একশ আশী খ্রিষ্টাব্দে প্রাকৃতে লিখিত এই মহাযানী গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করার একটা বিশেষ কারণ আছে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মে যেমন 'পুরাণ' লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনি বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও বুদ্ধের জীবন-কাহিনী ও নানা ঘটনাবলী নিয়ে 'বৌদ্ধ পুরাণ' লেখেন। এই 'থূপবংশ' গ্রন্থটি তারই নিদর্শন। নানা কল্পিত দেবদেবী, স্বর্গ-নরক-পাতাল, অপ্সরা, যক্ষ-যক্ষী ইত্যাদির সঙ্গে মর্তের মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাছাড়া, এই গ্রন্থে রয়েছে ভারতবর্ষের ও সিংহলের (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা। পূজা-অর্চনা, ভক্তি, নৈবেদ্যের ঘটা ও দানের প্রাচুর্য, আড়ম্বর কীভাবে রাজাদের হাত ধরে বুদ্ধের ধর্মে ঢুকলো, আর দীন দরিদ্ররা যে কেবল রাজকীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র দু' মুঠো খেতে পেতো তাও ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে। আর রয়েছে দুই দেশের মধ্যে (ভারত ও শ্রীলঙ্কা) সেই প্রাচীনকাল থেকে সৌহার্দ্যের নিদর্শন, যা চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে কোন কালে ছিল না।

এই প্রাচীন গ্রন্থে বৌদ্ধ স্তূপ তৈরীর নক্সা উদ্ভবের কথাও রয়েছে। আর রয়েছে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের ইতিহাস। নিছক পৌরাণিক গল্প বলে নয়, এই প্রাচীন গ্রন্থটি প্রাচীন ইতিহাসের দলিল হিসাবেও মূল্যবান। তাই গ্রন্থটি সকলের পাঠের উপযোগী করে বাংলায় অনুবাদ করলাম। যদি সাধারণ পাঠকদের মনে ধরে, তবেই এই পরিশ্রমের সার্থকতা।

'সব্বে সত্তা সুখীতা হোন্তু'

অনুবাদক

গ্রন্থ পরিচিতি

মহাভারত রচনার পর ব্যাসঋষি 'পুরাণ' রচনা করলেন। নানা কাল্পনিক দেব-দেবী, স্বর্গ-নরক ও অলৌকিক ঘটনায় ঠাসা ব্যাসঋষির সেইসব রচনা। 'মাল্টি-ডাইম্যানসনাল' মানুষ বহুমুখীতার কারণে বাস্তব সত্যে যেমন বিশ্বাসী, আবার আচমকা কোন বাস্তব ব্যাখ্যাহীন ঘটনার পিছনে কোন দেবতা বা অলৌকিক কোন শক্তির অদৃশ্য হাত রয়েছে বলেও মেনে নিতে বিশ্বাসী। তাই অনেক কিছু ঘটনাকে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার না করে স্রেফ ঘটনা বলেই কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ মেনে নেয়।

তাছাড়া, দৈবে বিশ্বাস রাখলে জীবনের দুঃখকষ্টও মানুষ সহজ করে নিতে পারে। তখন দৈবই হয় তার একমাত্র সহজ সান্ত্বনা। বিধবার একমাত্র সম্বল তার একমাত্র সন্তানটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গেলে তাকে সান্ত্বনা দিতে দৈবের লিখন বললে কাজটা সহজ হয়। হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সেটাকে দেবতার কারসাজি বললে সেই ঘটনার জন্য অন্য কাউকে দোষী করতে হয় না। এইভাবে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনে সেই আদিকাল থেকে দৈব, অলৌকিকতা, কর্মফল ইত্যাদি দানা বেঁধেছে। শুধুমাত্র প্রাচীনকালে নয়, আধুনিককালেও মানুষ এই সকল কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয়। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আধা-শিক্ষিত সবাই আজও এইসব কুসংস্কারের শিকার। তবে প্রাচীনকালে এগুলো ধর্মের মধ্যেও ঢুকে গেছিল। সেই কারণে বাইবেলে আমরা 'ইমাকুলেট কনসেপশন-এর' কথা, সাত দিনে বিশ্বগড়ার কথা, মৃত্যুর পর যীশুর স্বর্গারোহণের কথা ইত্যাদি নানা কিছু দৈব ঘটনার সমাবেশ দেখি।

আমাদের দেশেও সেই রকম নানা দৈব উপাখ্যান ধর্মের মধ্যে ঢুকে গেছে। শিবের বিষপান, সমুদ্র মন্থন, পুতনা হত্যা, বিশ্বরূপ দর্শন, ইত্যাদি বহু দৈব ঘটনায় ঠাসা এই দেশের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলো।

এই পথ ধরে মহাযানী বৌদ্ধরাও সত্য আর কল্পনা মিশিয়ে গৌতম বুদ্ধের জীবন-কাহিনী ও নানা ঘটনাবলী উপস্থাপন করেছে তাদের নানা গ্রন্থের মাধ্যমে। স্বর্গ-নরক, দেবতা, অপ্সরা, দৈব ঘটনা, অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদিও তারা বৌদ্ধধর্মে আমদানী করেছে।

বহুমুখীতার কারণে মানুষ কোন কালে এই সব কাল্পনিক

ব্যাপারগুলো মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতই তিনি বুদ্ধিবাদী বাস্তবধর্মী হউন না কেন, একসময় সেই ব্যক্তিই আবার দৈবের সাহায্য চেয়ে সূর্য বন্দনা করেছেন বা কোন নিষ্প্রাণ পাথরে নৈবেদ্য ঢেলেছেন।

ব্যাসঋষির 'পুরাণ' অনুসরণ করে মহাযানী বৌদ্ধরা বুদ্ধের জীবনের নানা সত্য ঘটনার সঙ্গে কাল্পনিক কাহিনী মিশিয়ে, অলৌকিকতা, দেব-দেবী, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি পাঞ্চ করে এক সময় বাজারে ছাড়ে। ধর্মতত্ত্বের চেয়ে এগুলো মানুষ চিরকাল সহজে মেনে নিয়েছে। নাটকে ঘাত-প্রতিঘাত না থাকলে যেমন নাটক জমে না, ঠিক সেইরূপ শুকনো দর্শন আওড়ানোর চেয়ে অলৌকিক ঘটনা মেশানো ধর্মের কাহিনী মানুষের মনে জমে বেশী। কারণ অলৌকিকতার প্রতি টান মানুষের চিরকালের। সন্ন্যাসী, সাধু, পরিব্রাজক, ভিক্ষু ইত্যাদি সবাই হচ্ছেন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। আর মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষ, মানেই হচ্ছেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন অবতার, যিনি বহু মহালক্ষণ বিশিষ্ট কোন শক্তিধর দেবতা। মানুষ ভালো কাজ করলে মৃত্যুর পরে স্বর্গে গিয়ে মহাসুখে বাস করে। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র রয়েছেন, ব্রহ্মা রয়েছেন, বিশ্বকর্মা রয়েছেন, আর আছেন অসংখ্য দেব-দেবী, অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষ-যক্ষিণী আরও কত কী। মাটির নীচে, জলের তলায় রয়েছে নাগলোক বা পাতাল। সেখানে সাপের বাস। সে স্থানও স্বর্গের মতো মনোরম। আর নরক হচ্ছে নীচস্থ কোন নোংরা স্থান যেখানে পাপীরা দগ্ধ হয়, শূলে চড়ানো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কথা মহাভারতেও আছে।

এগুলো প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মনে দানা বেঁধে রয়েছে। এইসব রূপকথার কাহিনীর সাহায্যে মানুষকে ধর্মের ন্যায়-অন্যায় বোঝানো সহজ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম এসব নিয়ে যেমন মানুষকে ধর্ম বুঝিয়েছে, ঠিক সেই রকম মহাযানী বৌদ্ধরাও বুদ্ধের পঞ্চশীল মেনে চলতে ও ধর্মকর্ম করতে মানুষকে বোঝাতে এইসকল রূপকথার আশ্রয় নিয়েছে।

পুরাণের ন্যায় মহাযানী বৌদ্ধরাও একসময় অসংখ্য দেব-দেবী, স্বর্গ-নরক, অলৌকিক শক্তি, দৈবশক্তি ইত্যাদির কল্পনা করে। দিব্যাবদান, জাতক, নিদান-কথা, দীপবংশ, মহাবংশ, সমন্তপাসাদিকা, সুমঙ্গল-বিলাসিনী, পেতবত্থু, বিমানবত্থু, চুলবংশ, বুদ্ধবংশ, অশোকবদান, ধাতুবংশ, মহাবোধি বংশ, ইত্যাদি অসংখ্য বৌদ্ধ পুরাণ মহাযানীরা এক

সময় সৃষ্টি করল এবং কিছু কিছু গ্রন্থ ত্রিপিটকেও ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ৷ নিকায় গ্রন্থগুলোতেও তারা এইসব ঢোকাল। বেশীর ভাগ গ্রন্থগুলো লেখা হয় সিংহলে (বর্তমান শ্রীলংকা) ও দক্ষিণ ভারতে ৷

এইভাবে বুদ্ধের বাস্তববাদী ধর্মদর্শনে নানা কাল্পনিক রূপকথা ঢুকে গিয়ে এই মহান ধর্মদর্শন তার স্বকীয়তা হারালো। ফলে গোঁড়া ব্রাহ্মণরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর আর এক অবতার বানিয়ে বৌদ্ধধর্মকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে মেনে নিয়ে তাকে গিলে ফেলল।

'থূপবংশ' হচ্ছে বৌদ্ধ স্তূপ নিয়ে কাল্পনিক ও সত্য ঘটনা মেশানো কিছু কাহিনীর সংকলন। কাহিনীগুলো নেওয়া হয়েছে উপরিউক্ত কিছু কিছু বৌদ্ধ পুরাণ গ্রন্থগুলো থেকে। আদি 'থূপবংশ' গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল মাগধী প্রাকৃত ভাষায়। সে গ্রন্থ আজ আর কোথাও নেই। সেই আদি গ্রন্থটি একসময় সিংহলী ভাষায় রূপান্তরিত করা হয় এবং সেই গ্রন্থটি সিংহলে সংরক্ষিত হয়। সুতরাং আদি মাগধী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি নিশ্চয়ই সৃষ্টি হয়েছিল এই দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ; পরে অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থটিও সিংহলে চলে যায়। সেইখানে গ্রন্থটির সিংহলী সংস্করণটি টিকে থাকলেও প্রাকৃত ভাষায় লেখা আদি গ্রন্থটি হারিয়ে যায়। বর্তমান 'থূপবংশ' গ্রন্থটি সেই সিংহলী ভাষার গ্রন্থের পুনঃ প্রাকৃত সংস্করণ। গ্রন্থটি আবার প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়। সিংহলী ভাষার গ্রন্থটি যখন আদি গ্রন্থের অনুবাদ তখন বোঝা যায় আদি গ্রন্থটি কীরূপ ছিল। সেই সিংহলী ভাষার গ্রন্থটি পুনঃ সংস্কার করে যখন প্রাকৃত ভাষায় লেখা হয়েছে, সুতরাং বলা চলে এই গ্রন্থের লেখক আদি গ্রন্থের ভিত্তিতেই এটা করেছেন।

গ্রন্থটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অবশ্য দুইভাগের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। প্রথম ভাগের ছয়টি পরিচ্ছেদে রয়েছে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপের কথা। সেই আদ্দিকালের কিছু কাল্পনিক স্তূপের কাহিনী থেকে শুরু করে মৌর্য সম্রাট অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তূপের কাহিনীও রয়েছে এই ভাগে। সেই সব স্তূপের কাহিনী বলতে গিয়ে লেখক অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধ পুরাণ গ্রন্থগুলো থেকে চব্বিশ জন বুদ্ধের কথা তুলে ধরেছেন। এইসব বুদ্ধেরা গৌতম বুদ্ধের আগে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলা হয়েছে। এগুলো সবটাই পৌরাণিক উপাখ্যান ৷

এরপর এসেছে গোতমবুদ্ধের জীবন নিয়ে কিছু কাল্পনিক কাহিনী। তারপর সম্রাট অজাতশত্রু ও অশোকের কাহিনী কল্পনার জারকে চুবিয়ে বলা হয়েছে, তাঁদের স্তূপ নির্মাণের কাহিনীর লেজুড় হিসাবে। এই গেল গ্রন্থের প্রথম ছয়টি পরিচ্ছেদ-এর কথা।

এইখানে একটি বিষয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সম্রাট অশোকের ভাইপো ভিক্ষু নিগ্রোধ সম্রাটকে বৌদ্ধধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তখন এই ভিক্ষুর বয়স সাত বছর। 'দিব্যাবদান' ও 'অশোকবদান' গ্রন্থে কিন্তু ভিন্ন কথা বলা হয়েছে। এই দুই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে এক বণিকের পুত্র ভিক্ষু 'সমুদ্র' সম্রাট অশোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তখন এই ভিক্ষুর বয়স ছিল বারো বছর।

সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে আমরা দেখি যে, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার দশ বছর পরে তীর্থভ্রমণে যান (গিরনার শিলালিপি ৮নং)। এই তীর্থভ্রমণে যাবার আড়াই বছরেরও পূর্বে সম্রাট বৌদ্ধ উপাসক হয়েছেন বলে তিনি স্বীকার করেছেন আর একটি শিলালিপিতে (মাসকী শিলালিপি ১নং)। তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে সম্রাট বৌদ্ধ হয়েছেন রাজাসনে বসার প সাড়ে সাত বছরে পূর্বে। সম্রাটের ভাইপো নিগ্রোধ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি রাজা হন। সুতরাং সেই বালক ভিক্ষুর সাত বছর বয়সকালে সম্রাট যদি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে থাকেন, তবে সেটা হবে ওঁনার রাজা হবার সপ্তম বছরে। এই সময়টা উক্ত শিলালিপিতে দেওয়া সময়ের সঙ্গে মিলে যায়। অতএব ধরে নেওয়া যায় এই গ্রন্থে বলা ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্য। সম্রাট অশোককে ভিক্ষু নিগ্রোধই দীক্ষা দিয়েছিলেন রাজা হবার সপ্তম বছরে। 'থূপবংশ' গ্রন্থের এই অংশটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, সম্রাট অশোকের কলিঙ্গযুদ্ধ হয়েছিল ওঁনার রাজা হবার নবম বর্ষে। তাহলে কি উনি এই যুদ্ধ করেছিলেন বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করার পরে? (খুব সম্ভবতঃ তাই সিংহলী প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থে কোথাও সম্রাটের এই যুদ্ধের উল্লেখ নাই।) এই কারণে গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ সপ্তম পরিচ্ছেদ থেকে শেষ অবধি রয়েছে সিংহলের কাহিনী। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ থেকে শুরু করে রাজা দুট্ঠগামনী-অভয়ের স্তূপ স্থাপন এবং রাজার মৃত্যুর পর স্বর্গারোহণে

গ্রন্থের সমাপ্তি।

স্তূপ নির্মাণ পদ্ধতি ও তার নক্সা সম্বন্ধেও বলা হয়েছে এই গ্রন্থে। বৌদ্ধস্তূপ ভারতীয় স্থাপত্যে এক বিশেষ অবদান। বৌদ্ধস্তূপের অনুকরণে পরে মন্দির ও মসজিদের গম্বুজ তৈরী হয়েছে। ইসতানবুল শহরের বিখ্যাত মসজিদটির গম্বুজ ভারতের বৌদ্ধস্তূপের অনুকরণেই করা। লেখক এই গ্রন্থে স্তূপ নির্মাণের নক্সার উদ্ভব কী ভাবে হয় তার এক অনবদ্য কাহিনী বলেছেন যা কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেবার নয়।

এই গ্রন্থের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে সঙ্ঘপ্রধান ভিক্ষু তিষ্য সম্রাট অশোকের পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্রকে ধর্মপ্রচারের জন্য সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। অনেকে বলেন, সম্রাট অশোক ভিক্ষু মহেন্দ্রকে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন কারণ, সম্রাটের ১৩নং শিলালিপিতে তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ১৩নং শিলালিপিতে আমরা দেখি যে সম্রাট সিংহলে তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন সে কথা তিনি বলেননি। সুতরাং এতে বোঝায় না যে রাজা ভিক্ষু মহেন্দ্রকে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। ভিক্ষুরা থাকেন বিহারে, ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রধানের অধীনে। প্রধান যা নির্দেশ দেবেন, তাই হবে। ভিক্ষুর উপর রাজার নির্দেশ খাটে না। অতএব এই গ্রন্থের উক্ত অংশটি ঐতিহাসিক সত্য।

ঠিক এইরূপ বহু সত্য ঘটনা এই গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে। তার সঙ্গে কিছু কাল্পনিক কাহিনীও স্থান পেয়েছে। তবে মজার কথা হলো এই যে, সেই সব কাল্পনিক কাহিনী সত্য ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে যে সেগুলো কখনো বেমানান বলে মনে হয় না। এইটাই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব ও লেখকের বাহাদুরী। তবে দুঃখের কথা, ধর্মানুরাগী পাঠকরা এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করে একসময় এগুলোই বুদ্ধের ধর্ম ও সঙ্ঘের আদর্শ হয়ে ধর্মের পতন ডেকে এনেছে।

লেখক পরিচিতি

এই গ্রন্থের লেখকের পরিচয় গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে দেওয়া আছে। সিংহলের মহাযানী ভিক্ষু বাচিশ্বর হচ্ছেন এই প্রাচীন গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি ছিলেন সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহুর ধর্মাগারের অধ্যক্ষ। এই রাজার রাজত্বকাল ছিল খ্রিষ্টীয় ১১৫৩-৮৬ সাল। গ্রন্থটি সেই সময় রচিত হয়। যদিও লেখক নিজে বলেছেন যে এই গ্রন্থটি নানা কাহিনীর সংকলন, তবে তার মধ্যেও লেখকের কিছু কারিকুরি রয়েছে। ত্রিপিটক বিশারদ এই মহাযানী ভিক্ষু 'পটিসম্ভিদামগ্গ' গ্রন্থের টীকাও লিখেছেন (নিলত্তদীপনি)। উনি 'সচ্চসংক্ষেপ' ও 'বিশুদ্ধীমগ্গ সংক্ষেপ' নামক দুটি সিংহলী গ্রন্থের ভাষ্যও লেখেন। ভিক্ষু বাচিশ্বর সিংহলী ভাষায় রূপান্তরিত প্রাচীন 'থূপবংশ' গ্রন্থটি পুনরায় প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত করেন।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যাকুল-বাসনার কথা

জগতের হিতের জন্য আমি সর্বজয়ীর প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করিতেছি এবং সেই বিস্ময়কর স্তূপকে নতশিরে বন্দনা করি, যাহার গর্ভে, রামধনুর ছয়টি রঙ চতুর্দিকে উজ্জ্বলভাবে বিচ্ছুরিত, মহান পূতাস্থি রক্ষিত হইয়াছে।

আমি স্তূপের প্রাচীন উপাখ্যান ব্যক্ত করিব যাহা বিশ্বজনের মঙ্গলসাধন ও আনন্দ বর্ধন করিবে। সকল শ্রেষ্ঠ দেবতা, অসুর ও নরপতিগণ স্তূপের পূজা করেন। যাহার গর্ভস্থ সম্পদ বহুমূল্য রত্নপুঞ্জের ন্যায় আলো বিকিরণ করে।

যদিও এই কাজ পূর্বে এক পুণ্যাত্মা মনীষী সিংহলবাসীগণের মঙ্গলের জন্য করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা সর্বজন গ্রাহ্য হয় নাই, কারণ উহা ছিল সিংহলী ভাষায় লিখিত।

তাহা ছাড়া, স্তূপের প্রাচীন উপাখ্যান সম্বলিত আদি গ্রন্থটি (থূপবংশ) লিখিত ছিল প্রাচীন মাগধী প্রাকৃতে। আর এই মনীষীর গ্রন্থে বহু পরস্পরবিরোধী বিষয় ছিল, এবং শব্দচয়ন ও উপস্থাপনায় বিশৃঙ্খলতা ছিল। বহু বিষয়, যাহা ব্যক্ত করিবার ছিল, তাহাও সেই গ্রন্থে অব্যক্ত ছিল। এই সকল কারণে সেই প্রাচীন উপাখ্যানগুলি আমি পুনরায় ব্যক্ত করিতেছি।

হে সকল সুধীগণ! আমি যাহা ব্যক্ত করিতেছি উহায় মনযোগ প্রদান করুন। আমি শাস্তার স্তূপের প্রাচীন উপাখ্যানগুলি সম্পূর্ণ এবং অবিকৃতভাবে ব্যক্ত করিব।

স্তূপ হইল বিশেষ কোন চৈত্য যাহাতে বুদ্ধের পূতাস্থি রক্ষিত হইয়াছে। বুদ্ধের পূতাস্থি রাখিয়া উহার উপর চৈত্য নির্মাণ করা হয়। বুদ্ধ ব্যতীত যাঁহাদের স্মৃতিতে এইরূপ চৈত্য বা স্তূপ নির্মিত হইতে পারে তাঁহারা হইলেন—তথাগত[১], অর্হত, পাচ্চেকা বুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য ও

১. সত্যদ্রষ্টা, সত্যের প্রচারক ও সর্বজয়ী (সুমঙ্গলবিলাসিনী)

কোন ন্যায়পরায়ণ শ্রেষ্ঠ মহারাজা। তাঁহাদের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত চৈত্যকেও স্তূপ বলা হয়।

এই স্থানে সুবর্ণমাল্য ভূষিত যে প্রকাণ্ড স্তূপটি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা দেখিয়া পরে কেহ যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, কাহার পূতাস্থির উপর এই প্রকাণ্ড স্তূপটি স্থাপিত হইয়াছে? তখন উত্তর হইবে, তথাগত, অর্হত, সম্যক সম্বুদ্ধের পূতাস্থির উপর এই প্রকাণ্ড স্তূপটি নির্মিত হইয়াছে।

যাঁহার সম্বন্ধে দীপঙ্কর বুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া চব্বিশ জন পূর্বতন বুদ্ধেরা ভবিষ্যতবাণী করিয়াছিলেন; যিনি তিরিশটি পারামি পূর্ণ করিয়া, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া, প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন হইতে শুরু করিয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিব্রাজক সঙ্ঘকে ধর্মদেশনা করিয়া, সকল কর্ম সম্পাদন পূর্বক, ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইয়া পুনর্জন্মের সকল স্তর সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিয়া নির্বাণে পুনর্জন্ম রোধ করেন। সংক্ষেপে এইটুকু। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সকল বিবরণ দিলে এইরূপ হইবে: ॥ ১ ॥

বলা হইয়াছে, শত সহস্র কল্পকাল এবং চারি আগণিত পরিব্যাপ্তি-কাল পূর্বে অমরাবতি[১] নামে এক শহর ছিল। সেই শহরে সুমেধ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। প্রাচীন পৌরাণিক[২] কাহিনী শেখা ছাড়া অন্য কিছু তিনি করিতেন না। তাঁহার বয়স যখন অল্প তখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের উপদেষ্টা ও খাজাঞ্চি হিসাবের খাতা আনিয়া ঘরের বিশেষ প্রকোষ্ঠগুলি খুলিয়া সঞ্চিত বহু সোনা, রূপা, মণিমুক্তা ইত্যাদি তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, 'দেখ বৎস! এই সকল তোমার মাতার, পিতার, পিতামহের, প্রপিতামহের ও সাত পুরুষের সঞ্চিত সম্পদ। বৎস, এই সকল তুমি রক্ষা করিবে।' সুমেধ সম্মত হইয়া বলিলেন, 'বেশ, তাহাই করিব'।

গার্হস্থ্য জীবন চলাকালে সুমেধ একদিন ভাবিলেন, 'পুনর্জন্ম' দুঃখের। অথচ এই জীবনের অস্তিত্বও একদিন লোপ পাইবে। আর এই জীবনে বার্ধক্য, রোগ, শোক ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব এই বন্ধন হইতে মুক্তির প্রয়োজন। জন্ম হইতে মুক্তি, বার্ধক্য হইতে মুক্তি, রোগ, শোক ও মৃত্যু

---

১. খুব সম্ভবত বর্তমানের 'অমরাবতি' শহর (দক্ষিণ ভারত)।
২. ব্যাসদেব কৃত পুরাণ শাস্ত্র।

হইতে মুক্তি। ইহা লাভ হইবে কেবল শান্ত, শান্তিময় নির্বাণে।' এই রূপ চিন্তায় গৃহত্যাগের কথা তাঁহার মনে উদয় হইলে তিনি ভাবিলেন, 'আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলে মৃত্যুতে এই জগত ত্যাগ করিয়া অন্য জগতে গেলেও তাঁহারা তাঁহাদের সঞ্চিত ধনসম্পদ হইতে একটি কড়িও (কাহাপন) সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমি এই সকল সম্পদ লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সমস্ত শহরে ভেরি বাজাইয়া তাঁহার ঘরের সঞ্চিত সকল ধনসম্পদ সকলকে দানের ইচ্ছা সারা শহরে ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর সঞ্চিত সকল ধনসম্পদ অগনীত মানুষজনকে দান করিয়া সুমেধ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ পূর্বক হিমবৎ-এ (হিমালয়ে) গিয়া তপস্যার মাধ্যমে সাত দিনের মধ্যে উচ্চজ্ঞান ও উচ্চমার্গ সুখ প্রাপ্ত হইলেন। ॥ ২ ॥

সেই সময় শাস্তা দীপঙ্কর বুদ্ধত্বলাভ করিয়া সাতদিন বোধিবৃক্ষের নিকটে অতিবাহিত করিয়া সুনন্দা বিহারে ধর্মচক্র প্রবর্তন পূর্বক, বহু দেব ও মানুষজনকে মৃত্যুহীন ধর্মের অমৃত সুধা পান করাইয়া ঘন মেঘের ন্যায় সমস্ত জগতকে আবৃত করিয়া ধর্মবারি বর্ষণ করিয়াছেন। একদিন তিনি বাসনামুক্ত[১] বহু শিষ্য পরিবৃত হইয়া পদব্রজে ভিক্ষায় বাহির হইয়া এক সময় 'রম্ম'[২] নগরে পোঁছিয়া বহিস্থিত 'সুদর্শন মহাবিহারে' অবস্থান করেন। ॥ ৩ ॥

এই সংবাদ শুনিয়া রম্ম নগরবাসীগণ ফুল, ধূপ, সুরভিত ঘি, মধু ইত্যাদি লইয়া প্রভু বুদ্ধের নিকটে গেলেন। তাঁহারা বুদ্ধকে বন্দনাপূর্বক ফুল ইত্যাদি দিয়া পূজা করিলেন। অতঃপর তাঁহারা বুদ্ধ সমীপে এক পাশে বসিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদের ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্মজ্ঞান লাভে প্রীত হইয়া উপস্থিত নগরবাসীগণ বুদ্ধকে আগামী দিন নগরে আমন্ত্রণ জানাইলেন। বুদ্ধ সম্মত হইলে নগরবাসীগণ আসন ত্যাগ করিয়া,

১. মূলে বলা হয়েছে 'ক্ষীণাসব', অর্থাৎ যাহার সকল 'আসব' ক্ষয় হয়েছে। অর্হত্ব প্রাপ্ত বোঝানো হয়েছে।

২. বর্ত্তমান বারাণসী।

দশবলধারী[১] বুদ্ধকে সসম্ভ্রমে প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে নগরবাসীগণ বুদ্ধকে অতুলনীয় মহাদান প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়া তাঁহার আগমনের পথ সুগম করিতে লাগিলেন। ॥ ৪ ॥

সেই সময় ঋষি সুমেধ আশ্রম ত্যাগ করিয়া আকাশপথে উড়িয়া যাইতে দেখিলেন, রম্য নগরবাসীরা সোৎসাহে আনন্দের সহিত নগরে প্রবেশের রাজপথ পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। সুমেধ ঋষি ভাবিলেন, কী কারণে নগরবাসীরা এইরূপ আচরণ করিতেছেন? ঋষি আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া রাজপথের একপাশে দাঁড়াইয়া নগরবাসীদের ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'হে মহামান্য ঋষি সুমেধ, আপনি কি জানেন শাস্তা দীপংকর বুদ্ধত্বলাভ করিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছেন? তিনি পদব্রজে ভিক্ষায় বাহির হইয়া একসময় আমাদের এই শহরের নিকটে 'সুদর্শন মহাবিহারে' অবস্থান করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছি। তাঁহার আগমনের পথ সুগম করিতে আমরা রাজপথ পরিচ্ছন্ন করিতেছি। ইহা শুনিয়া জ্ঞানী ঋষি সুমেধ ভাবিলেন, কেবল বুদ্ধের আবির্ভাব নয়, 'বুদ্ধ' শব্দটির ধ্বনিও জগতে বিরল। সুতরাং আমিও এই নগরবাসীদের সহিত দশবলধারী বুদ্ধের আগমনের জন্য রাজপথ পরিচ্ছন্নের কাজে লাগিব। তিনি নগরবাসীদের বলিলেন, বুদ্ধের আগমনের জন্য যে কাজে আপনারা নিযুক্ত, আমাকেও সেই কাজ করিতে কিছুটা সুযোগ দিন। আমিও আপনাদের সহিত পথ পরিচ্ছন্ন করিব।' নগরবাসীগণ সম্মত হইয়া বলিলেন, 'বেশ, তবে তাহাই করুন।'

নগরবাসীরা ভাবিলেন, এই সুমেধ ঋষি মন্ত্রশক্তি ও মহাঋদ্ধি প্রাপ্ত[২] জ্ঞানী পুরুষ। ইহা বুঝিয়া রাজপথের যে অংশটি অধিক বন্ধুর ও কর্দমাক্ত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা দুরূহ, সেই অংশটি নগরবাসীরা ঋষি সুমেধর ভাগে দিয়া বলিলেন, 'রাজপথের এই অংশটি আপনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া চলার উপযুক্ত করুন।'

ঋষি সুমেধ বুদ্ধের দর্শনের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ভাবিলেন, 'আমি এই

---

১. লেখকের অনুবাদিত 'মিলিন্দপঞ্হ' দ্রষ্টব্য (করুণা প্রকাশনী)।
২. অলৌকিক শক্তিধর।

পথ ঋদ্ধি দ্বারা অবশ্যই খুবই শীঘ্র সুন্দর করিয়া তুলিতে পারিব। কিন্তু ইহাতে আমার মানসিক তৃপ্তি হইবে না। কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে এই কাজ আমাকে করিতে হইবে।' এই ভাবিয়া তিনি রাজপথের গর্তগুলিকে ধুলা দিয়া ভরাট করিতে লাগিলেন। ॥ ৫ ॥

যদিও রাজপথের এই অংশটি তখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় নাই ও অসমাপ্ত রহিয়াছে, সেই সময় রম্মর নগরবাসীগণ বুদ্ধের আগমন বার্তা ঘোষণা করিলেন। দশবলধারী, কুসুম রঙের ত্রি-চীবরে আচ্ছাদিত, উজ্জ্বল বিদ্যুৎলতার ন্যায় কটিবন্ধ দ্বারা আবদ্ধ, মনে হইল যেন একগুচ্ছ পুষ্প সোনার ফিতায় বাঁধা। কেহ যেন সুবর্ণ পর্বতের চূড়ায় লাক্ষারস ঢালিয়া দিয়াছে, অথবা সুবর্ণ কোন মন্দিরকে লাল প্রবালের জালে ঘিরিয়াছে, অথবা সুবর্ণ মালাকে রক্তবর্ণ পশমের সুতায় গাঁথিয়াছে, অথবা শরতের লাল মেঘ যেন চাঁদকে আড়াল করিয়াছে, ঠিক সেই মতো ধুলা হইতে সংগ্রহ করা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা দিয়া তৈয়ারী ও লাক্ষারসে রাঙানো কিংসুক ফুলের ন্যায় লাল চমৎকার লম্বা পোষাক পরিহিত বুদ্ধ সুগন্ধগৃহ হইতে বাহির হইলেন। যেন কোন বীর বিক্রম সিংহ সুবর্ণ গুহা হইতে নির্গত হইল। বহু দেবতা পরিবৃত হাজার অক্ষি বিশিষ্ট দেবতার[১] ন্যায় অথবা বহু ব্রহ্মা পরিবৃত মহাব্রহ্মের ন্যায়, চারিশত সহস্র ষড়ভিজ্ঞ বাসনা-মুক্ত ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া তিনি সুসজ্জিত সুগম রাজপথে, বুদ্ধসুলভ অতুলনীয় নমনীয়তায়, স্বকীয় মঙ্গলময় প্রভাবে সীমাহীন করুণায়, পদার্পণ করিলেন। মনে হইল নিঃসীম আকাশে অসংখ্য তারা পরিবৃত শরৎশশী যেন। ॥ ৬ ॥

দীপংকর বুদ্ধ যখন সুসজ্জিত রাজপথ ধরিয়া চলিলেন, ঋষি সুমেধও তখন তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দূর হইতে দেখিতে লাগিলেন। বত্রিশটি সুলক্ষণে, আশীটি ক্ষুদ্র লক্ষণে সুশোভিত, শরীর ঘিরিয়া দুই বাহু পরিমাণ[২] বিস্তৃত ছয় রঙের আলোকচক্র, মণিমাণিক্যের দ্যুতি বিকিরণকারী আকাশের আলোকচ্ছটার ন্যায় বুদ্ধের উজ্জ্বল সুন্দর রূপ। মুগ্ধ নয়নে সেই রূপ দেখিয়া ঋষি সুমেধ ভাবিলেন, 'আজ আমি এই দশবলধারীকে

১. ইন্দ্র দেবতার বিশেষণ। দেবরাজ ইন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে।
২. ছয় ফুট বিস্তৃত আলোকচক্র।

আত্মাহুতি দিব। কর্দমাক্ত ভূমিতে পা না দিয়া প্রভু বুদ্ধ, চারিশত সহস্র ষড়ভিজ্ঞ ভিক্ষুসহ, আমার দেহের উপর দিয়া মাড়াইয়া যাইবেন, যেন মুক্তাখচিতফলকে নির্মিত কোন সাঁকো পার হইতেছেন। ইহাতেই আমার পরম সুখ, ইহাতেই আমার পরম মঙ্গল।'

জটাজুট খুলিয়া, দেহের চর্ম-আচ্ছাদন ও বল্কল কর্দমাক্ত ভূমিতে বিছাইয়া দিয়া সেই কর্দমাক্ত স্থানকে আবৃত করিয়া সুমেধ ঋষি সেই কর্দমাক্ত ভূমিতে শুইয়া পড়িলেন। তিনি তখন ভাবিলেন, 'ইচ্ছা করিলে আমি নিজে পাপ মুক্ত হইয়া নব্যশ্রমণের বেশে ভিক্ষুদের সহিত রম্ম নগরে প্রবেশ করিতে পারি। কিন্তু ছদ্মবেশে নির্বাণ লাভে সক্ষম হইব না। তবে যদি দীপংকর বুদ্ধের ন্যায় আমিও পরম বুদ্ধত্বলাভ করিতে পারি এবং তাঁহার ন্যায় দশবলধারী হই? তিনি বুদ্ধত্বলাভ করিয়া ধর্মের তরীতে অসংখ্যকে ভবসমুদ্র পার করাইয়াছেন, তাহা যদি আমিও করি? ইহাই তবে আমার উপযুক্ত কাজ হইবে।' অতঃপর অষ্টগুণ সম্বলিত ঋষি সুমেধ বুদ্ধ হইবার সংকল্প লইয়া সেই কর্দমাক্ত ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। ॥ ৭ ॥

দীপংকর বুদ্ধ সেই রাজপথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া ঋষি সুমেধর শিয়রের নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে এক ঋষি কর্দমের উপর শুইয়া আছেন। সর্বজ্ঞ বুদ্ধের মনে প্রশ্ন জাগিল যে, এই ঋষি বুদ্ধ হইবার সংকল্প লইয়া কর্দমের উপর শুইয়া আছেন। তাঁহার সেই ব্যাকুল-বাসনা পূর্ণ হইবে কি? বুদ্ধ তখন উপলব্ধি করিলেন যে ভবিষ্যতে এই ব্যক্তি 'গোতম' নামে বুদ্ধ হইবেন। ইহা উপলব্ধি করিয়া সেইস্থলে উপস্থিত ভিক্ষুসকল ও সমবেত নগরবাসীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া দীপংকর বুদ্ধ ভবিষ্যতের কথা বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ! দেখ কৃচ্ছ্রসাধনকারী এই ঋষি কর্দমের উপর শুইয়া আছেন।' ভিক্ষুগণ সমস্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ ভন্তে! তাহাই দেখিতেছি।' বুদ্ধ বলিলেন, 'এই ঋষি বুদ্ধ হইবার সংকল্প লইয়া এইখানে শুইয়া আছেন। শত সহস্র যুগ ও চারি আগণতি পরিব্যাপ্তি-কাল পরে তাঁহার ব্যাকুল-বাসনা পূর্ণ হইয়া ইনি গোতম বুদ্ধ হইবেন।' দীপংকর বুদ্ধ এই ভবিষ্যৎ বাণী করিলেন।

এই সঠিক কথাই ব্যক্ত হইয়াছে, 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থে:

সর্বজ্ঞ, পূজ্য দীপংকর বুদ্ধ আমার শিয়রের নিকট দাঁড়াইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, "দেখ! কৃচ্ছ্রসাধনকারী জটাধারী এই ঋষিকে। অসংখ্য

কাল পরে ইনি বুদ্ধ হইবেন।

মনোরম কপিল নগর ত্যাগ করিয়া, তথাগত, কঠিন সাধনায় রত হইবেন।

গো-চারকদের বৃক্ষের নীচে বসিয়া, তথাগত, পায়াসান্ন গ্রহণ করিয়া নিরঞ্জনা নদীর নিকটে যাইবেন।

নিরঞ্জনা[১] নদীর কূলে বিজয়ী বীর উত্তমরূপে প্রস্তুত পথ ধরিয়া বোধিবৃক্ষের পাদদেশে আসিবেন।

অতঃপর বোধিবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমময় মহামানব অশ্বত্থ বৃক্ষের পাদদেশে ধ্যানে বসিয়া বুদ্ধত্বলাভ করিবেন।

যে মাতা তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিবেন তাঁহার নাম হইবে 'মায়া'। পিতার নাম হইবে 'শুদ্ধোধন'। আর এই ব্যক্তির নাম হইবে 'গোতম'।

মুক্তমনা, শুদ্ধ, শান্ত ও অটল 'কোলিত'[২] ও 'উপতিস্য'[৩] হইবেন তাঁহার প্রধান শিষ্যদ্বয়।

'আনন্দ'[৪] নামের সেবক বিজয়ী বীরের সেবাযত্ন করিবেন। ক্ষেমা ও উৎপলাবর্ণা তাঁহার প্রধানা শিষ্যা হইবেন। তাঁহারাও মুক্তমনা, শুদ্ধ, শান্ত ও অটল হইবেন। সেই অশ্বত্থবৃক্ষকে বুদ্ধের 'বোধিবৃক্ষ' বলা হইবে।

॥ ৮ ॥

ব্যাকুল-বাসনার কথা সমাপ্ত

---

১. নীলাঞ্জনা বা নিরঞ্জনা নদীর পশ্চিম কূলে যে বন ছিল, সেই বনে ছিল এই অশ্বত্থ গাছ, যার নীচে ধ্যানে বসে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন। উক্ত নীলাঞ্জনা বা নিরঞ্জনা নদী হচ্ছে ফল্গু নদীর একটি শাখা।

২. গোতম বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মহামোগ্গাল্লন-এর নাম।

৩. গোতম বুদ্ধের অন্য প্রধান যে শিষ্য ছিলেন, সারিপুত্ত তাঁর নাম।

৪. সিদ্ধার্থের খুড়তুত ভাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন স্তূপের কথা

দশবলধারী দীপংকর বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের[১] প্রশংসা করিয়া আট মুষ্টি ফুল দিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিবার পর প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই চারিশত সহস্র ষড়ভিজ্ঞ ভিক্ষুরাও ফুল ও সুগন্ধ দ্রব্যে বোধিসত্ত্বকে পূজা করিবার পর প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন। সকল দেবতা ও সমবেত সকল নগরবাসীগণও বোধিসত্ত্বকে অনুরূপভাবে পূজা করিয়া সম্মান প্রদর্শন-পূর্বক চলিয়া গেলেন। ॥ ১ ॥

বোধিসত্ত্ব দশবলধারীর ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়া ভাবিলেন, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি তবে তাঁহার দখলে আসিয়াছে এবং ইহাতে তিনি আনন্দবোধ করিলেন। সমবেত সকলে প্রস্থান করিলে তিনি ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া বর্ষিত ফুলের স্তূপের উপর পদ্মাসনে বসিলেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য যাহা করণীয় তাহা চিন্তা করিতে গিয়া তিনি ভাবিলেন, বুদ্ধ হইবার উপাদান সকল কোথায় আছে? ঊর্ধ্বে, অধঃ, না চারি দিগন্তে, না দশ দিশায়? ধীরে ধীরে তিনি ধর্মের নীতিসকল বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিলেন যে প্রথম উপাদান দান-পারামি। পূর্বের সকল বোধিসত্ত্বরা ইহা পালন করিয়া প্রীত হইয়াছেন। তখন সেই প্রথম পারামিসহ অন্য 'পারামি'[২] সকলও যথা, নৈতিকতা, ত্যাগ, প্রজ্ঞা, তেজ, তিতিক্ষা, সত্যতা, দৃঢ়-সংকল্পতা, মিত্রতা ও মনের স্থিরতা, তাঁহার মনে দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেবতাদের প্রশংসায় ধন্য হইয়া বোধিসত্ত্ব সেই স্থান ছাড়িয়া শূন্যে উঠিয়া আকাশপথে হিমবৎ-এ ফিরিয়া গেলেন। ॥ ২ ॥

---

১. ঋষি সুমেধকে বোঝানো হয়েছে।

২. এটা মহাযানী বৌদ্ধদের মতবাদ। দশটি পারামি পূর্ণ করে তবে বুদ্ধত্বলাভ হয়। অর্থাৎ এক জন্মে বুদ্ধ হওয়া যায় না। বহু জন্মের সাধনার দ্বারা দশটি পারামি পূর্ণ হলে তবেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। 'জাতকমালা' ও 'অবদানকল্পলতা' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। বুদ্ধ কিন্তু এসব কথা কখনও বলেননি।

শাস্তা দীপংকর বুদ্ধ চারিশত সহস্র ষড়াভিজ্ঞ ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া দেবতা ও রম্ম নগরবাসীদের দ্বারা পূজিত হইয়া সুসজ্জিত ও সুগম নগর-প্রবেশপথ ধরিয়া রম্ম নগরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সুসজ্জিত মনোরম আসনে উপবেশন করিলেন। প্রবীণ ভিক্ষুরাও নিজেদের আসনে বসিলেন। তাঁহাদের জন্যও আসনের ব্যবস্থা ছিল। রম্ম নগরবাসীরা ভিক্ষু-সহ বুদ্ধকে 'মহাদান' প্রদান করিলেন। বুদ্ধ মহাদান স্বরূপ প্রদত্ত আহার গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাপাত্র হইতে হাত তুলিয়া লইলে নগরবাসীরা ফুল, মালা, সুগন্ধি ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার বন্দনা করিয়া দান অনুমোদিত হইয়াছে কিনা জানিতে অপেক্ষা করিলেন। মহাপ্রভু দান অনুমোদন পূর্বক দান, নৈতিকতা, ইন্দ্রিয় সুখের বিপদ, ভ্রম, অপবিত্রতা, স্বর্গ ও গৃহত্যাগের উপকারিতা বিষয়ে বলিয়া অমরত্বপ্রদায়ী ধর্মদেশনা করিলেন। বুদ্ধ যখন অগণিত শ্রোতাদের ধর্মদেশনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ত্রিরত্নে দীক্ষিত হইলেন। অনেকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অনেকে স্রোতাপত্তি হইলেন। অনেকে অনাগামী হইলেন। অনেকে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনেকে ষড়াভিজ্ঞ হইলেন। কেহ বা সমাপত্তি ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর বুদ্ধ আসন ত্যাগ পূর্বক উঠিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ রম্ম নগর হইতে প্রস্থান করিয়া 'সুদর্শন মহাবিহারে' প্রবেশ করিলেন। তাই বলা হইয়াছে ঃ

অতঃপর তাঁহারা বুদ্ধসহ ভিক্ষুদের আহার্য প্রদান করিয়া শাস্তা দীপংকরের শরণ লইলেন। (বুদ্ধবংশ)

তথাগত তাঁহাদের মধ্যে অনেককে ত্রিরত্নে দীক্ষা দিলেন। অনেককে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনেককে দশশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এক ব্যক্তিকে অর্হত্বপ্রাপ্তির পথ-স্বরূপ ভিক্ষুত্ব প্রদান করিলেন। আর এক ব্যক্তিকে তিনি 'পটি-সম্ভিদা'[১] জ্ঞান প্রদান করিলেন। আর এক বলধারী ব্যক্তি 'সমাপত্তি' প্রাপ্ত হইলেন। অনেকে ষড়াভিজ্ঞ হইলেন।

এইভাবে মহাঋষি অগণিত মানুষকে ধর্মদেশনা করিলেন। ইহাতে জগৎ-পতির[২] উপদেশ বিস্তার লাভ করিল।

---

১. ইহা চার প্রকার—অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ।

২. বুদ্ধকে বোঝানো হইয়াছে।

প্রশস্ত স্কন্ধধারী শক্তিমান মহামানব দীপঙ্কর অগণিত মানুষকে দুঃখ-মুক্ত করিয়া ত্রাণ করিয়াছেন।

এমনকি, শত সহস্র যোজন[১] দূরে অবস্থিত ব্যক্তিদেরও জ্ঞান লাভের জন্যে পরিণত হইয়াছে বুঝিলে, এই মহাঋষি মুহূর্তে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া পরিত্রাণ করিয়াছেন। ॥ ৩ ॥

অতঃপর শাস্তা দীপঙ্কর শত সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া অগণিত জীব সকলকে বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া বুদ্ধের করণীয় কর্ম সকল সম্পাদন করিয়া, নন্দের উদ্যানে পুনর্জন্ম-নিরোধ মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থি ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। উহা একত্রিত করা হইলে উজ্জ্বল সুবর্ণ মূর্তির ন্যায় মনে হইল।

জম্বুদ্বীপবাসীরা[২] ছত্রিশ যোজন দৈর্ঘ্য একটি মহাস্তূপ নির্মাণ করিলেন। দুরমুশ করা শিলাখণ্ড দ্বারা তৈরী করা হইল ইহার নিরেট মেঝ এবং উপরের আস্তরণ হইল সোনায় মোড়া। তাই বলা হইয়াছে :

'সর্বজয়ী শাস্তা দীপঙ্কর নন্দের উদ্যানে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। এই সর্বজয়ীর স্মৃতিতে সেই স্থলে ছত্রিশ যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়।

শাস্তার ভিক্ষাপাত্র, চীবর ও অন্যান্য ব্যবহৃত বস্তু সকল ইত্যাদির সম্মানার্থেও তিন যোজন উচ্চ একটি স্তূপ বোধিদ্রুম মূলে নির্মাণ করা হয়।' (মহাবংশ) ॥ ৪ ॥

দীপঙ্কর বুদ্ধের পর অগণিত পরিব্যাপ্তি-কাল পরে কোনডঞঞ শাস্তার আবির্ভাব হইল। সেই সময় বোধিসত্ত্ব 'বিজিতাভিন' মহারাজা নামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধসহ শত সহস্র লক্ষ ভিক্ষুদের মহাদান প্রদান করেন। এই শাস্তাও বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলিলেন 'ইনি বুদ্ধত্বলাভ করিয়া ধর্মপ্রচার করিবেন।'

শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়া 'বিজিতাভিন' মহারাজা রাজত্ব ত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হইলেন। তিনি ত্রিপিটকে দক্ষতা লাভ করিয়া, অষ্টসমাপত্তি ও

১. সাত অথবা আট মাইলে এক যোজন হয়।
২. জম্বুদ্বীপ বলতে ভারতবর্ষকে বোঝানো হয়েছে।

উচ্চমার্গের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের মাধ্যমে ব্রহ্মলোকে পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। বুদ্ধ কোনডঞঞও শত সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া, বুদ্ধের করণীয় কর্মসকল সম্পাদন করিয়া, চন্দের মহাবিহারে মহা-পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূতাস্থিও ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই।

জম্বুদ্বীপবাসীগণ সমবেত হইয়া বুদ্ধের স্মৃতিতে জল, তেল আর ঘি মিশ্রিত মাটির ব্যবহারে সাত যোজন দৈর্ঘ্য একটি মাটির স্তূপ নির্মাণ করিয়া হলুদ ও লাল রঙের সহিত সাত প্রকার রত্নে ইহাকে ভূষিত করেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ 'বুদ্ধ কোনডঞঞ 'চন্দের রম্য বিহারে' মহাপরি-নির্বাণ লাভ করিলে তাঁহার স্মৃতিতে সেই স্থলে সাত যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়।' (বুদ্ধবংশ) ॥ ৫ ॥

এই বুদ্ধের পর, এক পরিব্যাপ্তি-কাল পরে, এক যুগের মধ্যেই, চারিজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়—মঙ্গল, সুমন, রেবত ও শোভিত।

মঙ্গল বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব সুরুচি নামে এক ব্রাহ্মণ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানাইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমন্ত্রিত বুদ্ধের মধুর ধর্মদেশনা শুনিয়া তিনি পরদিনের জন্য পুনরায় বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। এইভাবে বোধিসত্ত্ব পরপর সাতদিন বুদ্ধকে ও তাঁহার শত সহস্র কোটি ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ করিয়া পায়াসান্ন প্রদান করেন। শাস্তা এই মহাদান অনুমোদন করিয়া সেই মহামানবকে উদ্দেশ্য করিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলিলেন, 'শত সহস্র যুগ ও দুই পরিব্যাপ্তি-কাল পরে আপনি গৌতম নামে বুদ্ধ হইবেন।' সেই মহামানব ভবিষৎ বাণী শুনিয়া ভাবিলেন, আমি বুদ্ধ হইব বলা হইতেছে। তবে গার্হস্থ্য জীবনের কী প্রয়োজন? আমি অবশ্যই গৃহত্যাগ করিব।

তিনি মুখের এক ডেলা থুথুর ন্যায় সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়া শাস্তার শরণ লইলেন। বুদ্ধের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি উচ্চমার্গের জ্ঞান ও উচ্চমার্গ প্রাপ্ত হইলেন। জীবন সমাপ্তিতে তিনি ব্রহ্মলোকে পুনর্জন্ম লাভ করিলেন।

এই বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থিও ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। জম্বুদ্বীপবাসীগণ পূর্বের ন্যায় তাঁহার স্মৃতিতে ত্রিশ যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'বসব উদ্যানে' মঙ্গল বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করিলে, সেই সর্বজয়ীর স্মৃতিতে সেই স্থলে ত্রিশ যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়। (বুদ্ধবংশ) ॥ ৬ ॥

এই বুদ্ধের পর 'সুমন' নামক শাস্তার আবির্ভাব হয়। সেই সময় এই মহামানব ঋদ্ধি ও মর্যাদা সম্পন্ন 'অতুল' নামে এক বিষধর নাগরাজ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। বুদ্ধের আবির্ভাবের সংবাদে তিনি সভাসদসহ নাগলোক হইতে বাহির হইয়া বুদ্ধ ও তাঁহার শত সহস্র ভিক্ষুদের স্বর্গীয় সংগীত সহকারে মহাদান ও দ্বি-চীবর অর্ঘ্য রূপে প্রদান করিয়া বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন। এই শাস্তাও ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'ভবিষ্যতে ইনি বুদ্ধ হইবেন।'

সুমন বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থিও ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। জম্বুদ্বীপবাসীগণ পূর্বের ন্যায় তাঁহার স্মৃতিতে চার যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'বিখ্যাত সুমন বুদ্ধ 'অঙ্গ' বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন এবং সেই সর্বজয়ীর স্মৃতিতে চার যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ সেই স্থলে নির্মাণ করা হয়। (বুদ্ধবংশ) ॥ ৭ ॥

এই বুদ্ধের পর 'রেবত' নামক শাস্তার আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব 'অতিদেবক' নামে এক ব্রাহ্মণ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনিয়া তাঁহার শরণ লইলেন। দুঃখদায়ক কামনা বর্জিত শাস্তার প্রশস্তিতে তিনি হাত জোড় করিয়া দুই বাহু মাথার উর্ধে তুলিয়া বুদ্ধকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। এই শাস্তাও ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'ভবিষ্যতে ইনি বুদ্ধ হইবেন।'

রেবত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থিও ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধ রেবত এক মহানগরে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পূতাস্থি সেই স্থল হইতে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। (বুদ্ধবংশ) ॥ ৮ ॥

এই বুদ্ধের পর 'শোভিত' নামক শাস্তার আবির্ভাব হয়। সেই সময়

বোধিসত্ত্ব 'অজিত' নামে এক ব্রাহ্মণ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। ব্রাহ্মণ শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়া তাঁহার শরণ লইয়া বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান প্রদান করেন। এই শাস্তাও ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'ইনি বুদ্ধ হইবেন।'

এই বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থিও ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

তাই বলা হইয়াছে :

'সর্বজ্ঞ বুদ্ধ শোভিত 'সিংহ' বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পূতাস্থি সেই স্থল হইতে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। (বুদ্ধ-বংশ) ॥ ৯ ॥

এই বুদ্ধের পর, বহু পরিব্যাপ্তি-কাল পরে, এক যুগের মধ্যে আরও তিনজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়—অনোমদর্শী, পদুম এবং নারদ।

অনোমদর্শী বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব ঋদ্ধি ও মর্যাদাসম্পন্ন এক যক্ষপতি[১] রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি ছিলেন শত সহস্র কোটি যক্ষদের নেতা। বুদ্ধের আবির্ভাবের সংবাদে তিনি বুদ্ধের নিকটে আসিয়া বুদ্ধসহ ভিক্ষুদের মহাদান প্রদান করেন। এই শাস্তাও ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'ভবিষ্যতে ইনি বুদ্ধ হইবেন'।

অনোমদর্শী বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পূতাস্থিও ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। জম্বুদ্বীপবাসীগণ তাঁহার স্মৃতিতে পঁচিশ যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

তাই বলা হইয়াছে :

'সর্বজয়ী শাস্তা অনোমদর্শী 'ধর্মবিহারে' মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মৃতিতে সেই স্থলে পঁচিশ যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়। (বুদ্ধবংশ) ॥ ১০ ॥

এই বুদ্ধের পর 'পদুম' নামক শাস্তার আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব এক সিংহ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। এই তথাগত যখন জনবসতিহীন এক অরণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে সিংহরূপী[২]

---

১. পিশাচদের নেতা।

২. 'জাতক' কাহিনীর মতো এখানেও বোধিসত্ত্ব কোন জন্মে সাপ হয়ে

বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে নিরোধ-সমাপত্তির ধ্যানে উপবিষ্ট দেখেন। বর্মনিষ্ঠ চিত্তে বোধিসত্ত্ব পদুম বুদ্ধকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া মহা আনন্দে তিনবার বিকট সিংহনাদ করেন। সাতদিন ধরিয়া বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ-ভাবনায় বিভোর হইয়া মহাআনন্দে ডুবিয়া সংসারত্যাগী হইয়া বুদ্ধের পরিচর্যার জন্য তাঁহার সন্নিকটে অবস্থান করিলেন। সাতদিন পর বুদ্ধের ধ্যান ভাঙিলে তিনি সিংহকে তাঁহার সন্নিকটে উপবিষ্ট দেখিয়া ভাবিলেন, ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি বিশ্বাস জন্মাইলে এই সিংহ তাঁহাদেরও অভিবাদন করিবে। ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁহার নিকটে আসুক।

সেই সময় বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘ নিকটে আসিলে, সিংহ তাঁহাদেরও অভিবাদন করিল। শাস্তা সিংহের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলিলেন, 'ভবিষ্যতে ইনি বুদ্ধ হইবেন।'

এই বুদ্ধের পূতাস্থি ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজয়ী শাস্তা পদুম 'ধর্মবিহারে' মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পূতাস্থি সেই স্থল হইতে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। (বুদ্ধবংশ) ॥ ১১ ॥

এই বুদ্ধের পর, 'নারদ' নামক শাস্তার আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব এক মুনি রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। এক সময় তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অষ্টসমাপত্তি ও মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তিনি বুদ্ধসহ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান প্রদান করেন ও সম্মানার্থে রক্তচন্দন কাষ্ঠ উপহার দেন। সেই শাস্তাও ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'ইনি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন।'

জন্মাচ্ছেন, কোন জন্মে সিংহ হয়ে জন্মাচ্ছেন, কোন জন্মে পিশাচ হয়ে জন্মাচ্ছেন। সাপ হয়েও তিনি বুদ্ধকে দ্বি-চীবর দান করছেন, পিশাচ হয়েও তিনি মহাদান দিচ্ছেন। এইভাবে বোধিসত্ত্বকে দিয়ে মহাযানীরা তাঁদের মতবাদের 'দান-পারামি' সম্পন্ন করিয়েছেন। এগুলো সবটাই কাল্পনিক। অসংখ্য বুদ্ধের আবির্ভাবও কাল্পনিক। (লেখকের—'ইতিহাসের আলোয় গৌতম বুদ্ধ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—করুণা প্রকাশনী)।

এই বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থি একত্রিত করা হয়। সকল দেবতা ও মানুষ সমবেত হইয়া তাঁহার স্মৃতিতে চারি যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'সর্বজয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃষসম শাস্তা নারদ, সুদর্শন নগরে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মৃতিতে সেই স্থলে চারি যোজন দৈর্ঘ্য একটি মনোরম স্তূপ নির্মাণ করা হয়। (বুদ্ধবংশ) ॥ ১২ ॥

এই বুদ্ধের পর, বহু পরিব্যাপ্তি-কাল পরে, শত সহস্র যুগের পর, এক সময় 'পদুমউত্তর' নামক এক শাস্তার আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব 'জটিল' নামে এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি একসময় বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘকে চীবর দান করেন। এই শাস্তাও ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'ভবিষ্যতে ইনি বুদ্ধ হইবেন'। পদুমউত্তর বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থি একত্রে রক্ষিত হয়। সকল দেবতা ও মানুষ সমবেত হইয়া তাঁহার স্মৃতিতে বারো যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'সর্বজয়ী পদুমউত্তর বুদ্ধ নন্দের বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মৃতিতে বারো যোজন দৈর্ঘ্য একটি উৎকৃষ্ট স্তূপ সেই স্থলে নির্মাণ করা হয়। (বুদ্ধবংশ) ॥ ১৩ ॥

এই বুদ্ধের পর, ত্রিশ হাজার যুগ পরে, একই যুগে দুই বুদ্ধের আবির্ভাব হয়—সুমেধ ও সুজাত। সুমেধ বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব 'উত্তর' নামে এক ব্রাহ্মণ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি আশী কোটি অর্থ মূল্যের ধন সঞ্চয় করিয়া সমস্তই বুদ্ধ ও তাঁহার ভিক্ষুসংঘকে দান করিয়া দেন। তিনি বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনিয়া তাঁহার শরণ লইয়া গৃহত্যাগ করেন। সেই শাস্তাও ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'ইনি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন।'

সুমেধ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থি অবশ্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'উত্তম সর্বজয়ী সুমেধ বুদ্ধ মেধা বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে

তাঁহার পূতাস্থি সেই স্থল হইতে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।'
(বুদ্ধবংশ ॥ ১৪ ॥

এই বুদ্ধের পর, সুজাত নামক শাস্তার আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব এক অসাধারণ মহাসম্রাট রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি বুদ্ধের আবির্ভাবের সংবাদে তাঁহার নিকট যাইয়া ধর্ম শ্রবণ করিয়া চারি মহাদেশ সম্বলিত তাঁহার সকল রাজ্য ও সাতটি ধনাগার বুদ্ধসহ ভিক্ষু-সংঘকে প্রদান করিয়া বুদ্ধের শরণ লইয়া গৃহত্যাগ করেন। রাজ্যের সকল বাসিন্দারা, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধের আবির্ভাবের সংবাদে, বিহারের নানা কাজে নিজেদের নিযুক্ত করিলেন। বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘকে তাঁহারা নিয়মিত দান দিতে লাগিলেন। এই শাস্তাও ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'ভবিষ্যতে ইনি বুদ্ধ হইবেন।'

সুজাত বুদ্ধের পূতাস্থি একত্রিতে রক্ষিত হয়। জম্বুদ্বীপবাসীগণ তাঁহার স্মৃতিতে যোজনের এক-তৃতীয়াংশ দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'সর্বজয়ী বুদ্ধ সুজাত 'শীল' বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মৃতিতে সেই স্থলে এক-তৃতীয়াংশ যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়। (বুদ্ধবংশ) ॥ ১৫ ॥

এই বুদ্ধের পর, আটাশ যুগ পরে, একই যুগে তিনজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়—প্রিয়দর্শী, অট্টদর্শী, ধম্মদর্শী। বুদ্ধ প্রিয়দর্শীর (পিয়দস্‌সী) সময় বোধিসত্ত্ব কশ্যপ নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া তাঁহার শরণ লইলেন এবং শত সহস্র কোটি মুদ্রার বিনিময়ে একটি বিহার নির্মাণ করিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই শাস্তা ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলিলেন, 'আঠারোশ যুগ পরে ইনি বুদ্ধ হইবেন।'

বুদ্ধ প্রিয়দর্শীর পূতাস্থি একত্রিতভাবে রক্ষিত হয়। জম্বুদ্বীপবাসীগণ সমবেত হইয়া তাঁহার স্মৃতিতে তিন যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'অতি উত্তম মহাজ্ঞানী বুদ্ধ প্রিয়দর্শী 'সলসা' বিহারে মহাপরিনির্বাণ

প্রাপ্ত হইলে সেই সর্বজয়ীর স্মৃতিতে সেই স্থলে তিন যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়'। (বুদ্ধবংশ) ॥ ১৬ ॥

এই বুদ্ধের পর, অট্ঠদর্শী বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব সুসীমা নামে, ঋদ্ধি ও মর্যাদাসম্পন্ন, এক ঋষি রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া অভিভূত হইয়া ঋদ্ধি বলে তিনি স্বর্গের মন্দার পুষ্প, পদ্ম, সমুদ্রের প্রবাল পুষ্প ইত্যাদি বিবিধ পুষ্পে চতুর্দ্বীপের[১] আকাশ ঘন মেঘের ন্যায় আচ্ছাদন করিয়া বুদ্ধের উপর সেই সকল পুষ্প বর্ষণ করিলেন। তিনি বুদ্ধের অবস্থানের চতুর্দিকে পুষ্পের তোরণ ও বুদ্ধের জন্য পুষ্প সম্বলিত বিশেষ শিবির প্রস্তুত করিয়া দিলেন। স্বর্গের মন্দার পুষ্পের সম্ভারে সূর্যের প্রখর রৌদ্রকে আড়াল পূর্বক বুদ্ধকে ছায়া প্রদান করিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এই বুদ্ধও তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলিলেন, 'ভবিষ্যতে ইনি গৌতম বুদ্ধ হইবেন।'

এই বুদ্ধের (অট্ঠদর্শী) পূতাস্থি মহাপরিনির্বাণের পর অবশ্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'পরম সর্বজয়ী অট্ঠদর্শী বুদ্ধ 'অনোমা' বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পূতাস্থি সেই স্থান হইতে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়'। (বুদ্ধবংশ) ॥ ১৭ ॥

এই বুদ্ধের পর, ধম্মদর্শী শাস্তার আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব দেবরাজ শক্র (ইন্দ্র) রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি স্বর্গীয় পুষ্প, সুবাস ও সংগীতে বুদ্ধকে সম্মান প্রদর্শন করেন। এই বুদ্ধও বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইনি বুদ্ধ হইবেন।'

ধম্মদর্শী বুদ্ধের পূতাস্থি একত্রিত করা হইয়াছিল। জম্বুদ্বীপবাসীগণ তাঁহার স্মৃতিতে তিন যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

---

১. সারা পৃথিবীকে বলা হইয়াছে।

'মহান বীর ধম্মদর্শী বুদ্ধ 'কেলাস' বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মৃতিতে সেই স্থলে তিন যোজন দৈর্ঘ্য একটি মনোরম স্তূপ নির্মাণ করা হয়'। (বুদ্ধবংশ) ॥ ১৮ ॥

এই বুদ্ধের পর, চুরানব্বই যুগ পরে, সিদ্ধত্থ বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব 'মঙ্গল' নামে এক মহাজ্ঞানী খ্যাতিমান ঋষি রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি একসময় গোলাপ-গন্ধী সুমধুর জাম ফল তথাগতকে প্রদান করেন। তথাগত সেই ফল গ্রহণ করেন। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলিয়াছিলেন, 'চুরানব্বই যুগ পরে ইনি বুদ্ধ হইবেন।'

মহাপরিনির্বাণের পর সিদ্ধত্থ বুদ্ধের পূতাস্থি ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। তাঁহার স্মৃতিতে চারি যোজন দৈর্ঘ্য, মণি মুক্তায় শোভিত, স্তূপ নির্মাণ করা হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'মহাজ্ঞানী বুদ্ধ সিদ্ধত্থ 'অমোঘ' বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার স্মৃতিতে সেই স্থলে চারি যোজন দৈর্ঘ্য একটি সুদৃশ্য স্তূপ নির্মাণ করা হয়'। (বুদ্ধবংশ) ॥ ১৯ ॥

এই বুদ্ধের পর, বিরানব্বই যুগ পরে, একই যুগে দুই বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, তিষ্য ও ফুষ্য। তিষ্য বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব এক অভিজাত বংশে সুজাত নামে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি ধনাঢ্য ও খ্যাতিমান ছিলেন। একসময় তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ঋষি হইয়া মহা ঋদ্ধিশক্তি প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের আবির্ভাবের সংবাদে সুজাত ঋষি স্বর্গীয় মন্দার পুষ্প, পদ্ম, সমুদ্রের প্রবাল পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা চারি শিষ্য পরিবৃত তথাগতের চলার পথে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। ফুলের চাঁদোয়ার ন্যায় বোধিসত্ত্ব তখন শূন্যে অবস্থান করিতেছিলেন।

সেই শাস্তাও তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বিরানব্বই যুগ পরে ইনি বুদ্ধ হইবেন।'

তিষ্য বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থিও ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। তাঁহার পূতাস্থি গ্রহণ করিয়া তিন যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'শ্রেষ্ঠ সর্বজয়ী তিষ্যবুদ্ধ নন্দের বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে

তাঁহার স্মৃতিতে সেই স্থলে তিন যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়'। (বুদ্ধবংশ) ॥ ২০ ॥

এই বুদ্ধের পর, ফুষ্য বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব "বিজিতাভিন"[১] নামে এক অভিজাত ব্যক্তি রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি একসময় বুদ্ধের শরণ লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া ত্রিপিটক শিখিয়া শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিলেন। এই বুদ্ধও তাঁহার সম্বন্ধে অনুরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন। ফুষ্যবুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থি অবশ্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'শ্রেষ্ঠ সর্বজয়ী, শাস্তা ফুষ্য সুনন্দার বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পূতাস্থি সেই স্থান হইতে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়'। (বুদ্ধবংশ) ॥ ২১ ॥

এই বুদ্ধের পর, একানব্বই যুগ পরে, বিপাশ্বি বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব 'অতুল'[২] নামে মহাঋদ্ধি প্রাপ্ত মহিমময় নাগরাজ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি বুদ্ধকে বিশ্রামের জন্য সুবর্ণ নির্মিত সপ্তরত্ন খচিত একটি আসন প্রদান করেন। এই বুদ্ধও তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'অদ্য হইতে একানব্বই যুগ পরে ইনি বুদ্ধ হইবে'।

বিপাশ্বি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থি ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। সকল দেবতা ও মানুষ সমবেত হইয়া তাঁহার পূতাস্থির উপর সাত যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

১. বুদ্ধ কোনডঞঞ-এর সময় বোধিসত্ত্ব গোতম এই নামের (বিজিতাভিন) মহাসম্রাট ছিলেন বলা হয়েছে। আর ফুষ্য বুদ্ধের সময় তিনি হয়েছেন একজন অভিজাত ব্যক্তি। নামটা কিন্তু একই রইল!

২. বুদ্ধ সুমন-এর সময় বোধিসত্ত্ব গোতম ছিলেন নাগরাজ 'অতুল'। আবার বিপাশ্বি বুদ্ধের সময়ও তিনি নাগরাজ 'অতুল'! খুব সম্ভবত নাগ বলতে সাপ নয়, এক বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষকে বোঝানো হয়েছে এইখানে, অর্থাৎ বিপাশ্বি বুদ্ধের সময়। আর সুমন বুদ্ধের সময় অতুল হয়েছেন সর্পরাজ। নামের কোন পরিবর্তন হয়নি!

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'সর্বজয়ী, শ্রেষ্ঠ, বীর বিপষ্যি বুদ্ধ 'সুমিত্ত বিহারে' মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মৃতিতে সেই স্থলে সাত যোজন দৈর্ঘ্য একটি অপূর্ব স্তূপ নির্মাণ করা হয়'। (বুদ্ধবংশ) ॥ ২২ ॥

এই বুদ্ধের পর, একত্রিশ যুগ পরে, দুই বুদ্ধের আবির্ভাব হয়[১]— সিখি ও বেস্বভূ। সিখি বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব অরিন্দম নামে এক রাজা রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি বুদ্ধসহ তাঁহার শিষ্যদের চীবর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসকল দান করেন এবং সপ্তরত্ন খচিত একটি মনোরম রাজ-হস্তীও প্রদান করেন। এই বুদ্ধও ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'একত্রিশ যুগ পরে ইনি বুদ্ধ হইবেন।'

সিখি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থি একত্রিত করিয়া রক্ষিত হয়। জম্বুদ্বীপবাসীগণ সেই পূতাস্থির উপর তিন যোজন দৈর্ঘ্য, সপ্তরত্ন[২] খচিত, হিমগিরির ন্যায় মনোরম ও সুউচ্চ, স্তূপ নির্মাণ করেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'মহাজ্ঞানী সিখি বুদ্ধ দুষ্যের বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মৃতিতে তিন যোজন দৈর্ঘ্য একটি মনোরম স্তূপ সেই স্থলে নির্মাণ করা হয়।' (বুদ্ধবংশ) ॥ ২৩ ॥

এই বুদ্ধের পর বেস্বভূ শাস্তার আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব সুদর্শন নামে এক রাজা রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি বুদ্ধসহ তাঁহার ভিক্ষুসংঘকে চীবর দান করেন। পরে তিনি বুদ্ধের শরণ লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া আচরণে ন্যায়পরায়ণ হইয়া ত্রিরত্নের[৩] ধ্যানে প্রীতিসুখ প্রাপ্ত হন। এই শাস্তাও তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'একত্রিশ যুগ পরে ইনি বুদ্ধ হইবে।'

১. নিশ্চয়ই দুই বুদ্ধের আবির্ভাবের মধ্যে সময়ের দীর্ঘ ফারাক ছিল, কারণ একই সময় দুই বুদ্ধের আবির্ভাব হবার নয়—এই হচ্ছে মহাযানী মতবাদ।
২. প্রাচীনকালে সপ্তরত্ন বলতে বোঝানো হতো—সোনা, রূপা, মুক্তা, চুনি, নীলা, প্রবাল ও হীরা।
৩. ত্রিরত্ন হলো—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ।

বেস্সভূ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার পূতাস্থি অবশ্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'মহাবিজয়ী শাস্তা বেস্সভূ ক্ষেম'র বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পূতাস্থি সেই স্থল হইতে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।' (বুদ্ধবংশ) ॥ ২৪ ॥

এই বুদ্ধের পর সেই একই যুগে আরও তিন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়— ককুসন্দ, কোনাগমন, কশ্যপ। ককুসন্দ বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব ক্ষেম নামে এক রাজা রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘকে চীবর, ভিক্ষাপাত্র, অঞ্জন ইত্যাদি নানা রোগনাশক ঔষধি প্রদান করেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন। এই শাস্তাও তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলেন, 'ইনি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন।'

ককুসন্দ বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পূতাস্থি ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। জম্বুদ্বীপবাসীগণ সমবেত হইয়া তাঁহার পূতাস্থির উপর যোজনের সিকি ভাগ দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'মহাবিজয়ী ককুসন্দ বুদ্ধ ক্ষেম'র বিহারে[১] মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মৃতিতে সেই স্থলে যোজনের সিকি ভাগ দৈর্ঘ্য একটি সুউচ্চ মনোরম স্তূপ নির্মাণ করা হয়'। (বুদ্ধবংশ) ॥ ২৫ ॥

এই বুদ্ধের পর, কোনাগমন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব 'পব্বত' নামে এক রাজা রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি সভাসদসহ বুদ্ধের নিকটে গিয়া ধর্মদেশনা শোনেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে তিনি রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র, চীন দেশের রেশম বস্ত্র, তন্তুময় বস্ত্র, কম্বল, সোনার ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি দান করেন।

---

১. দুই বুদ্ধের আবির্ভাবকালের মধ্যে সময়ের দীর্ঘ ফারাক থাকলেও দুই বুদ্ধ একই বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন ? বেস্সভূ বুদ্ধ ও ককুসন্দ বুদ্ধ উভয়ে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন ক্ষেম'র বিহারে। খুব সম্ভবত দুইজনই ভিন্ন ব্যক্তি এবং বিহার দুটিও ভিন্ন।

শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনিয়া তিনি তাঁহার শরণ লইয়া গৃহত্যাগ করেন। এই শাস্তাও বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্বের বুদ্ধগণের ন্যায় অনুরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করেন।

কোনাগমন বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পূতাস্থি অবশ্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'কোনাগমন বুদ্ধ পব্বতের বিহারে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পূতাস্থি সেই স্থল হইতে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়'। (বুদ্ধং-বংশ) ॥ ২৬ ॥

এই বুদ্ধের পর, কশ্যপ শাস্তার আবির্ভাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ত্ব জ্যোতিপাল নামে এক ব্রাহ্মণ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি খ্যাতিমান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়াও 'ঘটিকার'[১] নামক এক কুম্ভকারের বন্ধু ছিলেন। তিনি উক্ত বন্ধুসহ বুদ্ধের নিকটে গিয়া ধর্মদেশনা শুনিয়া তাঁহার শরণ লইয়া গৃহত্যাগ করেন। উদ্যমের সহিত তিনি ত্রিপিটক শিক্ষা করিয়া সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া বুদ্ধের উপদেশ সমুজ্জ্বল করেন। এই শাস্তাও তাঁহার সম্বন্ধে অনুরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করেন।

কশ্যপ বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পূতাস্থি ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। জম্বুদ্বীপবাসীগণ সমবেত হইয়া সেঁকো গন্ধকযুক্ত পীতবর্ণের মাটি তেলে মাখাইয়া সেই মাটি দিয়া এক যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। স্তূপের বহির্ভাগ সুবর্ণ ইষ্টকে আচ্ছাদন করা হয় এবং তাহাতে মণিমুক্তা বসানো হয়। এক একটি সুবর্ণ ইষ্টক ছিল এক কোটি কাহাপন মূল্যের। স্তূপের ভিতরের অঙ্গেও সুবর্ণ ইষ্টক ও মণিমুক্তা বসানো হয়। সেই এক একটি ইষ্টক ছিল অর্ধ কোটি কাহাপন মূল্যের।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

'মহাবিজয়ী শাস্তা মহাকশ্যপ বুদ্ধ শ্বেতভ্যা বিহারে মহাপরিনির্বাণ

---

১. 'মিলিন্দপঞ্হ' গ্রন্থে ঘটিকার কুম্ভকারের কাহিনী রয়েছে। ('মিলিন্দপঞ্হ'—করুণা প্রকাশনী)।

প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মৃতিতে সেই স্থলে এক যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়।' (বুদ্ধবংশ)

বলা বাহুল্য, দীপংকর, কোনডঞ্ঞ, মঙ্গল, সুমন এবং জ্ঞানদীপ্ত অনোমদর্শী, নারদ, পদুমউত্তর, সুজাত, পিয়দর্শী', ধম্মদর্শী' সকলেই ছিলেন পুরুষোত্তম। মহাজ্ঞানী সিদ্ধত্থ, তিষ্য, বিপষ্যি, শিখি, ককুসন্দ ও কশ্যপ প্রভৃতি বুদ্ধগণও সেইরূপ ছিলেন। এই ষোল জন ছিলেন মহর্ষি[১]। তাঁহাদের স্মৃতিতে যে স্তূপসকল নির্মিত হয় তাহাদের পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে। যখন এই সকল স্তূপ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তখন ধর্মানুরাগীগণ যথাযথ ভক্তি সহকারে উহাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুক।

বাকি আটজন সুজ্ঞানী, মঙ্গলকামী বুদ্ধের পুতাস্থি বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং তাঁহাদের পুতাস্থি সম্বলিত কোন স্তূপ নির্মিত হয় নাই। ॥ ২৭ ॥

পূর্বতন বুদ্ধগণের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত স্তূপ ও উহাদের প্রাচীন উপাখ্যান এইখানে শেষ হইল। সাধুজনের চিত্তে নিশ্চল শান্তির মানসে এই সকল উপাখ্যান সংকলিত করা হইল।

প্রাচীন স্তূপের কথা সমাপ্ত

১. এই ষোলজন বুদ্ধকে 'মহর্ষি' বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা ঋষি ছিলেন এবং পরে বুদ্ধত্বলাভ করেন। মহাযানী গ্রন্থকার এইখানে চব্বিশজন পূর্বতন বুদ্ধের কাহিনী বলেছেন। সবটাই কাল্পনিক। মজ্ঝিমনিকায়ের 'ঈসিগিলি সুত্রে' পাচ্চেকা বুদ্ধগণের একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে, যাঁরা ছিলেন আসলে ঋষি ও শিক্ষক (শাস্তা)। তাঁরা রাজগৃহের ঈসিগিলি পাহাড়ের গুহায় থাকতেন। সেই তালিকায় এই চব্বিশজন বুদ্ধের মধ্যে অনেকের নাম রয়েছে। অথচ 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থে সবাই বুদ্ধ হয়ে গেছেন। শুধু তাই নয় তাঁদেরকে দেওয়া দানের বহরও বেড়ে গেছে। এই সকল বুদ্ধগণের সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ডঃ বড়ুয়া বলেছেন—'**that they were all Indian seers or teachers, it will be a mistake to suppose that they were all, historical personages. Buddhalogy, or the**

idea of Bodhisatta, Paccekabuddha or Buddha, must be treated as a mythological creation of the Buddhists. No historical value can be attached to this fanciful creation, which went on multiplying the numbers of the Buddhas and the Bodhisattas'. (Studies in Buddhism—Dr. B. M. Barua).

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উষ্ণীষ ও অঙ্গবস্ত্রের স্তূপের কথা

কশ্যপ বুদ্ধের পর, এই পরম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ব্যতীত আর কোনও বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই। দীপঙ্কর বুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া আবির্ভূত সকল চব্বিশ জন বুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণী প্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব পারামি পূর্ণ করিয়া বেস্যান্তর নামে পুনরায় জন্ম লাভ করেন।

'দুঃখ-সুখহীন, অচেতন, এই পৃথিবীও বেস্যান্তরের মহাদানের কারণে সাতবার প্রকম্পিত হইল'। (জাতক-নিদান কথা) ॥ ১ ॥

সেই জন্মে সুকর্মের ফলে পৃথিবী কম্পিত করিয়া বোধিসত্ত্ব বেস্যান্তর সেই জীবন শেষে তুষিতলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন। দশবলের কারণে তিনি স্বর্গের[১] অন্যান্য দেবতাদের চাইতে উন্নত হইয়া গত জীবনের সুকর্মের কারণে স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

স্বর্গের দেবতারা একসময় তাঁহাদের মধ্যে উদ্ভূত পাঁচটি নিদর্শন লক্ষ্য করিলেন। সেই নিদর্শনগুলি হইল—পরিধেয় বস্ত্র নোংরা হওয়া, গলার পুষ্পমালা শুকাইয়া যাওয়া, বাহুর সংযোগস্থল হইতে ঘর্ম নির্গত হওয়া, দেহ নোংরা হওয়া ও দেবলোকে আনন্দ না পাওয়া। তখন দেবতারা বুঝিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ মর্তলোকের হিসাবে সাতদিন পর, এই দেবজীবন সমাপ্ত করিবেন। এই চিন্তায় দেবতারা ভারাক্রান্ত হইয়া ভাবিলেন, তবে কি দেবলোক দেবশূন্য হইবে? অতঃপর তাঁহারা বুঝিলেন যে, মহামানব বোধিসত্ত্ব বেস্যান্তর সকল পারামি পূর্ণ করিয়া এই দেবলোকে আসিয়াছেন। তিনি অন্য কোন দেবলোকে যাইবেন না। তবে তিনি এইবার মর্তে জন্ম লইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। তখন

---

১. বুদ্ধ কোথায়ও স্বর্গ-নরকের কথা বলেননি। বুদ্ধের সব কিছু এই পৃথিবীকে নিয়ে, তার বাইরের সৌরলোক নিয়ে নয়। তিনি বলেছেন, 'সন্দিঠিক, আকালিক, এহি পস্সিক।' কিন্তু পরে মহাযানীরা তাদের 'অপদান' গ্রন্থের মাধ্যমে নানা প্রকার স্বর্গ নিয়ে এলেন, 'বুদ্ধক্ষেত্র'ও সৃষ্টি করলেন। সবটাই মহাযানীদের মনগড়া, কাল্পনিক।

লোকধর্ম[১] যুক্ত জগতের জীবসকল সুকর্ম করিবে ও তাহাদের দ্বারা এই দেবলোক পূর্ণ হইবে।

'যখন আমি তুষিত স্বর্গে জন্মলাভ করিলাম, তখন আমার নাম হইল 'সন্তুসিত'। দশ হাজার গ্রহলোকের জীবসকল তখন আমার নিকট আসিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, 'হে বীর! সময় আগত। এইবার কোন মাতার পুত্র হইয়া মর্তে জন্মগ্রহণ করুন। দেব ও মানবজগতের সকলকে ত্রাণ করিতে অমৃত পথের সন্ধান দিন'। (বুদ্ধবংশ) ॥ ২ ॥

এইরূপ প্রার্থনায় বোধিসত্ত্ব পাঁচটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে চিন্তায় বসিলেন। 'এই পাঁচটি বিষয় হইল—জন্ম গ্রহণের কাল, দেশ, জিলা, মাতা ও সেই পরিবার এবং প্রসবকালের সময়সীমা। এই সকল বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসিলেন।' (জাতক-নিদান কথা)। অতঃপর তিনি স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া শাক্যরাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেইখানে তিনি ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। যখন তিনি ধীরে ধীরে তরুণ বয়সে উপনীত হইলেন, তখন তিনি ঋতু-উপযুক্ত তিনটি প্রাসাদে, রাজকীয় মর্যাদা সম্পন্ন, দেবলোকসম, সুখভোগ করিতে লাগিলেন।

একদিন যখন তিনি প্রমোদবিহারে বাহির হইয়া উদ্যান অভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে তিনি এক বৃদ্ধ ব্যক্তি, একজন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ও এক মৃত ব্যক্তিকে পর পর দেখিতে পাইলেন। স্বর্গের তিনজন দেবদূত এইরূপ ছল করিয়া বোধিসত্ত্বকে মানবজীবনের তিনটি রূপ দেখাইলেন। এই সকল দেখিয়া তিনি উদ্যানে না গিয়া অস্থির চিত্তে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। চতুর্থ রূপ হিসাবে তিনি পরে দেখিলেন এক গৃহত্যাগী পরিব্রাজককে। তখন তিনি ভাবিলেন, এই গৃহত্যাগী পরিব্রাজকের জীবনই উত্তম। বোধিসত্ত্বের এই জীবন পছন্দ হইল। প্রমোদ উদ্যানে গিয়া তিনি রাজপুষ্করিণীর পারে বসিয়া এইরূপ চিন্তায় দিন কাটাইয়া দিলেন। ॥ ৩ ॥

সেই সময় 'বিশ্বকর্মা' স্বর্গের উজ্জ্বল পোষাক পরিত্যাগ করিয়া এক নাপিতের ছদ্মবেশে কুমারের নিকট যাইয়া তাঁহার পুত্র রাহুলের জন্ম-

১. সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা, শোক-আনন্দ ইত্যাদিতে মানুষ বিচলিত হয়। বুদ্ধ এগুলোকে বলেছেন 'লোকধর্ম'।

সংবাদটি প্রদান করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া বোধিসত্ত্ব কুমার বুঝিলেন, যে পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহের বন্ধন সুকঠিন। তিনি ভাবিলেন, 'এই স্নেহের বন্ধন উৎপন্ন হইতেই উহা আমি ছিন্ন করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্ব যখন সন্ধ্যায় নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন তিনি এইরূপ উক্তি শুনিলেন: 'ধন্য সেই মাতা! ধন্য সেই পিতা! ধন্য সেই স্ত্রী, যাঁহার এইরূপ পতি লাভ হইয়াছে' (বুদ্ধবংশ-এর টিকা গ্রন্থ)। বোধিসত্ত্বের খুড়তুত সম্বন্ধীয় বোন কিশা গোতমীর (ইনি 'থেরীগাথার' সেই কিশা গোতমী নয়) এই উক্তি শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, এই মেয়ে আমাকে শান্তিপথের ইঙ্গিত করিতেছে। স্বীয় কণ্ঠ হইতে দামী মুক্তার মালাটি খুলিয়া তিনি উহা কিশা গোতমীকে প্রদান করিলেন।

স্বীয় প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া বোধিসত্ত্ব কুমার রাজকীয় বিশ্রামাসনে দেহ এলাইয়া দিয়া দেখিলেন যে ঘুমন্ত নর্তকীদের সুন্দর চেহারা ঘুমের ঘোরে বিকৃত হইয়াছে। তাহারা আর সেইরূপ সুন্দরী নয়।[১] তাহাদের নিদ্রিত অবস্থার কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী কুমারের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিল। চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত চিত্তে তিনি ছন্নকে জাগাইয়া কণ্টককে আনাইলেন।

অতঃপর ছন্নসহ বোধিসত্ত্ব কুমার কণ্টক-এর পিঠে চড়িয়া দশ হাজার সৌরজগতের অসংখ্য দেবতাদের উপস্থিতিতে মহাবিনিষ্ক্রমণে বাহির হইলেন। সেই রাত্রে তিন রাজ্য অতিক্রম করিয়া তিনি অনোমা[২] নদীর অপর পারে উপস্থিত হইলেন। (ধাতুবংশ)

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বোধিসত্ত্ব কুমার নদীর বালুকাময়-পারে দাঁড়াইলেন, যাহা তখন রত্নে বিছানো মনে হইল। ছন্নকে সম্বোধন

---

১. অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্যের পঞ্চম সর্গে নর্তকীদের ঘুমন্ত অবস্থার অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে। সেই বর্ণনায় অবশ্য বাল্মীকির প্রভাব সুস্পষ্ট। সীতার সন্ধানে মহাবীর হনুমান লঙ্কাপুরীতে গভীর রাত্রে প্রবেশ করে নিদ্রিতা রাক্ষস-ললনাদের যেভাবে দেখতে পান, তার বর্ণনা রয়েছে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের নবম সর্গে। অশ্বঘোষের বর্ণনায় তারই প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে।

২. প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম বলেছেন এটা গোরখপুর জেলার 'অউমি' নদী। আবার অনেকে বলেছেন, এটা অযোধ্যার বস্তি জেলার 'কুদওয়া' নদী।

করিয়া বলিলেন, 'হে প্রিয় ছন্ন ! আমার দেহের অলংকারসকল ও কণ্টককে লইয়া তুমি প্রাসাদে ফিরিয়া যাও।' এই বলিয়া তিনি দেহের সকল অলংকার খুলিয়া উহা কণ্টকসহ ছন্নকে প্রদান করিলেন। তারপর ডান হাতে উম্মুক্ত রাজতরবারি ধরিয়া, বাম হাতে মাথার চুল উষ্ণীষসহ মুঠায় ধরিয়া তিনি উহা ছেদন করিলেন (ললিতবিস্তর)। মনে মনে বলিলেন, যদি আমি বুদ্ধত্ব লাভে সক্ষম হই, তবে এই ছেদন করা চুল শূন্যে দাঁড়াইবে। নতুবা উহা মাটিতে পড়িবে। এই বলিয়া মুষ্টিবদ্ধ চুল তিনি শূন্যে ছুঁড়িয়া দিলেন। সুশোভিত উষ্ণীষসহ সেই চুল যোজনখানিক উর্ধ্বে গিয়া শূন্যে ঝুলিয়া রইল। দেবরাজ ইন্দ্র সেই চুল রত্নে খচিত বৃহৎ স্বর্ণ পাত্রে গ্রহণ করিলেন।

সেই কারণে বলা হইয়াছে, 'শাক্য শ্রেষ্ঠ সুগন্ধে সুবাসিত উষ্ণীষ ছেদন করিয়া শূন্যে ছুঁড়িয়া দিলেন। সহস্র চক্ষু সম্পন্ন বাসব সসম্ভ্রমে উহা সোনার পাত্রে গ্রহণ করিলেন'। (জাতক-নিদান কথা) ॥ ৪ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র সেই সোনার পাত্র সাদরে সুমেরু পর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত দেবলোকে লইয়া গেলেন। সেইখানে নীলকান্ত মণি শোভিত তিন যোজন দীর্ঘ একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া উহা তথায় স্থাপন করিলেন।

সেই সময় ব্রহ্মা, যিনি ঘটিকার রূপে কশ্যপ বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্বের বন্ধু ছিলেন এবং যে বন্ধুত্ব এক বুদ্ধকল্পে শেষ হয় নাই, বন্ধুত্বের সৌজন্যে ভাবিলেন, 'অদ্য আমার বন্ধু মহাবিনিষ্ক্রমণে বাহির হইয়াছেন, সুতরাং আমি তাঁহাকে পরিব্রাজকের প্রয়োজনীয় বস্তুসকল প্রদান করিব। যথা, তিনটি চীবর, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সূচ, কোমর বন্ধনী ও জল ছাকুনি। এই সকল বস্তু পরিব্রাজকদের অবশ্যই প্রয়োজনীয়। (জাতক-নিদান কথা) ॥ ৫ ॥

পরিব্রাজকের প্রয়োজনীয় উক্ত বস্তুসকল ব্রহ্মা বোধিসত্ত্বকে প্রদান করিলে, সেই সকল বস্তু বোধিসত্ত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অর্হতের ধ্বজা স্বরূপ সংসার ত্যাগীর চীবর পরিধান করিয়া পুরাতন পরিধেয় বস্ত্রজোড়া উর্ধ্বে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মা সেই পুরাতন বস্ত্র গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ রত্ন খচিত একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া তথায় উহা স্থাপন করিলেন।

'যদিও মহামানব বোধিসত্ত্ব তখন জাগতিক বাসনাসকল পরিহার করেন নাই, তবুও তাঁহার মহান ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁহার চুল ও অঙ্গবস্ত্র তখন সম্মানিত হইয়াছিল। অতএব, বুদ্ধ কীরূপ মানুষ ছিলেন জানিতে হইলে মহান বোধিসত্ত্বের কর্মজীবন কীরূপ ছিল জানা বিশেষ প্রয়োজন' (পকরেষ্য মহুস্সহং)। ॥ ৬ ॥

উষ্ণীষ ও অঙ্গবস্ত্রের স্তূপের কথা এইখানে শেষ হইল।

উষ্ণীষ ও অঙ্গবস্ত্রের স্তূপের কথা সমাপ্ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দশটি স্তূপের কথা

সংসার ত্যাগ করিয়া বোধিসত্ত্ব একসময় রাজগৃহে গেলেন। সেইখানে ভিক্ষান্নের কারণে নানা পথ হাঁটিয়া তিনি একসময় পাণ্ডব পাহাড়ের[১] সানুদেশে বসিলে তথায় মগধরাজ আসিয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদান[২] করিতে চাইলে তিনি তাহা প্রত্যাখান করেন। তবে বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি সর্বপ্রথম মগধ রাজ্যে আসিবেন, রাজাকে এই কথা দিলেন। অতঃপর তিনি ঋষি আলাড় ও উদ্দকের নিকট গেলেন। তাঁহাদের শিক্ষান্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হইয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া নিজে সচেষ্ট হইয়া ছয় বছর কঠিন তপস্যা করিলেন। অতঃপর বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে সোনানী গ্রামের সুজাতার প্রদত্ত দুগ্ধান্ন গ্রহণ করিয়া নিক্ষিপ্ত স্বর্ণথালি নিরঞ্জনা নদী বহন করিয়া লইয়া গেলে, বোধিসত্ত্ব সারাটি দিন নিরঞ্জনা নদীর কূলে অবস্থিত বৃহৎ কুঞ্জবনে সেই মহৎ প্রাপ্তির নানারূপ ভাবনায় অতিবাহিত করিয়া দিনান্তে সোত্তিয়'র প্রদত্ত কয়েক গুচ্ছ খাস গ্রহণ করিলেন।

বহু গুণাবলীর কারণে নাগরাজ 'কাল' দ্বারা প্রশংসিত বোধিবৃক্ষের মূলে ঘাস বিছাইয়া বোধিসত্ত্ব সেই ঘাসের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ সংকল্প করিলেন, 'অন্তর কামনা-বাসনা শূন্য না হওয়া অবধি আমি এই আসন ত্যাগ করিব না।' পূর্বমুখী হইয়া তিনি সেই আসনে ধ্যানে বসিলেন। সূর্যাস্তের পূর্বেই বোধিসত্ত্ব মা'রকে জয় করিলেন, এবং রাত্রির প্রথম যামে তাঁহার মনে সকল পূর্ব জন্মের স্মৃতি উদয় হইল। রাত্রির মধ্য যামে ভবিষ্যতের ঘটনাবলী তিনি দেখিতে পাইলেন। রাত্রির শেষপ্রহর গতে তিনি সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সকল

---

১. গিরিব্রজের (রাজগৃহের প্রাচীন নাম) উত্তরে এই পাহাড়। 'অট্টশালিনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে এই পাহাড়ের গুহায় (পিপ্পলি গুহা) ভিক্ষু মহাকশ্যপ অবস্থান করতেন।

২. সুত্তনিপাত-এ অন্য কথা বলা হয়েছে। রাজ্যপ্রদান করার কথাটা ঠিক নয়। ('পবজ্জা সুত্ত' দ্রষ্টব্য)

গুণাবলী যথা দশ মহাবল, চার পরম দক্ষতা[১] (ভেসারজ্জ) ইত্যাদি লাভ করিলেন।

অতঃপর সাত সপ্তাহ বোধিবৃক্ষের নিকটস্থ নানা স্থানে অতিবাহিত করিয়া অষ্টম সপ্তাহে তিনি মেষপালকদের (অজপাল) বটবৃক্ষের নীচে উপবেশন করিলেন।

সেই আসনে তিনি গূঢ়তত্ত্ব বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া স্বস্তি লাভ করিলেন। সেই সময় মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মা দশ হাজার সৌরজগতের সকল ব্রহ্মাসহ বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে ধর্মপ্রচারের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি ভাবিলেন 'কাহাকে আমি প্রথম ধর্মপ্রচার করিব?' অতঃপর দিব্য-দৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন ঋষি আলাড় ও উদ্দক গত হইয়াছেন। তবে সেই পাঁচজন সন্ন্যাসী[২] যাহারা পূর্বে তাঁহার উপকার করিয়াছিল তাহাদের তিনি কাশীতে অবস্থান করিতেছে দেখিলেন।

অতঃপর বুদ্ধ আসন ত্যাগ করিয়া কাশী নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি আজীবক উপক্-এর সাক্ষাৎ পাইলেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বুদ্ধ কাশীর ঋষিপত্তন-এর মৃগবনে সেই পাঁচজন সন্ন্যাসীর অবস্থান স্থলে উপস্থিত হইলেন (সারনাথ)। তাহারা বুদ্ধকে 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি তাহাদের সম্বোধি লাভের কথা ব্যক্ত করিয়া ধর্মদেশনায় প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলেন। প্রবীণ কোন্ডঞঞ এবং চারিজন সন্ন্যাসীসহ আঠারো কোটি প্রাণী বুদ্ধের মরণজয়ী অমৃতসুধা পান করিলেন।

ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর পঁয়তাল্লিশ বৎসর জীবিত থাকিয়া বুদ্ধ চুরাশি হাজার উপাদান সম্বলিত ধর্ম প্রচার করিয়া অগণিত জীবসকলকে উদ্দেশ্য-হীন উষর অস্তিত্ব হইতে উদ্ধার করিলেন। অতঃপর সম্বোধি প্রাপ্তের করণীয় সকল কর্ম সমাপ্ত করিয়া, বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমায় কুশীনগরের নিকটস্থ মল্লদের শালবনে, দুই শাল বৃক্ষের মধ্যস্থ স্থানে শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া ডান পাশে কাত হইয়া, সজ্ঞানে সচেতন

১. চার বৈশারদ্য। এগুলো হলো, সম্যকজ্ঞান, বাসনামুক্ত, অন্তরায়-জ্ঞান, মুক্তির পথ দর্শন।

২. কোন্ডঞঞ, ভদ্দিয়, ভাপ্প, মহানাম এবং অস্সজি।

অবস্থায় শেষবারের জন্য সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। বলা হয়, সেই সময় বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবতন হইয়া পুষ্পের সম্ভারে শাল বৃক্ষদ্বয়ের সারা অঙ্গ পুষ্পে শোভিত হইয়াছিল। শুধু মাত্র এই দুইটি শাল বৃক্ষ নয়, বনের সকল বৃক্ষ তখন পুষ্পে শোভিত[১] হইয়াছিল। ॥ ১ ॥

শুধুমাত্র এই কুঞ্জবনে নয়, দশ হাজার গ্রহ নক্ষত্র সম্বলিত, সৌরলোকে অবস্থিত সকল ফলদায়ী বৃক্ষে তখন ফল ধরিয়াছিল। পদ্মাকরে পদ্ম ফুটিয়াছিল। সকল বৃক্ষে, লতায় ও ঘাসে ফুল ফুটিয়াছিল। মহাসমুদ্র পঞ্চ রংয়ের পদ্মে ঢাকিয়া গিয়াছিল। তিন হাজার যোজন দীর্ঘ হিমবন্ত (হিমালয়) তখন অতি মনোরম রঙে আবৃত হইল। যেন রঙিন পুষ্পমালায়, কলাপের গুচ্ছে তুষারগিরি আবৃত। কপালে তার পুষ্পমালার শোভা। যেন ফুলের গুচ্ছে ভরা কোন ফুলদানী। জাগতিক দেবতারা, অর্থাৎ যাঁহারা পৃথিবীতে অবস্থান করেন, বুদ্ধের উপর ফুল ছড়াইয়া দিলেন। শাল বৃক্ষদ্বয় শাখা ও শরীর আন্দোলিত করিয়া বুদ্ধের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। শাল পাতার ন্যায় বৃহৎ ও সোনালী বর্ণের স্বর্গীয় মন্দার পুষ্প দেবতারা স্বর্গ হইতে বুদ্ধের উপর ছড়াইয়া দিলেন। শুধু মন্দার পুষ্প নয়, প্রবাল ও অন্যান্য নানা বর্ণের পুষ্পসকল অসংখ্য সুবর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে ভরিয়া ব্রহ্মলোক ও তেত্রিশটি স্বর্গলোকের দেবতারা আকাশ হইতে ছড়াইয়া দিলেন। সেই পুষ্পসকল রেণুসহ বাতাসে চারিদিকে না ছড়াইয়া গিয়া, বুদ্ধের উপর ছড়াইয়া পড়িল। কেবল স্বর্গীয় চন্দনের গুঁড়া নয়, সকল সুবাসিত দ্রব্যের গুঁড়া—যেমন কাল চন্দনের গুঁড়া (কালানুসারি), লাল চন্দনের গুঁড়া, টগর পুষ্পের গুঁড়া, নানা বর্ণের আরও বহুপ্রকার সুবাসিত দ্রব্যের গুঁড়া দেবতা, নাগ, ও পরীবৎ পক্ষীরা অসংখ্য সুবর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে ভরিয়া উপরের দিগন্ত সীমা হইতে বুদ্ধের উপর ছড়াইয়া দিল। সেই সকল সুগন্ধ গুঁড়া বাতাসে চারিদিকে না ছড়াইয়া গিয়া বুদ্ধের উপর ছড়াইয়া পড়িল। নানা স্বর্গীয় সুগন্ধে আকাশ, বাতাস ও ধরা আমোদিত হইল। আকাশে স্বর্গীয় বাদ্য বাজিল। সকল দেবলোকের সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র যেমন, তারের বাদ্যযন্ত্র, চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্র, ফাঁপা ও ভরাট বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির

২. অকালে ফুল ফুটেছিল বলা হইয়াছে।

সমবেত সঙ্গীত দেবতা, নাগ, ও পরীবৎ পক্ষীদের দ্বারা মহাশূন্যে পরিবেশিত হইল। ॥ ২ ॥

স্বর্গে একপ্রকার দীর্ঘজীবী দেবতারা আছেন যাঁহাদের 'করীন্দ্র' বলা হয়। তাঁহাদের সময় খুবই দীর্ঘ। বলা হইয়াছে, একদিন এই দেবতারা শুনিলেন যে তুষিত স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া বোধিসত্ত্ব মর্তে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধ হইবেন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা মনস্থ করিলেন যে বোধিসত্ত্ব যেদিন মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিবেন সেইদিন তাঁহারা পুষ্পমালা লইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতে যাইবেন। এইরূপ মনস্থ করিয়া এই সকল দেবতারা স্বর্গে পুষ্পমালা গাঁথিতে বসিলেন। অতঃপর যেদিন বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিলেন সেইদিন অন্য দেবগণ এই করীন্দ্র দেবতাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কী কারণে এই পুষ্পমালা গাঁথিতেছেন? তাঁহারা কারণ জানাইয়া জানিতে পারিলেন যে বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মালা তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তখন তাঁহারা মনস্থ করিলেন যে, যেদিন বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিবেন সেইদিন এই মালা লইয়া তাঁহারা শ্রদ্ধা জানাইতে যাইবেন। কিন্তু যখন তাঁহারা জানিলেন যে সেইদিনও অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, অথচ পুষ্পমালা তখনও প্রস্তুত হয় নাই, তখন তাঁহারা ঠিক করিলেন যে মহাবিনিষ্ক্রমণের দিন তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতে যাইবেন। কিন্তু যখন তাঁহারা জানিলেন যে সেইদিনও অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, অথচ পুষ্পমালা তখনও প্রস্তুত হয় নাই, তখন তাঁহারা ভাবিলেন বুদ্ধত্ব লাভের দিন তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতে যাইবেন। সেইদিনও অতিবাহিত হইয়া গেলে, তাঁহারা ভাবিলেন বুদ্ধের প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের দিন তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতে যাইবেন, কারণ তখনও তাঁহাদের মালা গাঁথা সম্পূর্ণ হয় নাই। সেইদিনও অতিবাহিত হইয়া গেলে তাঁহারা ভাবিলেন বুদ্ধ যেদিন তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইবেন[১] সেইদিন তাঁহারা বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাইতে যাইবেন, কারণ তাঁহাদের মালা গাঁথা সম্পূর্ণ হয় নাই। সেইদিনও অতিবাহিত হইয়া গেলে এই সকল দেবতারা ভাবিলেন, স্বর্গের

১. বলা হয় তীর্থিকদের বিস্মিত করতে বুদ্ধ কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তিতে তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন।

দেবতারা যেদিন মর্তে গিয়া বুদ্ধকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন, সেইদিন তাঁহারাও যাইবেন। সেইদিনও চলিয়া গেলে তাঁহারা ভাবিলেন, যেদিন বুদ্ধ দেহত্যাগ করিবেন সেইদিন তাঁহারা মর্তে গিয়া বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাইবেন, কারণ তাঁহাদের মালা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

অতঃপর উক্ত দেবতাদের অন্যেরা বলিলেন, 'সেই প্রত্যূষে বুদ্ধ সজ্ঞানে ও সচেতন অবস্থায় দেহত্যাগের জন্য সিংহরূপ ভঙ্গিতে শয়নে রত। এই সময়ও অতিবাহিত হইয়া গেলে কাহাকে আপনারা মালা দিয়া শ্রদ্ধা জানাইবেন?'

এইরূপ শুনিয়া এই দেবতারা বিস্ময়ে ভাবিলেন, আশ্চর্য! ইহা কী করিয়া সম্ভব? একই দিনে তিনি মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করিলেন, ভূমিষ্ঠ হইলেন, মহাবিনিষ্ক্রমণে বাহির হইলেন, বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন, প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলেন, স্বীয় অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিলেন ও দেহত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন? একই দিনে এতগুলি কর্ম করা কী করিয়া সম্ভব? অথচ এই একদিনের মধ্যে এখনও আমাদের মালা গাঁথা সম্পূর্ণ হইল না! তিনি কি আর একটি দিন বা জাউ পানের সময়ের ন্যায় অল্প আর একটু ক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারেন না? দশবলধারী বুদ্ধের এইরূপ তাড়াহুড়া করা সমুচিত নয়।

অতঃপর সেই সকল দেবতারা অসম্পূর্ণ পুষ্পমালা লইয়া বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাইতে ছুটিয়া আসিয়া সৌরলোকের কোথায়ও দাঁড়াইয়া বুদ্ধকে দর্শনের তিলমাত্র স্থান নাই দেখিয়া কোনমতে দিগন্তসীমার শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভীড়ের মধ্যে মালা হাতে একে অপরের হাত ধরিয়া, অতি-সংলগ্নভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহারা বুদ্ধের ত্রিরত্ন, দশবল, মহাপুরুষ লক্ষণ (বত্রিশটি), ষড়ায়তন, পারামি, চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান ও পূর্ব জন্মের কথা (পাঁচ'শ পঞ্চাশ জন্ম) ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত সমবেত গান করিতে লাগিলেন। গানের মধ্যে একটি বিষয় শেষ হইলে তাঁহারা 'বন্ধুগণ! এইবার শুনুন' বলিয়া গানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিলেন।

উক্ত কারণে বলা হইয়াছে: আকাশে বাতাসে তখন স্বর্গীয় গান ধ্বনিত হইতেছিল। ॥ ৩ ॥

রাত্রির প্রথম যামে বুদ্ধ মল্লদের ধর্মদেশনা করিলেন। রাত্রির মধ্য যামে তিনি সুভদ্দকে ধর্মজ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাকে সোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত

করিলেন। রাত্রির শেষ যামে ভিক্ষুদের ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া তিনি প্রত্যুষে পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া পুনর্জন্মের সকল উপাদান ক্ষয়ে নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। লোকনাথ বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করিলে ভিক্ষু আনন্দ মল্লদের প্রধানদের সেই সংবাদ দিলেন। সেই সংবাদ শুনিয়া মল্লরা সুগন্ধী দ্রব্য, ফুল, মালা, পাঁচ'শ জোড়া বস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্রাদিসহ সেই স্থানে গেলেন। নির্বাণের স্থানে তাঁহারা সারাদিন ফুল, সুগন্ধী দ্রব্য ও নৃত্য গীত সহকারে বুদ্ধের নশ্বরদেহকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। বুদ্ধের শয্যার উপর তাঁহারা চাঁদোয়া স্থাপন করিয়া তাহাতে ফুলের মালা ঝুলাইয়া দিলেন (মহাপরিনির্বাণ সূত্র—দীঘনিকায়)। ॥ ৪ ॥

অতঃপর কুশীনগরের মল্লরা ও দেবতারা ভাবিলেন, অদ্য বুদ্ধের নশ্বরদেহ দাহ করিবার সময় অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা আগামী কাল এই দাহ কাজ সম্পন্ন করিব। কিন্তু শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে মল্লরা এইভাবে ছয় দিন কাবার করিয়া দিলেন। সপ্তম দিনে কুশীনগরের মল্লরা ও স্বর্গের দেবতারা নানারূপ নৃত্য, গীত, বাদ্য, ফুল, সুগন্ধী দ্রব্য ইত্যাদি দিয়া বুদ্ধের নশ্বর দেহকে ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইয়া, তাঁহারা সেই পবিত্র দেহ বহন[১] করিয়া নগরের মধ্যস্থ রাস্তা দিয়া লইয়া গিয়া মল্লদের প্রাচীন 'মুকুটবন্ধন' চৈত্যে স্হাপন করিলেন। ॥ ৫ ॥

সেই সময় সারা কুশীনগরও[২] সকল জঞ্জালের ঢিবি এবং আবর্জনার পাত্রও মন্দার পুষ্পের বৃষ্টিতে এক হাঁটু পরিমাণ পুষ্পের আবরণে ঢাকিয়া গিয়াছিল। কুশীনগরের মল্লরা বুদ্ধের নশ্বর দেহকে বিশ্ববরেণ্য সম্রাটের মর্যাদায় নতুন বস্ত্রে জড়াইয়া নিল। বস্ত্রের পরতের পর তুলা দিয়া জড়ানো হইল। তারপর আবার নতুন বস্ত্র দিয়া জড়ানো হইল। তারপর আবার তুলা দিয়া জড়ানো হইল। এইভাবে তুলা ও বস্ত্রে পাঁচ'শবার জড়ানো হইবার পর, সেই দেহ তেলের ভাণ্ডে (লোহার তৈরী) স্হাপন

---

১. হিউয়েন সাঙ্ বলেছেন যে, তিনি ভারতে এসে শুনেছিলেন হাজার টুকরা কাপড় জড়িয়ে বুদ্ধের মরদেহ শবাধারে রেখে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। (**Buddhist Records of the western world—S. Beal**).

২. বর্তমানের উত্তর প্রদেশের দেওরীয়া জিলার 'কাশিয়া'।

করা হইল ও সেই খোলা ভাণ্ড লোহার তৈরী আর একটি উল্টানো ভাণ্ড দিয়া বন্ধ করা হইল।

অতঃপর মল্লরা নানা প্রকার সুগন্ধ বস্তুতে চিতা সাজাইয়া তাহার উপর বুদ্ধের নশ্বরদেহ রক্ষিত বন্ধ লোহার ভাণ্ডটি স্থাপন করিলেন। ॥ ৬ ॥

সেই সময় শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু মহাকশ্যপ বহু সংখ্যক ভিক্ষুসহ পাবা-কুশীনগর রাজপথ ধরিয়া কুশীনগর অভিমুখে আসিতেছিলেন। তখন কিছু দেবগণ, যাঁহারা এই মহাস্থবিরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলিয়া মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই মহাস্থবিরকে কুশীনগরে মল্লদের ভীড়ে দেখিতে না পাইয়া চিন্তা করিলেন, সেই শ্রদ্ধেয় মিত্রমহাস্থবির কোথায়? পরে তাঁহাকে রাজপথ ধরিয়া কুশীনগরের দিকে আসিতে দেখিয়া সেই দেবগণ সংকল্প করিলেন: 'যতক্ষণ না আমাদের শ্রদ্ধেয় মিত্র মহাস্থবির আসিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিবেন, ততক্ষণ এই চিতা প্রজ্বলিত হইবে না।' ॥ ৭ ॥

অতঃপর চারিজন মল্লপ্রধান মস্তক ধৌত করিয়া নতুন বস্ত্র পরিধান করিয়া ভাবিলেন, চন্দন কাঠে সজ্জিত ও বিশ শত মণিরত্ন প্রদত্ত এই চিতায় আমরা অগ্নিসংযোগ করিব। এই চারিজন মল্ল সেই কাজে ব্যর্থ হইলে, পরে আটজন, তারপর ষোলজন এবং তারও পরে বত্রিশজন মল্ল, তাঁহাদের প্রত্যেকের হাতেধরা জোড়া প্রজ্বলিত মশালসকল তালপাতার বাতাসে ও হাপরের বাতাসে দ্বিগুণ তেজি করিয়াও উহা দ্বারা চিতায় অগ্নিসংযোগ করিতে পারিলেন না। ব্যর্থ হইয়া মল্লরা ভিক্ষু অনিরুদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবতাদের সংকল্পের কথা তাঁহারা অবগত হইলেন। মল্লরা জানিতে পারিলেন যে ভিক্ষু মহাকশ্যপ বহু সংখ্যক ভিক্ষুসহ (পাঁচশ) দশবলধারী বুদ্ধের পদবন্দনা করিতে আসিতেছেন। সেই মহাস্থবির না আসিলে চিতা প্রজ্বলিত হইবে না।

মল্লরা তখন ভাবনায় পড়িলেন। ভাবিলেন, এই ভিক্ষু কেমন দেখিতে? তিনি কি ফর্সা, না কালো? দীর্ঘ, না হ্রস্ব? এইরূপ মহামান্য ভিক্ষু এখনও তো আছেন, তবে কেন দশবলধারী বুদ্ধ চলিয়া গেলেন?

মল্লদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ফুল, মালা, ও সুগন্ধী দ্রব্যসকল লইয়া

মহাস্থবিরের অভ্যর্থনায় আগাইয়া গেলেন। কিছু ব্যক্তি তাঁহার আগমন পথ সাজাইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রইলেন।

অতঃপর ভিক্ষু মহাকশ্যপ কুশীনগরের মল্লদের 'মুকুটবন্ধন' চৈত্যে বুদ্ধের চিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। নিজের পরিধেয় চীবরে এক স্কন্ধ ঢাকিয়া তিনি করজোড়ে মস্ত অবনত করিলেন ও তিনবার বুদ্ধের চিতা সসম্ভ্রমে প্রদক্ষিণ করিয়া বুদ্ধের পদযুগল চিতার কোন স্থানে রহিয়াছে তাহা স্থির নির্দিষ্ট করিলেন। তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেই পদযুগলের ধ্যানে সমাহিত হইয়া ধ্যানের চতুর্থ স্তরে উপনীত হইলেন। সেই মহাজ্ঞানে উৎপন্ন শক্তিতে তিনি সংকল্প করিলেন, 'দশবলধারী বুদ্ধের সহস্রশিক সম্বলিত চক্র চিহ্নযুক্ত পদযুগল এই সকল কাপড়, তুলার পরত ও লৌহ ভাণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ও চন্দনকাষ্ঠের চিতা ভেদ করিয়া আমার মস্তকে স্থাপিত হউক।'

ভিক্ষু মহাকশ্যপ এইরূপ সংকল্প করিলে, মুহূর্তে উক্ত সকল বস্তু দ্বিখণ্ডিত করিয়া ও চন্দন কাঠের চিতা ভেদ করিয়া মেঘের আড়াল হইতে চন্দ্রের উদয়ের ন্যায় বুদ্ধের নিশ্চল পদযুগল বাহির হইয়া আসিল। মহাস্থবির পাপড়ি খোলা ফুটন্ত পদ্মের ন্যায় নিজ হস্ত প্রসারিত করিয়া শাস্তার সুবর্ণ বর্ণের পদযুগল গোড়ালির গাঁটের কাছে শক্তভাবে ধরিয়া উহা স্বীয় সুন্দর মস্তকে স্থাপন করিলেন।

সমবেত জনতা এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে সম্মিলিত কণ্ঠে গর্জন করিয়া উঠিলেন। সসম্ভ্রমে তাঁহারা ফুল, সুগন্ধ দ্রব্য, মালা ইত্যাদি দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

মহাস্থবির ও তাঁহার সহিত আগত বহু সংখ্যক ভিক্ষুগণ বুদ্ধের পদযুগল বন্দনা সমাপ্ত করিলে, বুদ্ধের কাঞ্চনবর্ণের পদযুগল হইতে ভিক্ষু মহাকশ্যপ হাত সরাইয়া লইলেন। তখন সেই নিশ্চল পদযুগল যথাস্থানে ঢুকিয়া গেল। পদযুগল বাহির হওয়া এবং পুনঃপ্রবেশের মধ্যে বুদ্ধের নশ্বর দেহের আচ্ছাদনে ও চিতার সাজানোয় কোন প্রকার ব্যাঘাত ও ছিন্ন হইল না। ঠিক পূর্বের মতই সব কিছু রইল। দেহের বস্ত্র ও তুলার পরত সেই পূর্বের মতই রইল। কোন চিরের চিহ্ন তাহাতে নাই। তৈল ভাণ্ডের এক ফোঁটা তেলও ছড়াইয়া পড়ে নাই। চিতায় সাজানো চন্দন কাঠের বিন্যাসও পূর্বের মতই রইল।

চন্দ্র বা সূর্যের অস্ত যাওয়ার ন্যায় বুদ্ধের নিশ্চল পদযুগল প্রবিষ্ট হইয়া গেলে সমবেত জনতা উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠল। নির্বাণ প্রাপ্তির সময় অপেক্ষা এই মুহূর্তে মানুষের মমত্বতার অভিব্যক্তি ছিল প্রবল।

অতঃপর দেবতাদের অলৌকিক শক্তিতে মুহূর্তে চিতার চারিদিকে সমানভাবে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তথাগতের নশ্বর দেহের চর্ম, মাংস, স্নায়ু, মজ্জা ইত্যাদি চিতার আগুনে পুড়িয়া গেলেও তাহাতে কোন ছাই বা কালো ঝুল দেখা গেল না। যূঁই ফুলের কুঁড়ি সম শুদ্ধ মুক্তা ও স্বর্ণ রেণুর ন্যায় কেবল পূতাস্থিই রইল (দীঘনিকায়)। ॥ ৮ ॥

দীর্ঘজীবী বুদ্ধের দেহ স্বর্ণপিণ্ডের ন্যায় একত্রে সংযুক্ত ছিল। তিনি তাঁহার পূতাস্থি এইভাবে ছড়াইবার কথা বলিয়াছিলেন, 'আমি আর বেশীদিন থাকিব না, এইবার আমি নির্বাণ লাভ করিব। কিন্তু আমার ধর্মোপদেশ এখনও সকল স্থানে ছড়ানো হয় নাই। অতএব আমার নির্বাণের পর অগণিত মানুষ আমার পূতাস্থি গ্রহণ করুক। এমনকি তিলের দানার মতো পূতাস্থির অংশও গ্রহণ করিয়া তাহারা নিজ নিজ বাসভূমিতে সেই পূতাস্থির উপর মন্দির স্থাপন পূর্বক পূজা করিয়া স্বর্গলাভ করুক।[১] এইরূপে কতখানি পূতাস্থি ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, আর কতখানি দেওয়া হয় নাই? চারটি দাঁত, দুইটি কাঁধের হাড় (অক্ষকাস্থি) ও করোটি—এই সাতটি পূতাস্থি ব্যতীত বাকি সকল পূতাস্থি চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে সর্ব ক্ষুদ্র পূতাস্থির আকার ছিল তিল দানার ন্যায়। ইহা অপেক্ষা বড় পূতাস্থি ছিল চালের দানার ন্যায়। সর্ববৃহৎ পূতাস্থি মধ্যখানে বিভক্ত করায় আকারে অঙ্কুরিত বীজ-এর ন্যায় ছিল।

তথাগতের মরদেহ দাহ হইবার পর আকাশ হইতে তালবৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ জলধারা নামিয়া চিতার উপর পড়িল। শুধুমাত্র আকাশ হইতে নয়, চারিদিকের শালবৃক্ষের শাখা ও পত্র হইতেও জল চিতার উপর পড়িল। চিতার চারিদিকের মাটি ভেদ করিয়া লাঙ্গলে চষা ভূমির রেখার আকারের জলধারা বাহির হইল। উষ্ণীষের স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় সেই সকল উজ্জ্বল জলধারা চিতায় গিয়া পৌঁছিল। মল্লদের প্রধানরাও স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে

---

১০ বুদ্ধ এইসব কথা বলেননি।

সুবাসিত জল আনিয়া চন্দন কাঠের আঁট-সাট চিতার উপর ঢালিয়া চিতার অগ্নি নির্বাপিত করিল। ॥ ৯ ॥

যখন তথাগতের মরদেহ দাহ হইতেছিল, তখন চিতার অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বে উঠিলেও চারিদিকের শাল বৃক্ষের কোন শাখা বা পত্র তাহাতে দগ্ধ হয় নাই। পোকামাকড়, পিঁপড়ে স্বচ্ছন্দে বৃক্ষের উপর বিচরণ করিতেছিল। আকাশ হইতে জলের ধারা নামিয়া আসা, শালবৃক্ষের শাখা ও পত্র হইতে চিতার উপর জল পড়া ও ভূতল হইতে জল বাহির হওয়া ইত্যাদি তথাগতের মহত্ত্বের পরিচায়ক। ॥ ১০ ॥

অতঃপর চিতা নিভিয়া যাইবার পর মল্লদের প্রধানরা বুদ্ধের পূতাস্থিসকল সুগন্ধী দ্রব্যে পরিবৃত করিয়া তাহাদের মন্ত্রণাগারে (সন্থাগার) রাখিবেন বলিয়া, মন্ত্রণাগারের সেই বিশেষ স্থানের উপর ফুল ও খই ছড়াইয়া উপরে সোনার সুতায় কারুকার্য করা তারা ইত্যাদি অঙ্কিত চাঁদোয়া স্থাপন করিলেন। সেই চাঁদোয়া হইতে সুবাসিত ফুল ও মণিরত্নের মালা ঝুলাইয়া দিলেন। মন্ত্রণাগার হইতে শুরু করিয়া মুকুট-বন্ধন চৈত্য অবধি রাস্তার দুই ধারে তাহারা গাছের ডালপালা ও পাতার আঁটি সহযোগে তৈয়ারী পর্দা স্থাপন করিলেন।

চিতা হইতে বুদ্ধের পূতাস্থি ফুলমালায় শোভিত স্বর্ণকলসে সুসজ্জিত হস্তির পৃষ্ঠে করিয়া পর্দার দুই ধারে কলাগাছসহ মঙ্গলকলস ও পঞ্চ রঙিন পতাকাসহ রত্নখচিত দণ্ড স্থাপিত সুসজ্জিত পরিচ্ছন্ন রাজপথ ধরিয়া শোভাযাত্রা সহকারে মল্লদের মন্ত্রণাগারে আনিত হইয়াছিল। শোভাযাত্রীদের মধ্যে কাহারো হাতে ছিল রঙিন পতাকা, আর কাহারো হাতে ছিল লাঠির মাথায় বসানো প্রজ্জ্বলিত মোমের প্রদীপ। সারা রাস্তা ফুল ও সুগন্ধি দ্রব্য ছড়াইয়া শোভাযাত্রীরা পবিত্র উৎসবে মাতিয়া বুদ্ধের পূতাস্থির কলস মন্ত্রণাগারে সেই বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে আনিয়া মৃগমূর্তি শোভিত আসনে রাখিয়াছিলেন।

উক্ত মন্ত্রণাগার মল্লরা চতুরঙ্গ সৈন্যে, বর্শা হাতে প্রহরীতে এবং তীর-ধনুক হাতে তীরন্দাজে ঘিরিয়া রাখিলেন। সেই সন্নিবেশ এত ঘন ছিল যে এক হস্তির সহিত অন্য হস্তির, এক অশ্বের সহিত অন্য অশ্বের, এক রথের সহিত অন্য রথের, এক যোদ্ধার দেহের সহিত আর এক যোদ্ধার দেহের,

এক প্রহরীর বর্শার সহিত অন্য প্রহরীর বর্শার ঠোকাঠুকি লাগিতেছিল। এইভাবে মন্ত্রণাগারের চারিদিকে এক যোজন পরিধি স্থান সুরক্ষিত করা হইল।

কিন্তু এইরূপ সুরক্ষিত করিবার কী কারণ ছিল? দুই সপ্তাহ পূর্বে মল্লরা ভিক্ষুদের অন্ন-পানীয় দানের উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তখন সেই উৎসবের সুযোগ না হওয়ায় মল্লরা স্থির করিলেন যে, এই সপ্তাহে তাঁহারা সেই পবিত্র উৎসবে মাতিবেন। কিন্তু সেই সময় কোন অসাবধান মুহূর্তে কেহ যদি বুদ্ধের এই পূতাস্থি লইয়া পলায়ন করে, সেই কারণে উৎসবের পূর্বে এই পূতাস্থির সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ॥ ১১ ॥

অতঃপর মগধরাজ অজাতশত্রু শুনিলেন, 'তথাগত কুশীনগরে নির্বাণ লাভ করিয়াছেন।' তিনি কীভাবে সংবাদটি পাইলেন? রাজার মন্ত্রীরাই প্রথম সংবাদটি পাইয়াছিলেন। তাঁহারা তখন ভাবিলেন, 'শাস্তা গত হইয়াছেন। তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহার প্রতি সাধারণ মানুষের যে ভক্তি, সেই তুলনায় রাজার ভক্তি বহুতর বেশী। এই সংবাদ পাইলে রাজা ভাঙ্গিয়া পড়িবেন। সুতরাং রাজাকে আমাদের রক্ষা করা দরকার।' এইরূপ ভাবিয়া মন্ত্রীরা চারিপ্রকার মিষ্টিতে তিনটি স্বর্ণপাত্র ভরিয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'হে মহারাজ! আমরা এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। সেই অমঙ্গল দূর করিতে আপনি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া চারি প্রকার মিষ্ট দ্রব্যে পূর্ণ জলপাত্রে কেবল নাক না ডুবাইয়া, শয়ন করুন। শুভাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রীদের কথা শুনিয়া রাজা সম্মত হইয়া, 'তবে তাহাই হউক' বলিয়া সেইরূপ করিলেন। ॥ ১২ ॥

যে মন্ত্রী রাজার দেহের অলংকার সকল গ্রহণ করিয়া চুল খুলিয়া দিয়াছিলেন, তিনি পূর্বমুখী হইয়া (শাস্তার পরিনির্বাণের স্থানের দিকে) প্রসারিত হস্তদ্বয় সংকোচিত করিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া রাজাকে বলিলেন, 'হে মহারাজ! কাহারও মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি নাই। আমাদের আয়ু-দাতা, মন্দিরের অধিষ্ঠাতা, পুণ্যক্ষেত্র, পবিত্রকামী, তথাগত, শাস্তা, কুশীনগরে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন।'

এই কথা শুনিয়া রাজা জ্ঞান হারাইলেন। কিন্তু পাত্রের মিষ্টতা

রাজার দেহকে উষ্ণ রাখিয়া শীতল হইতে দিল না। তিনি সহজে জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। তখন সেই মন্ত্রী রাজাকে সেই মিষ্ট জলপূর্ণ পাত্র হইতে উঠাইয়া দ্বিতীয় মিষ্ট জলে ডুবাইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে প্রিয় মন্ত্রী মহাশয়! আপনি কী বলিলেন? মন্ত্রী বলিলেন, 'হে মহারাজ! শাস্তা পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন।' ইহা শুনিয়া রাজা আবার জ্ঞান হারাইলেন। কিন্তু পাত্রের মিষ্টি মিশ্রিত জলের উষ্ণতায় তিনি আবার সহজে জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। সেই মন্ত্রী রাজাকে সেই পাত্র হইতে উঠাইয়া তৃতীয় মিষ্টি মিশ্রিত জলের পাত্রে ডুবাইলেন। রাজা এইবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে প্রিয় মন্ত্রী মহাশয়! আপনি কী বলিতেছেন? মন্ত্রী বলিলেন, 'হ্যাঁ মহারাজ! শাস্তা পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন।' রাজা ইহা শুনিয়া আবার জ্ঞান হারাইলেন। কিন্তু পাত্রের মিষ্টি মিশ্রিত জলের উষ্ণতায় তিনি শীঘ্র জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। মন্ত্রীরা রাজাকে সেই পাত্র হইতে উঠাইয়া পরিষ্কার জলে স্নান করাইলেন, কলসীর জল রাজার মাথায় ঢালিলেন। ॥ ১৩ ॥

অতঃপর রাজা আসন হইতে উঠিয়া সুবাসিত উজ্জ্বল বর্ণের শিথিল চুল সুবর্ণ বিম্বফল-বর্ণের কঠিন বুকে ও পিঠে এলাইয়া, এলোকেশে, পাগলের ন্যায় বিলাপ করিয়া পথে বাহির হইলেন। কারুকার্য করা কালো চাদরে নিজেকে ঢাকিয়া রাজা নগর ছাড়িয়া জীবকের আম্রকাননে গেলেন। কাননের যেই স্থলে বুদ্ধ একসময় বসিয়া ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন সেই স্থানের দিকে চহিয়া রাজা বিলাপ করিয়া বলিলেন, 'হে তথাগত! হে সর্বজ্ঞ! এই স্থানে বসিয়া আপনি আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন নাই?[১] আপনি আমার মন হইতে দুঃখ দূর করিয়াছিলেন, ক্লেদ দূর করিয়াছিলেন। আমি আপনার শরণ লইয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর আপনি ধর্মোপদেশ দিবেন না।' রাজা বারবার এইভাবে বিলাপ করিয়া বলিলেন, 'হে তথাগত! একদিন ঠিক এই সময়য়ে, বহু ভিক্ষুসহ ভিক্ষান্নের জন্য আপনি পদব্রজে জম্বুদ্বীপে বিচরণ করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমি যাহা শুনিতেছি তাহা আপনার যথার্থ পরিচায়ক নয় ও আপনার উপযুক্ত নয়।' এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে রাজা বুদ্ধের আবৃত্তি করা ঘাটটি

---

১ দীঘনিকায়ের 'সামঞ্ঞফল সুত্র' দ্রষ্টব্য (করুণা প্রকাশনী)।

গাথা স্মরণ করিলেন। পরে রাজা শান্ত হইয়া ভাবিলেন 'বিলাপে কিছু লাভ হইবে না। আমি দশবলধারী বুদ্ধের পূতাস্থি এইখানে লইয়া আসিব।'[১]

এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা মল্লদের নিকট রাজদূতের মারফত এইরূপ পত্র পাঠাইলেন, 'তথাগত ক্ষত্রিয় ছিলেন। আমিও ক্ষত্রিয়। অতএব আমি তথাগতের পূতাস্থি পাইবার যোগ্য। সেই পূতাস্থির উপর আমি স্তূপ নির্মাণ করিব।' (মহাপরিনির্বাণ সূত্র—দীঘনিকায়)

মল্লদের নিকট এইরূপ পত্র পাঠাইয়া রাজা ভাবিলেন, 'মল্লরা যদি পূতাস্থি দেয়, ভালো হইবে। কিন্তু যদি তাহারা পূতাস্থি না দেয়, তবে আমি বলপূর্বক উহা লইয়া আসিব।' এইরূপ মনস্থ করিয়া রাজা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, চতুরঙ্গ[২] সৈন্যসহ বাহির হইলেন। রাজা অজাতশত্রু যাহা করিলেন, বৈশালীর লিচ্ছবিরাও তাহা করিলেন। কপিলাবস্তুর শাক্য প্রধানরা, অল্লকপ্পের বুলিয়রা, রামগ্রামের কোলিয়রা, ভেঠদীপক'এর ব্রাহ্মণগণ এবং পাবার মল্লরা সকলেই, কুশীনগরে তাঁহাদের দূত পাঠাইয়া চতুরঙ্গ সৈন্যসহ বাহির হইলেন।

এখন, পাবার[৩] মল্লরা ছিলেন সকলের চাইতে কুশীনগরের নিকটস্থ প্রতিবেশী। তাঁহাদের শহর কুশীনগর হইতে কেবল তিন 'গাভূত' (এক যোজনের তিনভাগ) দূরে। তথাগত পাবা হইয়া কুশীনগরে যান। কিন্তু তবু পরে তাঁহারাও অধিকতর সৌভাগ্যবান হইলেন, যেমন হইয়াছিলেন উক্ত রাজ্যের প্রধানরা।

১. এই বর্ণনায় বোঝা যাচ্ছে যে সম্রাট অজাত শত্রু বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেননি। তিনি বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; কিন্তু মহাযানীরা তাঁদের অন্য গ্রন্থে (অবদানশতক) এই সম্রাটকে বুদ্ধের বৈরীরূপে চিহ্নিত করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই গ্রন্থের ভিত্তিতে 'পূজারিণী' কবিতাটি রচনা করেন। মহাযানীরা এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন।

২. চতুরঙ্গ সৈন্য হ'ল—পদাতিক, তীরন্দাজ, অশ্বারোহী এবং রথারোহী।

৩. প্রত্নতত্ত্ববিদ কার্লাইল বলেছেন প্রাচীন পাবা হচ্ছে বর্তমানের ফজিলপুর। কাশিয়া থেকে দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে।

এই সকল সাত রাজ্যের বাসিন্দারা সারা কুশীনগর ঘিরিয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হয় পূতাস্থি আমাদের প্রদান করুন, নয়তো যুদ্ধে অবতীর্ণ হন্।' অতঃপর কুশীনগরের মল্ল-প্রধানরা তাঁহাদের বলিলেন, 'তথাগত আমাদের রাজ্যে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন। আমরা তথাগতকে ডাকিয়া আনি নাই, বা দূতের মারফত আমন্ত্রণও জানাই নাই। তথাগত স্বেচ্ছায় আমাদের রাজ্যে আসিয়াছিলেন এবং আমাদের ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আপনাদের রাজ্যে আপনারা কোন গুপ্তধন পাইলে, তাহা আপনারা আমাদের দিবেন না। তদ্রূপ আমাদের রাজ্যে প্রাপ্ত পরম ধন, অদ্বিতীয় বুদ্ধধন আমরা কাহাকেও প্রদান করিব না।'

এইভাবে কুশীনগরের মল্লদের সহিত সাত রাজ্যের বাসিন্দাদের বিবাদ শুরু হইল। উভয়ে উভয়কে বলিলেন, 'কেবল আপনারা মাতৃস্তন্য পান করেন নাই, আমরাও তাহা পান করিয়াছি। আপনাদেরই কেবল পৌরুষ, আর আমাদের কি তাহা জানা নাই? দেখা যাউক।' এইভাবে উভয়পক্ষ আস্ফালন করিয়া, রাগে ফুঁসিয়া, তপ্ত বাদানুবাদ শুরু করিলেন। কিন্তু যদি দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিত, তবে কুশীনগরের মল্লরা সেই যুদ্ধে জয়ী হইতেন। কারণ দেবলোকের দেবগণ যাঁহারা সেই সময় বুদ্ধের পূতাস্থি পূজা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে মল্লদের পক্ষে ছিলেন। ॥ ১৪ ॥

সেই সময় দ্রোণ নামে এক ব্রাহ্মণ এই বিবাদের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, 'এই সকল প্রধানরা বুদ্ধের পরিনির্বাণের স্থানে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিতেছেন। ইহা সমীচীন নহে। বিবাদের কোন কারণও নাই। আমি সকলকে শান্ত করিব।' একটি উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ দ্রোণ তখন সকলকে উদ্দেশ করিয়া একটি ভাষণ দিলেন। দুইটি গাথার এই ভাষণকে 'দ্রোণের সিংহনাদ' বলা হয়। প্রথম দিকে কেহ কিছু না বুঝিলেও ভাষণের শেষে সকলে বলিলেন, 'ইহা শাস্তার কণ্ঠস্বরের ন্যায়। শাস্তার কণ্ঠস্বর যেন শুনিতেছি।' এই বলিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বলা হয় জম্বুদ্বীপে এই ব্রাহ্মণের সমবংশীয় কোন পরিবার নাই যাহারা তাঁহার শিষ্যসম নয়। তাঁহার কথা শুনিয়া উভয়পক্ষ চুপ করিলে তিনি আবার ভাষণ শুরু করিলেন ঃ

'হে মহামান্যগণ! আমার একটি কথা শুনুন। বুদ্ধ ধৈর্যশীল হইতে শিখাইয়াছিলেন। অথচ সেই পরমপুরুষের পূতাস্থি লইয়া অসমীচীন কলহ, বিবাদ, হানাহানি, সংগ্রাম উৎপন্ন হইতেছে। হে মহামান্যগণ! আসুন আমরা এক সুরে মিত্রতার বন্ধনে সকলে আবদ্ধ হইয়া একতাবদ্ধ হইয়া, এই পবিত্র পূতাস্থি আট ভাগে বিভক্ত করি। চারিদিকে সকল রাজ্যে স্তূপ নির্মিত হোক, যাহাতে চক্ষুষ্মান-এর প্রতি মানুষের আস্থা অটুট থাকে।' ॥ ১৫ ॥

'বিষয়টি বুঝাইয়া বলি। 'বুদ্ধ ধৈর্যশীলতার শিক্ষা দিয়াছিলেন বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে, তিনি যখন বুদ্ধত্ব লাভ করেন নাই এবং বোধিসত্ত্ব হইয়া নানারূপ পারামি পূর্ণ করিতেছিলেন যথা, যখন বোধিসত্ত্ব ক্ষান্তিবাদী ঋষি ছিলেন (ক্ষান্তিবাদী জাতক ও ধাতুবংশ) বা যখন যুবরাজ 'ধর্মপাল' রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ধাতুবংশ), বা যখন 'ছদ্দন্ত' হস্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ধাতুবংশ), বা যখন নাগরাজ 'ভূরিদত্ত' রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ভূরিদত্ত জাতক) বা যখন নাগরাজ 'চমপেয্য' রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (জাতক) বা যখন নাগরাজ 'শঙ্খপাল' রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (শঙ্খপাল জাতক) বা যখন 'মহাকপি' রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (কপি জাতক) তখন এবং অন্যান্য বহু জন্মে তিনি অন্যকে নিজের রাগ প্রদর্শন না করিয়া ধৈর্যের কথাই বলিয়াছিলেন। শুধু পূর্ব জন্মে নয়, এই জন্মেও সকল বিষয়ে পরম ধৈর্যের নিদর্শন কি বুদ্ধ প্রদর্শন করেন নাই? এইরূপ পরমপুরুষের পূতাস্থি লইয়া কলহ করা মোটেও সমীচীন নয়। বুদ্ধের ধৈর্য শিক্ষার কারণেই ইহা সমীচীন নয়। 'পূতাস্থি লইয়া কলহ' অর্থাৎ পূতাস্থির ভাগ পাইবার জন্য কলহ। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এইরূপ কলহে হানাহানি হইতে পারে যাহা সমীচীন নয়। 'এক সুরে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ' অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি বন্ধুর ন্যায় মনোভাব পোষণ করিয়া বিভক্ত না হইয়া একই মতে যুক্ত হওয়া। 'একতাবদ্ধতা' অর্থাৎ সকলে কায়, মন, বাক্যে এক হওয়া। আর 'চক্ষুষ্মান' হইলেন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ যাঁহার পঞ্চচক্ষু বিদ্যমান। ('ভগবা পঞ্চহি চক্ষুহি চক্ষুসাঃ-মংস চক্ষুণা……দিব্বেন……পঞ্ঞা……বুদ্ধ……সমন্ত'—নিদ্দেশ)।

কেবল আপনারা নন, জগতে বুদ্ধভক্ত বহু মানুষ আছেন যাঁহারাও

বুদ্ধের পূতাস্থির দাবিদার। তাঁহাদের দাবীও সমীচীন। তাঁহারাও পূতাস্থির ভাগ পাইতে পারেন।' ব্রাহ্মণ দ্রোণ এইভাবে নানারূপ কারণ দেখাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। ॥ ১৬ ॥

অতঃপর সকল প্রধানগণ বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! তবে আপনি না হয় পূতাস্থি সমান আট ভাগে ভাগ করুন না।' ব্রাহ্মণ দ্রোণ বলিলেন 'হে মহাশয়গণ! বেশ তাহাই হোক।' ব্রাহ্মণ দ্রোণ প্রধানগণের কথামত পূতাস্থি সমানভাবে আটভাগ করিলেন। ॥ ১৭ ॥

কীভাবে ব্রাহ্মণ দ্রোণ পূতাস্থি ভাগ করিলেন, তাহা বলি। বলা হয়, ব্রাহ্মণ দ্রোণ সকলের মত লইয়া পূতাস্থির স্বর্ণকলসের মুখ খুলিলেন। পূতাস্থি দর্শন করিয়া প্রধানগণ শোকে বিলাপ করিয়া বলিলেন, 'হে তথাগত! হে সর্বজ্ঞ! পূর্বে আমরা আপনার বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণ যুক্ত সুবর্ণ বর্ণের অবয়ব ও ছয় বর্ণের আলোকচ্ছটা সম্বলিত বুদ্ধের দেহ অবলোকন করিয়াছি। এখন কেবল আপনার সুবর্ণবর্ণের পূতাস্থি-সকল পড়িয়া আছে। ইহা বুদ্ধানুচিত নয় কি?' সেই সময় ব্রাহ্মণ দ্রোণ প্রধানদের অমনোযোগের সুযোগে বুদ্ধের ডান পাটির দন্তটি স্বীয় পাগড়ির মধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন। তারপর সকল পূতাস্থি তিনি সমানভাবে আটভাগ করিলেন। সকল পূতাস্থি সাধারণ লম্বা ফাঁপা নল যেইরূপ হয় সেইরূপ ষোলটি অনুরূপ নলের মত নল ছিল। প্রত্যেক প্রধানগণ দুইটি করিয়া তাহা পাইলেন। এই ভাগের সময় দেবরাজ ইন্দ্র ভাবিলেন যে, বুদ্ধ চতুরার্য সম্বলিত ধর্মোপদেশ দেবতাদেরও প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব দেবলোকেও বুদ্ধের পূতাস্থি থাকা উচিত। কিন্তু বুদ্ধের ডান পাটির দন্তটি কে লইলেন? তিনি খোঁজ করিয়া দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ দ্রোণ সেই পূতাস্থিটি লইয়াছেন। দেবরাজ তখন ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ উহার যথাযথ সম্মান করিতে পারিবেন না। সুতরাং উহা আমি লইব।'

দেবরাজ সেই পূতাস্থি ব্রাহ্মণ দ্রোণের পাগড়ি হইতে তুলিয়া লইয়া সোনার কৌটায় রাখিলেন ও উহা দেবলোকে লইয়া গেলেন। দেবলোকে এই পূতাস্থির উপর দেবরাজ 'মণিপ্রধান' স্তূপ নির্মাণ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণ দ্রোণ স্বীয় পাগড়ির মধ্যে লুকানো পূতাস্থি না পাইয়া উহার কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না। 'আমাকেও পূতাস্থির একটি অংশ দিন' তাহাও তিনি বলিতে পারিলেন না।

অতঃপর তিনি ভাবিলেন, 'যে স্বর্ণ কলসে পূতাস্থি ভাগ করা[১] হইয়াছে উহাও পূতাস্থির স্পর্শে তথাগতের পূতাস্থির সমতুল্য পবিত্র হইয়াছে। আমি এই পবিত্র কলসের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব।' তিনি তখন বলিলেন, 'হে মহাশয়গণ! আমাকে এই কলস প্রদান করুন।' প্রধানরা সম্মত হইয়া ব্রাহ্মণকে সেই স্বর্ণ কলসটি প্রদান করিলেন।

একসময় পিঁপ্পলবনের মোরিয়রাও বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সংবাদ পাইলেন। (সেই রাজ্যে প্রচুর ময়ূরের বাস তাই তাঁহাদের 'মোরিয়' বলা হইত। 'মহাবংশ' গ্রন্থের টিকাকার তাঁহাদের প্রাচীন মৌর্য জাতি বলিয়াছেন) তাঁহারা মল্লদের নিকট দূত পাঠাইয়া বলিলেন 'বুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আর আমরাও ক্ষত্রিয়। সুতরাং বুদ্ধের পূতাস্থির একটি অংশ আমরাও পাইবার অধিকারী।' তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য অংশের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত হইয়া কুশীনগরে পৌঁছিলেন। উপস্থিত প্রধানগণ তাঁহাদের বলিলেন, 'বুদ্ধের পূতাস্থির কোন অংশ আর নাই। তাঁহার সকল পূতাস্থি ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া চিতার অঙ্গার গ্রহণ করুন।' অতঃপর মোরিয়রা তাহাই গ্রহণ করিলেন। ॥ ১৮ ॥

কুশীনগর হইতে রাজগৃহে যাইবার রাজপথ ছিল পঁচিশ যোজন দীর্ঘ ও এক'শ চল্লিশ হাত প্রস্থ। মল্লরা যেমন মুকুটবন্ধন চৈত্য হইতে শোভাযাত্রা করিয়া বুদ্ধের পূতাস্থি তাহাদের মন্ত্রণাগারে লইয়া গিয়াছিলেন, মগধ রাজ অজাতশত্রুও সেইরূপ উক্ত প্রশস্ত রাজপথ সুসজ্জিত করিয়া, সোনার পাত্রে পূতাস্থি ধারণ করিয়া বর্শাধারী প্রহরী পরিবৃত হইয়া সৈন্য-সামন্ত ও স্বীয় রাজ্যের প্রজাদের পুষ্পশোভিত শোভাযাত্রা সহকারে পূতাস্থিসহ কুশীনগর ত্যাগ করিলেন। সারা পথে যেখানে কোন সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে দেখা গিয়াছে, শোভাযাত্রীরা সেই স্থানে পূতাস্থির রথ থামাইয়া সেই সকল ফুলে পূতাস্থির পূজা করিয়াছেন। এইভাবে পঁচিশ

[১] পূতাস্থির যে বর্ণনা রয়েছে তা কিন্তু ভাগ করতে কলসীর প্রয়োজন হয় না। খুব সম্ভবতঃ কলসীতে পূতাস্থি রাখা হয়েছিল বলে সেই কলসীও পবিত্রবস্তু মনে করে ব্রাহ্মণ দ্রোণ সেটা নিয়েছিলেন।

যোজন পথ চলিতে তাঁহাদের সাতদিন সময় লাগিল।

রাজগৃহে বুদ্ধের পূতাস্থি লইয়া জনগণ সাত বৎসর, সাত মাস ও সাত দিনের ‘ধাতু উৎসব’-এ মাতিল। নগরের অন্য ধর্মের মতাবলম্বীরা ভাবিলেন, গৌতমের পরিনির্বাণের পর মহাপবিত্র উৎসবে আমাদের শান্তি ভঙ্গ হইতেছে। আমাদের সকল কাজকর্ম নষ্ট হইতেছে। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা নিজেদের মনকে দূষিত করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ছিয়াশি জন ব্যক্তি নরকে গেলেন।

নরকে গিয়া এই সকল ব্যক্তিগণ বুঝিলেন, ‘মনের কলুষের কারণেই মানুষ নরকে জন্মলাভ করে।’ অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহারা ভাবিলেন, বুদ্ধের পূতাস্থি এই স্থানে আনিবার উপায় জানিতে হইবে।’ এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, ‘হে দেব! বুদ্ধের পূতাস্থি কীভাবে এই স্থানে আনা যায় বলিয়া দিন। আমরা উহার দর্শন ও পূজা করিব।’ দেবরাজ বলিলেন, ‘রাজা অজাতশত্রুর ন্যায় শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি কেহ নাই। আমি বলিলেও তিনি বুদ্ধের পূতাস্থি তোমাদের দর্শনের জন্য এই স্থানে আনিবেন না। অতএব আমি বরং মা'র-এর ন্যায় যক্ষদের দ্বারা তাঁহার রাজ্যে নানারূপ গোলমাল সৃষ্টি করিব। তখন তিনি জানিবেন যে পূতাস্থি পূজা করিতে না পাইয়া অশরীরীরা রাজার উপর কোপিত হইয়াছে। তাহারাও পূতাস্থির পূজা করিতে চায়। তখন রাজা বুদ্ধের পূতাস্থি তোমাদের পূজার ব্যবস্থা করিবেন।’

দেবরাজ যেইরূপ বলিলেন, সেইরূপ করিলেন। রাজ্যের প্রাচীন ব্যক্তিগণ রাজাকে তখন বলিলেন, ‘হে মহামান্য রাজা! অশরীরীরা বুদ্ধের পূতাস্থি পূজা করিতে না পারিয়া কুপিত হইয়াছে। তাহাদের সেই সুযোগ দিন।’ রাজা তাঁহাদের বলিলেন, ‘হে পূজ্যবরগণ! আমার চিত্ত এখন অশান্ত। এই বিষয়ে আমি পরে চিন্তা করিব।’

অতঃপর সপ্তমদিনে বুদ্ধের পূতাস্থি রাজার নিকট আনা হইল। রাজা পূতাস্থি লইয়া সকলের পূজার জন্য তাহার উপর রাজগৃহে একটি স্তূপ নির্মাণ করিলেন।

অন্যান্য রাজ্যের প্রধানরাও তাঁহাদের প্রাপ্ত বুদ্ধের পূতাস্থির উপর নিজেদের রাজ্যে তাঁহাদের সাধ্যমত স্তূপ নির্মাণ করিলেন। ব্রাহ্মণ

দ্রোণ ও পিপ্পলবনের মোরিয়রাও তাঁহাদের বাসভূমিতে স্তূপ নির্মাণ করিলেন।

সুতরাং একটি স্তূপ হইল রাজগৃহে, একটি হইল বৈশালীতে, একটি হইল কপিলাবস্তুতে, একটি হইল অল্লাকপ্পে, একটি রামগ্রামে, একটি বেঠদীপাকে, একটি পাবায় ও একটি কুশীনগরে। এই আটটি স্তূপ হইল বুদ্ধের পূতাস্থির উপর।

স্বর্ণ কলস ও অঙ্গার লইয়া আরও দুইটি স্তূপ হইল। মোট দশটি স্তূপ হইল জম্বুদ্বীপে। পরম শ্রেষ্ঠের স্মৃতিতে নির্মিত এই স্তূপসকল দেবতা, রাজা ও সাধারণ মানুষের পূজ্য হইল। ॥ ১৯ ॥

দশটি স্তূপের কথা সমাপ্ত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূতাস্থি সংরক্ষণের কথা

এইভাবে বুদ্ধের পূতাস্থির উপর নানা স্থানে স্তূপ নির্মিত হইলে, মহাস্থবির মহাকশ্যপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূতাস্থি চুরি যাওয়ার আশঙ্কা করিলেন। তিনি রাজা অজাতশত্রুকে বলিলেন, 'মহারাজ! বুদ্ধের সকল পূতাস্থি সংগ্রহ করিয়া এক স্থানে রাখা উচিত হইবে।' রাজা মহাকশ্যপের কাছে কারণ জানিতে পারিয়া তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন, 'বেশ ভন্তে! পূতাস্থিসকল একস্থানে রাখিবার দায়িত্ব আমার রইল। কিন্তু পূতাস্থি নানা স্থান হইতে কীভাবে সংগ্রহ করিবেন'? মহাস্থবির মহাকশ্যপ বলিলেন, 'মহারাজ! উহা আপনার কাজ নয়। সে কাজ আমাদের।' রাজা বলিলেন, 'বেশ, তাহাই হউক ভন্তে। আপনারা পূতাস্থি সংগ্রহ করিলে আমি উহা রাখিবার দায়িত্ব নিলাম।'

যে সকল পূতাস্থি বিভিন্ন রাজপরিবারের দেখাশোনায় রহিয়াছে, সেগুলি বাদ দিয়া মহাস্থবির বাকি পূতাস্থিগুলি সংগ্রহ করিলেন। তিনি দেখিলেন, যে রামগ্রামের কোলিয়দের দেওয়া পূতাস্থি নাগেরা লইয়া গিয়াছে। তবে তিনি উহাতে শঙ্কিত হইলেন না, কারণ তিনি বুঝিলেন সিংহলের মহাবিহারের এক আবাসিক ভিক্ষু পরে সেই পূতাস্থি লইয়া গিয়া সেই বিহারে স্থাপন করিবেন ও সুরক্ষিত রাখিবেন। সেই কারণে ভিক্ষু মহাকশ্যপ সেই পূতাস্থি সংগ্রহ করিলেন না। বাকি অরক্ষিত পূতাস্থিসকল তিনি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া রাজগৃহে লইয়া গেলেন।

রাজগৃহের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া ভিক্ষু মহাকশ্যপ অলৌকিক শক্তিতে সকল প্রস্তরখণ্ড, ধূলাবালি ও কাদাজল নিমেষে উধাও করিয়া দিয়া স্থানটি পরিষ্কার ও শুষ্ক করিয়া দিলেন।

অতঃপর রাজা অজাতশত্রু সেই স্থান খনন করিয়া পরিচ্ছন্ন ইট দিয়া বুদ্ধের স্মৃতিতে মন্দির নির্মাণে সচেষ্ট হইলেন। কেহ জানিতে চাহিলে, 'রাজা এইস্থানে কী নির্মাণ করিতেছেন?' তাহাকে বলা হইল, 'রাজা বুদ্ধের স্মৃতিতে মন্দির নির্মাণ করিতেছেন।' কেহ জানিল না যে সেই স্থানে বুদ্ধের পূতাস্থি রাখা হইতেছে।

রাজা মাটির নীচে আশি হাত অবধি খনন করিয়া তলায় লোহার

মোটা চাদর বিছাইলেন। তাহার উপর একটি বৃহৎ তামার গর্ভাগার প্রস্তুত করা হইল। সেই ঘরে আটটি হলুদ রঙের চন্দনকাঠের কৌটায় বুদ্ধের পূতাস্থি আট ভাগে রাখা হইল। ॥ ১ ॥

অতঃপর এই আটটি হলুদ রঙের চন্দনকাঠের কৌটা আবার আলাদা আটটি লাল চন্দনকাঠের কৌটার মধ্যে রাখা হইল। এই আটটি কৌটা আবার আটটি হস্তিদন্তে নির্মিত কৌটার মধ্যে রাখা হইল। সেই কৌটাগুলি আবার আটটি মণিমুক্তাখচিত কৌটার মধ্যে রাখা হইল। সেই মণিমুক্তার কৌটাগুলি আবার আটটি সোনার কৌটায় রাখা হইল। সেই সোনার কৌটাগুলি আবার আটটি রুপার কৌটার মধ্যে রাখা হইল। সেই রুপার কৌটাগুলি আবার পদ্মরাগমণিতে নির্মিত আটটি কৌটার মধ্যে রাখা হইল। সেই কৌটাগুলি আবার বৈদুর্যমণিতে নির্মিত আটটি কৌটার মধ্যে রাখা হইল। সেই কৌটাগুলি আবার স্ফটিকে নির্মিত আটটি কৌটার মধ্যে রাখা হইল। এইভাবে আটটি পূতাস্থির কৌটা আটটি বিভিন্ন বস্তুতে নির্মিত কৌটার আবরণে সুরক্ষিত করা হইল।

এইবার সেই বৃহৎ তামার গর্ভাগারে স্ফটিকের আটটি ছোট স্তূপ নির্মাণ করা হইল। সেই আটটি স্ফটিকের স্তূপগুলির মধ্যে আট আবরণে ঢাকা পূতাস্থি সম্বলিত কৌটাগুলি স্থাপন করা হইল। এই আটটি স্ফটিকের স্তূপ আবার মণিমুক্তার স্তূপে, সোনার স্তূপে, রুপার স্তূপে ও তামার স্তূপে পরপর ঢাকা পড়িল। এইভাবে পূতাস্থি স্থাপিত আটটি স্ফটিকের স্তূপ চারপ্রকার বস্তুতে নির্মিত চারটি আবরণে ঢাকা পড়িল। এই স্তূপগুলির উপর মণিমুক্তা, জলজাত ও স্থলজাত নানা বর্ণের ফুল, মালা ও সুগন্ধী দ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া হইল। ভিতরের দেয়ালে বুদ্ধের পাঁচশ পঞ্চাশটি পূর্বজন্মের কাহিনী (জাতক), মহামায়া ও রাজা শুদ্ধদনের প্রতিকৃতি, আটজন গণৎকারের প্রতিকৃতি ও বুদ্ধের জীবনের সহিত জড়িত নানা জনের প্রতিকৃতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা হইল। পাঁচ'শ সোনা-ভরা পাত্র, পাঁচ'শ রুপা-ভরা পাত্র ও পাঁচ'শ নানা বর্ণের পতাকা গর্ভাগারের মধ্যে রাখা হইল। সুগন্ধ তৈলপূর্ণ পাঁচ'শ স্বর্ণপ্রদীপ (সূক্ষ্ম পাটের সলিতা সংযুক্ত) প্রজ্জ্বলিত করা হইল।

অতঃপর ভিক্ষু মহাকশ্যপ সংকল্প করিলেন, 'এই স্থানের ফুল, মালা কখনও শুকাইবে না, সুবাসও মিলাইয়া যাইবে না, প্রদীপও নিভিবে

না।'

তারপর একটি স্বর্ণথালায় তিনি এই কথা খোদাই করিয়া রাখিলেন, 'ভবিষ্যতে এই দেশে প্রিয়দর্শী রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিবেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি ধার্মিক রাজা হইয়া 'অশোক' নাম ধারণ করিবেন। তিনি বুদ্ধের এই পূতাস্থিসকল সারা দেশে ছড়াইয়া দিবেন।'

রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের পূতাস্থি মণিমুক্তা সহকারে পূজা করিয়া পরে গর্ভাগারের বাহিরে আসিয়া তামায় নির্মিত দরজাটি রুদ্ধ করিলেন। বন্ধ দরজায় রাজার সীলমোহরযুক্ত আংটা দরজা টানিবার রশিতে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর সেই রুদ্ধদ্বারের কাছে প্রচুর রত্নসকল রাখিয়া রাজা এই কথাটিও সেইখানে খোদাই করিয়া রাখিলেনঃ 'ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত রাজারা এই রত্নের সাহায্যে যথোচিত মর্যাদায় পূতাস্থির পূজা করিবেন।'

দেবরাজ ইন্দ্র সেই সময় বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে মহার্ঘ! রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের পূতাস্থি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া পাহারার ব্যবস্থা করুন।'

অতঃপর বিশ্বকর্মা সেই স্থানে গেলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদা শিকারে ব্যস্ত থাকেন এবং সর্বক্ষণ গর্ভাগারের দ্বারে থাকিতে পারিবেন না, তাই তিনি একটি কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি নির্মাণ করিয়া উহা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়া দ্বারপাল রূপে পূতাস্থি রক্ষিত গর্ভাগার পাহারায় রাখিলেন। নিজে স্ফটিকে নির্মিত তরবারি হাতে বায়ুবেগে দিগন্তরেখা ধরিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ কালে উক্ত স্থানের উপর নজর রাখিলেন।

ইহার পূর্বে বিশ্বকর্মা উক্ত গর্ভাগারটির চারিদিকে পাথরের পাঁচিল তুলিয়া দিলেন। সেই পাঁচিলের উপর পাঁচিল উঠাইয়া গর্ভাগারটি পাঁচিলে প্রায় ঢাকিয়া গেলে, বিশ্বকর্মা উহার উপর পাথরের স্তূপ নির্মাণ করিয়া গর্ভাগারটি সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দিলেন। উহার চারিধারে ধূলা-ময়লা পরিষ্কার করিয়া জায়গাটি বিশ্বকর্মা পরিষ্কার ও সমতল করিয়া দিলেন। ॥ ২ ॥

পূতাস্থি সংরক্ষণের কথা সমাপ্ত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চুরাশি হাজার পুতাস্থির কথা

বুদ্ধের পুতাস্থি সংরক্ষিত হইলে মহাস্থবির ভিক্ষু কশ্যপ বয়োবৃদ্ধ হইয়া, পরমায়ু ক্ষয়ে, একসময় ইহজীবন ত্যাগ করিলেন। রাজা অজাতশত্রুও স্বীয় কর্ম অনুযায়ী একসময় মৃত্যুবরণ করিলেন। সেই সময়ের মানুষজনও আর রহিল না। বহুকাল পরে প্রিয়দর্শী রাজকুমার জন্মলাভ করিলেন ও অশোক নামে তিনি ধর্মপ্রাণ রাজা হইলেন। তিনি একসময় সংরক্ষিত পুতাস্থিসকল লইয়া জম্বুদ্বীপের চুরাশি হাজার মন্দিরে উহা স্থাপন করিলেন। কীভাবে উহা করা হইল?

বলা হয়, রাজা বিন্দুসার শত পুত্রের পিতা ছিলেন। অশোক সহোদর ভ্রাতা কুমার তিষ্যকে বাদ দিয়া বাকি সকল ভ্রাতাকে হত্যা করেন[১]। তারপর তিনি চার বছর রাজত্ব করেন, যদিও তখনও তাঁহার অভিষেক হয় নাই। চার বছর পরে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের দু'শ আশী বছর পর, তাঁহার রাজ-অভিষেকে তিনি রাজার অসাধারণ ক্ষমতাসকল প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজাদেশ ঊর্ধ্বে ও অধেঃ এক যোজন পরিমাণ বিস্তৃত ছিল। দিনের পর দিন দেবতারা স্বর্গের 'অনোত্তর' হ্রদের জল ষোলটি পাত্রে আটটি বাঁকে করিয়া রাজাকে আনিয়া দিতেন। রাজা বুদ্ধের ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া সেই ষোলটি পাত্রের আটটি জলপূর্ণ পাত্র তিনি ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করিতেন। দুইটি পাত্র দিতেন ত্রিপিটক-বিশারদ ষাট জন

---

১. বিষয়টি ইতিহাস সিদ্ধ নয়। এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার বলেছেন, **'This portrayal of Asoka as an extremely wicked man suddenly converted to a life of piety, we may safely regard as a fabrication of the Buddhist authors. It naturally increased the value of his piety as a Buddhist if he could be described as a thoroughly unworthy man prior to his conversion……if wickedness was so deeply ingrained in him as the monks would have us believe, there would surely have been some hint of it in the accounts of his early youth'. (Asoka and the Decline of the Mauryas.)**

ভিক্ষুদের। বাকি চারটি পাত্র নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া, দুইটি অবশিষ্ট পাত্র দিতেন রাজমহিষী অসন্ধিমিত্তাকে। রাজার দন্ত মঞ্জনের জন্য দেবতারা প্রতিদিন হিমবন্ত হইতে সুমিষ্ট, সুস্বাদু, শীতল চন্দনকাষ্ঠের দন্ত-কাষ্ঠ আনিয়া দিতেন। সেই দন্ত-কাষ্ঠ এতো বেশী ছিল যে রাজা, রাজমহিষী, রাজপ্রাসাদের ষোল হাজার নর্তকী ও ষোল হাজার ভিক্ষুরা উহা দ্বারা প্রতিদিন দাঁতন করিতেন। প্রতিদিন দেবতারা রাজার জন্য সুবর্ণ বর্ণের সুবাসিত পাকা আম, সুপুষ্ট হরিতকী আনিয়া দিতেন। স্বর্গের 'ছদ্দন্ত' সরোবরের জলও দেবতারা রাজাকে প্রতিদিন আনিয়া দিতেন। সেই সুমিষ্ট জল ছিল রাজার পানের জন্য। রাজার নানা বর্ণের অন্তর্বাস, বহির্বাস ও হাত মুখ মোছার কাপড়ও দেবতারা প্রতিদিন আনিয়া দিতেন।

পাতালের নাগ রাজারা রাজার জন্য প্রতিদিন অঙ্গ-প্রলেপের আতর, মূল্যবান কাজল, পুষ্প চিত্রাঙ্কিত পরিধানের বস্ত্র (সুতার বস্ত্র নয়) আনিয়া দিতেন।

ছদ্দন্ত হ্রদের ধারে উৎপন্ন শালিধান টিয়া পাখিরা নয় হাজার শকট পূর্ণ করিয়া প্রতিদিন আনিয়া দিত। ইঁদুরেরা সেই ধান হইতে চাল বাহির করিয়া দিত। চালের একটি কণাও ভাঙিত না। প্রতিদিন রাজার সেই চালে ভাত হইত। মধুমক্ষিকারা রাজার জন্য মধু সংগ্রহ করিত। বনের ভাল্লুক মুষল আনিয়া দিলে, চিতাবাঘ চামড়া আনিয়া দিলে, রাজার কামারশালার মুষলের আঘাতে চিতাবাঘের প্রদত্ত চামড়ায় রাজার ঢাল প্রস্তুত হইত। মধুকণ্ঠী কোকিল রাজাকে সুমধুর গান শোনাইত। রাজার অলৌকিক শক্তির কারণে এইসব সম্ভব হইত।

একদিন রাজা এক কৃষ্ণকায় নাগরাজকে ডাকিয়া আনিয়া যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, 'আপনি অতীতের চারজন বুদ্ধকে দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিয়া এক যুগ অবধি জীবিত আছেন। দয়া করিয়া আপনি আমাকে মহাজ্ঞানী, ধর্মচক্র-প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধকে দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করান।'

অতঃপর নাগরাজা দিব্যশক্তিতে সম্রাটকে মহাজ্ঞানী গৌতম বুদ্ধকে দেখাইলেন। বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণ, আশিটি ক্ষুদ্র লক্ষণ ও বহু পুণ্যের শক্তি সম্পন্ন গৌতম বুদ্ধকে রাজা দেখিতে পাইলেন। শান্ত সরোবরের

প্রস্ফুটিত নানা বর্ণের কমলের ন্যায়, অথবা অসংখ্য তারার আলোয় উদ্ভাসিত আকাশের ন্যায়, অথবা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে সোনালী আলোয় ঢাকা পাহাড়ের চূড়ার ন্যায়, বিদ্যুৎ ও রামধনুর আলোয় মাখা বুদ্ধের দেহের চারিদিকে স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল বহুবর্ণের আলোর বলয়, অমলিন আলোর মালা, যাহা অগণিত দেবতা, মানুষ, নাগ, ব্রহ্মা, যক্ষ সবাইকে প্রীত করে, উহা রাজা দেখিতে পাইলেন।

রাজা মুগ্ধনয়নে এই দৃশ্য দেখিয়া সাতদিন ধরিয়া তিনি বুদ্ধকে পূজা করিলেন। ইহাকে রাজার 'দর্শন পূজা' বলা হয়। ॥ ১ ॥

বলা হয়, অভিষেকের পর রাজা তিন বৎসর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। চতুর্থ বৎসরে তাঁহার বুদ্ধের ধর্মোপদেশে বিশ্বাস জন্মে। বলা হয়, তাঁহার পিতা বিন্দুসার ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ষাট হাজার ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণভুক্ত অন্যান্য সম্প্রদায় ও দেহে ছাই-ভস্ম মাখা পরিব্রাজকদের ভিক্ষান্ন প্রদান করিতেন। ॥ ২ ॥

পিতার উক্ত প্রথা অনুযায়ী সম্রাট অশোকও রাজপ্রাসাদ হইতে প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকদের অনুরূপ ভিক্ষান্ন প্রদান করিতেন। একদিন সম্রাট অশোক প্রাসাদের জানালা দিয়া দেখিলেন যে, আহারে রত উক্ত ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকগণ যদিও সংযমী ব্যক্তি মনে হয়, কিন্তু তাহারা ইন্দ্রিয় সংযমী নন এবং তাঁহাদের চাল-চলনও সুশিক্ষিত নয়। রাজা তখন ভাবিলেন, 'আমি একসময় তাঁহাদের দানাদি দিয়া পরীক্ষা করিব।'

অতঃপর একদিন রাজা মন্ত্রীদের আদেশ করিলেন, 'হে মহামান্যগণ! যে-সকল ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকদের আপনারা পূজ্যবর মনে করেন, সেই সকলকে আমার প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়া আনুন। আমি তাঁহাদের সকলকে দানাদি প্রদান করিব।' 'যথা আজ্ঞা মহারাজ' বলিয়া মন্ত্রীরা সম্মত হইয়া চলিয়া গিয়া তাঁহারা নিজেদের বিচারে যাঁহাদের পূজ্যবর মনে হইল সেইরূপ কিছু ব্রাহ্মণ, নগ্ন সন্ন্যাসী, ছাই-ভস্ম মাখা পরিব্রাজক ও জৈন পুরোহিত প্রভৃতিকে প্রাসাদে রাজার কাছে লইয়া আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! এই সকল পূজ্যবর, অর্হত।'

রাজা আমন্ত্রিতদের জন্য নানা প্রকার আসনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি তাই উক্ত আমন্ত্রিত সকলকে নিজেদের যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহা শুনিয়া কেহ কেহ উচ্চ

আসনে বসিলেন, কেহ কাষ্ঠের আসনে বসিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, উহাদের নিকট আসনের কোন মূল্য নাই (অশোকসার—জাতক)। রাজা তাঁহাদের খাদ্য পানীয় প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। ॥ ৩ ॥

কিছুদিন পর একদিন রাজা জানালা দিয়া দেখিলেন সন্ন্যাসী নিগ্রোধ শান্ত, সংযত ও চাল-চলনে সুশিক্ষিত হইয়া রাজ-চবুতরার পাশ দিয়া চলিতেছেন।

কে এই সন্ন্যাসী নিগ্রোধ? তিনি বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার সুমন'-এর পুত্র। ॥ ৪ ॥

এই সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তাহা এইরূপ:

বলা হয়, রাজা বিন্দুসার যখন অসুস্থতার কারণে দুর্বল, সেই সময় যুবরাজ অশোক উজ্জয়িনীর শাসনভার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়া রাজধানী-নগর করায়ত্ত করিয়া রাজকুমার সুমনকে[১] বন্দী করেন। সেই সময় রাজকুমার সুমনের স্ত্রী সুমনা আসন্ন প্রসবা। সুমনা তখন ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদের নিকটস্থ নীচু জাতির একটি গ্রামে প্রবেশ করেন। সেইখানে বটগাছে অবস্থিত বৃক্ষদেবী তাঁহাকে বলেন, 'সুমনা! তুমি এইখানে অবস্থান কর।' সেই দেবী দৈববলে সেইখানে সুমনাকে একটি কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করিয়া দেন। স্থানটি গ্রামের মোড়লের বাড়ির নিকটে। সুমনা বৃক্ষদেবীর নির্দেশে সেই কুটিরে প্রবেশ করেন ও সেইদিন একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। বটগাছের দেবীর আশ্রয়ে পুত্রলাভ হওয়াতে সুমনা সেই পুত্রের নাম রাখেন নিগ্রোধ। ॥ ৫ ॥

সেই গ্রামের মোড়ল, সুমনা ও তাঁহার পুত্রকে নিজের মনিবের কন্যা ও তাঁহার পুত্রসম সেবাযত্ন করিল। সেই গ্রামে তাঁহারা সাত বৎসর বাস করিলেন। নিগ্রোধের যখন সাত বৎসর বয়স পূর্ণ হইল, তখন মহাবরুণ নামে এক অর্হত ভিক্ষু নিগ্রোধকে দেখিয়া ও তাঁহার দেহে কিছু সুলক্ষণ দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বালক সাত বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিবে।'

ভিক্ষু মহাবরুণ উক্ত ভবিষ্যৎ বাণীটি সুমনাকে বলিলে সুমনা বলিলেন, 'নিগ্রোধের বয়স এখন সাত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।' ভিক্ষু বলিলেন,

---

১. এইখানে যুবরাজের নাম 'সুমন' বলা হলেও ইতিহাসে তাঁকে পাই 'সুষিমা' নামে।

'তবে তাহার গৃহত্যাগের সময় হইয়াছে। তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে দিন।' সুমনা সম্মত হইলে নিগ্রোধ সেইদিন গৃহত্যাগ করিলেন।

নিগ্রোধ গৃহত্যাগ করিয়া এক ক্ষৌরকারের গৃহে মস্তক মুণ্ডন কালেই অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন (পেতবত্থু-অট্ঠকথা)। ॥ ৬ ॥

একদিন সকালে ভিক্ষু নিগ্রোধ নিজের দেহের পরিচর্যা করিয়া, স্বীয় শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর প্রতি নিত্য কর্তব্যসকল করিয়া, চীবর ও ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষান্নে বাহির হইতে গিয়া ভাবিলেন, 'আজ আমি মায়ের কুটিরে ভিক্ষার জন্য যাইব, কারণ তিনিও একজন উপাসিকা।' সেইখানে যাইতে তাঁহাকে নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া নগরের মধ্য ভাগ দিয়া গিয়া নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া বাহির হইতে হইবে। সেই সময় সম্রাট অশোক খোলা জানালা সংলগ্ন বারান্দায় পশ্চিমমুখী হইয়া পায়চারী করিতেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ভিক্ষু নিগ্রোধ শান্ত, সংযত ইন্দ্রিয়ে, মাথা নীচু করিয়া, কেবল সামনে এক হাত রাস্তা দৃষ্ট হয় এইরূপ নজর রাস্তায় রাখিয়া রাজ-চবুতরার নিকটে পেঁাছিলেন। রাজা তখন জানালা দিয়া তাঁহাকে শান্ত, সংযত ও চাল-চলনে সুশিক্ষিত এক সন্ন্যাসী-রূপে দেখিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, উক্ত ব্যক্তিদের চিত্ত বিভ্রান্ত। তাঁহারা মূর্খ, হতচেতন। কিন্তু এই বালক স্থির চিত্তের। তাঁহার চাল-চলন, দৈহিক সবলভঙ্গিমা সুন্দর, দর্শনীয়। নিশ্চয়ই অতিপ্রাকৃত কিছু এই বালকের মধ্যে রহিয়াছে।

নিগ্রোধকে দেখিয়াই রাজার চিত্তে শান্তভাব আসিল ও স্নেহের স্রোত বহিতে লাগিল। কিন্তু কী কারণে এইরূপ হইল ?

বলা হয়, অতীতকালে এক জন্মে এই বালক ছিলেন এক বণিক ও রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ॥ ৭ ॥

অতঃপর রাজা স্নেহ ও ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মন্ত্রীদের ডাকিয়া বলিলেন, 'এই সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া আনুন।' মন্ত্রীরা সন্ন্যাসীকে ডাকিতে গেলে দেরী হইতেছে ভাবিয়া রাজা অস্থির হইয়া আরও দুই ব্যক্তিকে সন্ন্যাসীকে ডাকিতে পাঠাইলেন ও পরে আরও তিন ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। রাজা অস্থির হইয়া ভাবিলেন, এতো দেরী করিতেছে কেন ?

ভিক্ষু স্বাভাবিক গতিতেই আসিলেন। রাজা তাঁহাকে নিজের

যথোচিত আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। ভিক্ষু চারিদিক দেখিয়া ভাবিলেন, এই স্থানে এখন আর কোন সন্ন্যাসী নাই। অতএব তিনি রাজাসনের দিকেই অগ্রসর হইলেন। সেই আসনের উপরে শ্বেত চাঁদোয়া লাগানো ছিল। রাজা ইহা দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই সন্ন্যাসী আজ এই গৃহের যথার্থই কর্তা হইবেন।' ভিক্ষু রাজাকে তাঁহার হাতের ভিক্ষাপাত্র ধরিতে দিয়া নিজে রাজাসনে উঠিয়া বসিলেন, কারণ উহাই ছিল তাঁহার যথোচিত আসন। রাজা তাঁহার নিজের জন্য প্রস্তুত করা সকল প্রকার খাদ্য পানীয় ভিক্ষুকে আনিয়া দিলেন। ভিক্ষু সকল খাদ্য-পানীয় সম্ভারের মধ্যে তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল সেইটুকুই মাত্র গ্রহণ করিলেন।

আহার শেষে রাজা বলিলেন, 'আপনার শিক্ষক আপনাকে যাহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা কি আপনার স্মরণ আছে?' ভিক্ষু বলিলেন, 'হ্যাঁ মহারাজ! একটি বিশেষ শিক্ষাপদ স্মরণ আছে।' রাজা বলিলেন, 'হে মহার্য! দয়া করিয়া সেই শিক্ষাপদটি আমাকেও প্রদান করুন।' ভিক্ষু সম্মত হইয়া দানের অনুমোদনের প্রয়োজনে রাজাকে তাঁহার উপযোগী, ধম্মপদ-এর 'অপ্রমাদ' বর্গটি ব্যক্ত করিলেন (অপ্পমাদবগ্গ—ধম্মপদ)। যেই মুহূর্তে রাজা শুনিলেন, 'অপ্রমাদ মৃত্যুহীন পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ' তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'হে মহার্য! আপনি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা আমাকেও বুঝাইয়া দিন।' ভিক্ষু শ্লোকের অর্থটি রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন।

অতঃপর রাজা ভিক্ষুকে অন্যান্য ভিক্ষুসহ পরদিন রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্ন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন।

পরদিন ভিক্ষু নিগ্রোধ বত্রিশজন ভিক্ষুসহ প্রাসাদে আসিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন।

রাজা তার পরের দিন আরও বত্রিশ জন ভিক্ষুসহ রাজপ্রাসাদে আসিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণের জন্য ভিক্ষু নিগ্রোধকে অনুরোধ করিলেন। পরদিন ভিক্ষু নিগ্রোধ তাহাই করিলেন।

রাজা এইভাবে প্রতিদিন ভিক্ষুকে আরও দ্বিগুণ ভিক্ষুসহ ভিক্ষান্ন গ্রহণের অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং ভিক্ষুও তাহা করিলেন। এইভাবে প্রতিদিন ভিক্ষু নিগ্রোধ সহ অন্য ভিক্ষুদের ভিক্ষান্ন প্রদান করিয়া একসময়

রাজা ষাট হাজার ভিক্ষুদের ভিক্ষা প্রদান করিলেন।

ভিক্ষু নিগ্রোধের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ রাজা এইবার প্রতিদিন ভিক্ষু নিগ্রোধসহ ষাট হাজার ভিক্ষুদের রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্ন প্রদান করিতেন এবং ষাট হাজার ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকদের দান দেয়া বন্ধ করিলেন।

ভিক্ষু নিগ্রোধ রাজাকে পারিষদসহ ত্রিরত্নে ও পঞ্চশীলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজাকে বুদ্ধের ধর্মে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিলেন।[১]

অতঃপর রাজা যখন 'অশোক বিহার' নামক মহাবিহার নির্মাণ করিলেন, তখন আবার তিনি ষাট হাজার ভিক্ষুকে দান প্রদান করিলেন।

জম্বুদ্বীপের চুরাশি হাজার নগরে রাজা চুরাশি হাজার বিহার নির্মাণ করিলেন। সেই সকল বিহারে চুরাশি হাজার মন্দির স্থাপন করিলেন। তাহা যথোচিত ভাবে সাজানও হইল। ॥ ৮ ॥

বলা হয়, একদিন সম্রাট অশোক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অশোক বিহারে ষাট হাজার ভিক্ষুদের চারিপ্রকার প্রয়োজনীয় দান প্রদান করিলেন। ভিক্ষুদের সেই সমাবেশে বসিয়া রাজা বলিলেন, 'হে মহামান্য ভিক্ষুগণ! বুদ্ধের ধর্মোপদেশের পরিধি কতখানি?' ভিক্ষুরা বলিলেন, 'মহারাজ! উহা চুরাশি হাজার প্রধান বিষয় সম্বলিত। নয় ভাগে বিভক্ত। রাজা তখন ভাবিলেন, 'এই চুরাশি হাজার প্রধান বিষয়ের সম্মানার্থে আমি চুরাশি হাজার বিহার স্থাপন করিব।' তিনি চুরাশি হাজার রাজ্যে একটি করিয়া বিহার স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে মন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন। অবশ্য রাজা তাঁহার নিজের বাসভূমিতে নিজেই 'অশোক বিহার' স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

ভিক্ষুসংঘ 'ইন্দগুপ্ত' নামক এক প্রবীণ ভিক্ষুকে বিহার নির্মাণের তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। এই ভিক্ষু আসক্তিহীন ও মহা ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। যে সকল কাজ অসম্পূর্ণ থাকিত, এই ভিক্ষু উহা অলৌকিক

১. 'দিব্যাবদান' গ্রন্থে রাজা অশোকের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষার ভিন্ন কাহিনী রয়েছে। 'অশোকবদান' গ্রন্থে আবার অন্য কথা বলা হয়েছে। 'The stories appear to have been influenced by local folklore, since they have an essentially legendary and fairy-tale quality about them'—Thapar.

শক্তিতে সম্পন্ন করিয়া দিতেন। এইভাবে রাজার বিহার নির্মাণের কাজ তিন বৎসরে সম্পূর্ণ হইল। রাজা এই কারণে ছিয়ানব্বই কোটি কাহাপন ব্যয় করিলেন। মন্ত্রীরা রাজাকে বিহার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হইয়াছে জানাইলে, (সমন্তপাসাদিকা'য় এরপর ভিন্ন কথা বলা হইয়াছে) রাজা তখন ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলিলেন, 'হে মহামান্য ভিক্ষুগণ! আমি চুরাশি হাজার বিহার নির্মাণ করিয়াছি। উহাতে ধাতু প্রতিষ্ঠা করিতে বুদ্ধের পূতাস্থি কোথায় পাইব?' ॥ ৯ ॥

ভিক্ষুগণ রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! বুদ্ধের পূতাস্থি কোন এক স্থানে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু সেই স্থান আমাদের নিকট অজ্ঞাত।' রাজা প্রথমে রাজগৃহে অবস্থিত একটি মন্দির ভাঙিলেন। কিন্তু সেই মন্দিরে পূতাস্থি না পাইয়া রাজা সেই মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা সহ বৈশালীতে গেলেন। সেইখানে অনুরূপ মন্দির ভাঙিয়া পূতাস্থি না পাইয়া সেই মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা সহ কপিলাবস্তুতে গেলেন। সেইখানেও পূতাস্থি না পাইয়া রাজা রামগ্রামে গেলেন। রামগ্রামের নাগরা রাজাকে মন্দির ভাঙিতে দিলেন না। তাঁহারা কোদাল, গাঁইতি ইত্যাদি ভাঙিয়া টুকরা-টুকরা করিলেন। রাজা তারপর অল্লকপ্প, পাবা, কুশীনগর ইত্যাদি রাজ্যে গিয়া মন্দির ভাঙিয়া পূতাস্থি না পাইয়া সেই সকল মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া রাজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। তিনি অনুচরদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা পূর্বে কখনও কি শুনিয়াছ বুদ্ধের পূতাস্থি কোথায় সংরক্ষিত আছে?' ॥ ১০ ॥

তখন একশ কুড়ি বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ভিক্ষু রাজাকে বলিলেন, 'হে মহারাজ! আমি জানি না বুদ্ধের পূতাস্থি কোথায় সংরক্ষিত আছে। তবে আমি যখন সাত বৎসর বয়স্ক বালক, তখন একদিন আমার পিতাসম এক প্রবীণ ভিক্ষু আমাকে ফুলের একটি মালা ও কৌটা ধরিতে দিয়া তাঁহার সহিত যাইতে নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বৎস! চল পাথরে-নির্মিত, অমুক ঝোপ-ঝাড়ে অবস্থিত, স্তূপ দর্শনে যাই।' সেই স্থানে গিয়া স্তূপটি পূজা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'বৎস! এইভাবে এই স্তূপের পূজা করিবে।' মহারাজ! ইহাই আমি জানি।' রাজা বুঝিলেন, 'নিশ্চয়ই সেই স্তূপে বুদ্ধের পূতাস্থি সংরক্ষিত আছে।'

অতঃপর রাজা সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুর সাহায্যে সেই স্থানটি খুঁজিয়া পাইলেন। ঝোপ-ঝাড়, আগাছা, ধূলা-বালি ও স্তূপের অগ্রভাগ সরাইলে তলায় চূন বালি মিশ্রিত প্রলেপযুক্ত একটি সমতল স্তর দেখা গেল। সেই স্তর হইতে ইঁট-চূন-বালি ইত্যাদি সরাইলে ভিতরে একটি বৃহৎ অট্টালিকার ন্যায় দেখা গেল (বিমানবথু-অট্ঠকথা)। রাজা ধীরে ধীরে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে ভূমিতে নানাপ্রকার মণিমুক্তা ছড়ানো রহিয়াছে এবং একটি বন্ধ দরজার পাশে আট হাত দৈর্ঘ্যের কাষ্ঠনির্মিত একটি দ্বারপালের মূর্তি রহিয়াছে। রাজা ইহা দেখিয়া সেই স্থানের মহাত্ম্য বুঝিয়া জায়গাটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিতে অন্যান্য মন্দিরে নিযুক্ত পরিচারকদের ডাকিয়া পাঠাইলেন (যক্ষদাসক)। তারপর দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া দেবতাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'এই স্থানের সংরক্ষিত পূতাস্থি লইয়া উহার পূজার্থে আমি সারা জম্বুদ্বীপের চুরাশি হাজার মন্দিরে উহা স্থাপন করিব। ইহাতে দেবতাদের কোনরূপ আপত্তি থাকিবার নয়।'

সেইসময় দেবরাজ ইন্দ্র পরিভ্রমণে বাহির হইয়া এই ঘটনা দেখিয়া বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে মহার্ষ! ধর্মপ্রাণ রাজা অশোক সেই পূতাস্থি সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি পূতাস্থি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। অতএব দরজায় প্রহরারত দ্বারপালের মূর্তিটি এইবার সরাইয়া দিন্। বিশ্বকর্মা সম্মত হইয়া কাষ্ঠনির্মিত মূর্তিটির জোড়া লাগানো স্থানে শর নিক্ষেপ করিয়া মূর্তিটি চূর্ণ করিয়া দিলেন।

॥ ১১ ॥

অতঃপর রাজা বন্ধ দরজা টানিবার রশিতে বাঁধা আংটাটি ধরিয়া দরজাটি খুলিতে গিয়া সেই বন্ধ দরজার কাছে প্রচুর মণিমুক্তা ও খোদাই করা ফলকটি দেখিলেন। অভাবগ্রস্ত ভবিষ্যতের রাজারা যাহাতে পূতাস্থি সকল যথোচিত মর্যাদায় পূজা করিতে পারেন, সেই জন্য এই সকল মণিমুক্তা রাখা হইয়াছে দেখিয়া রাজা ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, 'আমার ন্যায় রাজাদের অভাবগ্রস্ত আখ্যা দেওয়া কি ঠিক হইয়াছে?'

সেই রুদ্ধ দরজায় রাজা বারবার আঘাত করিতে করিতে এক সময় দরজাটি খুলিয়া গেল। রাজা সেই দরজা দিয়া গর্ভাগারে প্রবেশ করিলেন। সেইখানে দুই'শ আঠারো বৎসর পূর্বে প্রজ্বলিত প্রদীপ সকল তখনও

জ্বলিতেছে। প্রস্ফুটিত নীল পদ্ম সকল মনে হইল যেন এই মুহূর্তে সেইখানে আনা হইয়াছে। ছিটানো পুষ্প সকল মনে হইল যেন এই মুহূর্তে ছিটানো হইয়াছে। গর্ভাগারে রাখা সকল পুষ্প যেন এই মুহূর্তে চয়ন করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করা হইয়াছে। সকল পুষ্প তখনও সতেজ রহিয়াছে। ॥ ১২ ॥

রাজা খোদাই করা স্বর্ণথালিটি তুলিয়া লইয়া পড়িয়া বুঝিলেন যে, মহাস্থবির ভিক্ষু কশ্যপ পূর্বেই তাঁহাকে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। রাজা আনন্দে করতালি দিয়া উঠিলেন।

সেই স্থানে পূজার জন্য সামান্য পূতাস্থি মাত্র রাখিয়া রাজা বাকি সকল পূতাস্থি লইয়া গর্ভাগার হইতে বাহির হইয়া পূর্বের ন্যায় দরজাটি বন্ধ করিলেন। পূতাস্থি সহ সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া রাজা স্তূপটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। স্তূপটির ভিতর বাহির পূর্বের ন্যায় হইল।

অতঃপর ধর্মপ্রাণ রাজা অশোক সারা জম্বুদ্বীপের চুরাশি হাজার বিহারের মন্দিরে বুদ্ধের পূতাস্থিসকল স্থাপন করিলেন।

'জগতের সকল স্তূপ একই বর্ণের। সকল স্তূপই মুক্তি ও স্বর্গের পথ প্রদর্শক। সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া, স্মৃতিমান ব্যক্তি সকল সময়ে সর্বতোভাবে এই সকল স্তূপের পূজা করেন।' (সমন্তপাসাদিকা) ॥ ১৩ ॥

চুরাশি হাজার পূতাস্থির কথা সমাপ্ত

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূতাস্থির স্তূপের কথা

ধর্মপ্রাণ রাজা অশোক চুরাশি হাজার বিহার নির্মাণ করিয়া (সমন্ত-পাসাদিকা), একসময় ভিক্ষুসংঘকে বিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহামান্য ভিক্ষুগণ ! আমি কি বুদ্ধের ধর্মের উত্তরাধিকারী হইয়াছি ?' ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'মহারাজ ! কীভাবে আপনি ধর্মের উত্তরাধিকারী হইবেন ? আপনি এই ধর্মে বহিরাগত ব্যক্তি।' রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'হে মহামান্য ভিক্ষুগণ ! আমি ছিয়ানব্বই কোটি কাহাপন ব্যয় করিয়া মন্দির সম্বলিত চুরাশি হাজার বিহার নির্মাণ করিয়াছি, তবু আমি ধর্মের উত্তরাধিকারী নই ? ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি কেবল দাতা মাত্র। যে ব্যক্তি নিজের পুত্র কন্যাকে ধর্মের কারণে গৃহত্যাগী করেন, কেবল তিনি ধর্মের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন।'

ভিক্ষুগণ যখন রাজাকে এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন যুবরাজ মহেন্দ্র অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজা পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে প্রিয় বৎস ! তুমি কি গৃহত্যাগ করিতে পারিবে ?' যুবরাজের পূর্বে হইতে ইচ্ছা ছিল গৃহত্যাগ করিবার। পিতার কথা শুনিয়া তাই সানন্দে রাজি হইয়া যুবরাজ বলিলেন, 'হে পিতা ! আপনি আমাকে গৃহত্যাগ করিতে অনুমতি দিন। আমার গৃহত্যাগে আপনি ধর্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হউন।' ॥ ১ ॥

সেই সময় রাজকন্যা সঙ্ঘমিত্রাও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। রাজা কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন 'হে প্রিয় কন্যা ! তুমিও কি গৃহত্যাগ করিতে পারিবে ?' রাজকন্যা সম্মত হইয়া বলিলেন, 'হে পিতা ! আমি নিশ্চয়ই পারিব।' পুত্র-কন্যার সম্মতি লাভ করিয়া আনন্দ চিত্তে রাজা ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন, 'হে মহামান্য ভিক্ষুগণ ! আমার পুত্র-কন্যাকে গৃহত্যাগী ভিক্ষু-ভিক্ষুণী করিয়া আমাকে ধর্মের উত্তরাধিকারী করুন।' ভিক্ষুসংঘ রাজার কথায় সম্মত হইয়া যুবরাজ মহেন্দ্রকে ভিক্ষু রূপে দীক্ষার জন্য ভিক্ষু 'মজ্ঝন্তিক'কে যথাযথ নির্দেশ দিলেন ও মোগ্গলিপুত্র ভিক্ষু তিষ্যকে তাঁহার দীক্ষাগুরু ও ভিক্ষু মহাদেবকে তাঁহার শিক্ষাগুরু রূপে নিযুক্ত করিলেন। ভিক্ষু মজ্ঝন্তিক-এর মাধ্যমে মহেন্দ্রকে দীক্ষা দেওয়া হইল।

যখন সেই ভিক্ষু দীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতে মহেন্দ্রকে মন্ত্রপূত নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন, সেই মুহূর্তে মহেন্দ্র অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন।

রাজকন্যা সঙ্ঘমিত্রাও দীক্ষান্তে ভিক্ষুণী হইলেন। আয়ুপাল থেরী হইলেন ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রার শিক্ষাগুরু, এবং থেরী ধম্মপালা হইলেন তাঁহার দীক্ষাগুরু। ॥ ২ ॥

শিক্ষাগুরুর তত্ত্বাবধানে ভিক্ষু মহেন্দ্র দীক্ষান্তে তিন বৎসরের মধ্যে দুই মহাধর্ম সম্মেলনে সংকলিত ত্রিপিটক অট্ঠকথা-সহ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া দীক্ষাগুরুর হাজার শিষ্যগণের মধ্যে সর্বপ্রধান হইলেন। ॥ ৩ ॥

সেই সময় ভিক্ষু মোগ্গলিপুত্র তিষ্য অনুসন্ধিৎসু হইয়া ভাবিলেন, 'ভবিষ্যতে কোথায় এই ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে?' তিনি বুঝিলেন, 'উহা পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নানা ভিক্ষুদের নানা পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে পাঠাইয়া সেই সকল দেশে এই ধর্মস্থাপনের দায়িত্ব তাঁহাদের দিলেন। ভিক্ষু মজ্ঝন্তিক'কে কাশ্মীর ও গান্ধারে পাঠানো হইল (পেশোয়ার ও রাউলপিণ্ডি মিলে ছিল গান্ধার রাজ্য)। ভিক্ষু মহাদেবকে পাঠান হইল 'মহিংসকমণ্ডল-এ (মহীসুর)। ভিক্ষু রক্ষিতকে পাঠানো হইল বনবাসীতে (কানাড়া)। যোন রাজ্যের অধিবাসী ভিক্ষু ধর্মরক্ষিতকে পাঠানো হইল অপরান্তক-এ (গুজরাট, কাথিয়াওয়াড, কচ্চ, সিন্ধু)। মহাস্থবির ধম্মরক্ষিতকে পাঠানো হইল মহারথ-এ (মহারাষ্ট্র)। মহাস্থবির রক্ষিতকে পাঠানো হইল যোন-এ (গ্রীক্ রাজাদের রাজ্য-শিয়ালকোট)। ভিক্ষু মজ্ঝিমকে পাঠানো হইল হিমালয় পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে। ভিক্ষু সোন ও ভিক্ষু উত্তরকে পাঠানো হইল সুবর্ণভূমিতে (বর্তমান মায়ানমার)। তাঁহার প্রধান শিষ্য ভিক্ষু মহেন্দ্রকে তিনি বলিলেন, 'তুমি শ্রমণ সুমন ও ভিক্ষু উত্তীয়, ভদ্দশাল ও সম্বলকে সঙ্গে লইয়া তাম্রপর্ণি দ্বীপে (শ্রীলঙ্কা) যাও। সেইখানে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠা কর।'[১]

১. ভিক্ষু তিষ্যের নির্দেশেই ভিক্ষু মহেন্দ্র ধর্মপ্রচারের জন্য শ্রীলঙ্কায় গেছিলেন, সম্রাট অশোকের নির্দেশে নয়। তবে খুব সম্ভবত রাজা সমুদ্র পথে উক্ত দেশে যাবার ব্যবস্থাদি করে দিয়েছিলেন।

ভিক্ষু তিষ্যের নির্দেশে উক্ত ভিক্ষুগণ নানা দিকে ছড়াইয়া গেলেন। যেইখানে তাঁহারা গিয়াছেন সেইখানে তাঁহারা ধর্মপ্রচার করিয়া সেই দেশের মানুষদের ধর্মে দীক্ষা দিয়াছেন ও সেই সকল দেশে তাঁহারা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ভিক্ষু মহেন্দ্র গুরুর নির্দেশ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এই সময় তাম্রপর্ণি যাওয়া কি ঠিক হইবে?' তিনি সেই দেশের রাজা মুতশিব-এর কথা চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন, 'মহারাজ মুতশিব খুবই বৃদ্ধ এখন। তাঁহাকে ধর্মশ্রবণ করানো যাইবে না। তবে তাঁহার পুত্র দেবপ্রিয় তিষ্য রাজা হইয়া বসিলে তাঁহাকে তখন ধর্ম বোঝানো যাইবে। এখন তাম্রপর্ণির প্রজাদের কেবল ধর্ম বলা যাইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া ভিক্ষু মহেন্দ্র ভাবিলেন, 'তবে কি এখন সেই দেশের প্রজাদের ধর্ম শোনাইয়া ফিরিয়া আসিব ও পরে আবার যাইব?'

অতঃপর ভিক্ষু মহেন্দ্র ভিক্ষুসংঘ ও দীক্ষাগুরুকে প্রণাম করিয়া সংঘমিত্রার পুত্র শ্রমণ সুমন ও অন্যান্য ভিক্ষুসহ 'অশোক বিহার' ছাড়িয়া বাহির হইলেন। উপাসক ভন্দুকও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

পথিমধ্যে 'দক্ষিণগিরি' প্রদেশে (রাজগৃহের দক্ষিণের অঞ্চল—সুত্তনিপাত) ভিক্ষান্নে গিয়া ভিক্ষু মহেন্দ্র আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলেন ও পরে বিদিশায় (মূল গ্রন্থে 'ভেতিসা' বলা হয়েছে। বর্তমানে গোয়ালিয়রের ভিলসা অঞ্চল) মায়ের বাড়িতে গেলেন। রাণীমা পুত্রের আগমন বার্তা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া পুত্রকে ভিক্ষুর সৌম্য বেশে দেখিয়া তাঁহার পদতলে মস্তক নমিত করিলেন। সকল ভিক্ষু ও উপাসককে খাদ্য পানীয় প্রদান করিয়া রাণীমা বিদিশার পাহাড়ে তাঁহার নির্মিত বিহারটি ভিক্ষু মহেন্দ্রকে উৎসর্গ করিলেন। এইভাবে ছয়মাস অতিবাহিত হইল। ॥ ৪ ॥

বিদিশা পাহাড়ের বিহারে বসিয়া ভিক্ষু মহেন্দ্র ভাবিলেন, এইস্থানে আমার কাজ শেষ হইয়াছে। এইবার তাম্রপর্ণি দ্বীপে যাইবার সময় উপস্থিত। পিতার পবিত্র উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত পুত্রের নিকট দেবপ্রিয় তিষ্য এখন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ত্রিরত্নে শরণ গ্রহণ করুক। ॥ ৫ ॥

সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র ভিক্ষু মহেন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, 'হে পূজ্যবর! রাজা মুতশিব গত হইয়াছেন। দেবপ্রিয় তিষ্য বর্তমানে সেই

দেশের রাজা হইয়াছেন। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, একসময় মহেন্দ্র নামের এক ভিক্ষু তাম্রপর্ণি দ্বীপে গিয়া ধর্মপ্রচার করিবেন। বুদ্ধের সেই ভবিষ্যত-বাণী, হে পূজ্যবর! ফলবতী হইবার সময় হইয়াছে। এখনই সেই মনোরম দ্বীপে যাইবার সময়। আমি আপনার সঙ্গী হইব।' (সমন্তপাসাদিকা)

ভিক্ষু মহেন্দ্র দেবরাজের কথায় সম্মত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া, ভিক্ষুদল সহ বিদিশার বিহার হইতে ঋদ্ধিবলে মহাশূন্যে উঠিয়া গিয়া আকাশ পথে উড়িয়া গিয়া তাম্রপর্ণির অনুরাধাপুরের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত 'মিস্সক' পর্বতে (পরে বলা হয় চৈত্য পর্বত) অবতরণ করিলেন। সেইদিন, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিনে, তাম্রপর্ণি দ্বীপের আকাশে শুভ নক্ষত্রপুঞ্জের উদ্ভব হয়। সেই কারণে রাজা মন্ত্রীদের উৎসব পালনের নির্দেশ দিয়া চল্লিশ হাজার অনুচর সহ নিজে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে রাজধানী ছাড়িয়া মিস্সক পর্বত অভিমুখে রওনা দিলেন।

মিস্সক পর্বতবাসী দেবতা মনস্থ করিলেন, 'আমি রাজাকে ভিক্ষুর দর্শন দিব।' অতঃপর দেবতা পাহাড়ি হরিণের বেশ ধারণ করিয়া ঘাস পাতা চিবাইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজা সুন্দর হরিণটি দেখিয়া ভাবিলেন, 'এইরূপ অসাবধানী প্রাণীকে হত্যা করা সমীচীন নয়। এই ভাবিয়া তিনি ধনুতে টঙ্কার শব্দ করিলেন। হরিণটি সেই শব্দ শুনিয়া সমতল ভূমির (অম্বথল—মহাবংশ) দিকে ছুটিল। রাজাও হরিণের পিছু নিল ও একসময় সমতল ভূমিতে নামিল। সেইখানে ভিক্ষু মহেন্দ্র অন্যান্য ভিক্ষুসহ তখন উপস্থিত ছিলেন। হরিণটি ভিক্ষুদের নিকটে আসিয়া মিলাইয়া গেল। ভিক্ষু মহেন্দ্র রাজাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া সংকল্প করিলেন, 'রাজা প্রথমে কেবল আমাকে দেখিতে পাইবেন, অন্যান্য ভিক্ষুদের নয়।'

রাজা ভিক্ষুর প্রায় নিকটে পৌঁছিলে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ভিক্ষু মহেন্দ্র বলিলেন, 'হে তিষ্য! কাছে এসো।' রাজা ডাক শুনিয়া ভাবিলেন, 'এই তাম্রপর্ণি দ্বীপে উদ্ভূত এমন কেহ নাই যিনি আমার নাম জানেন ও নাম ধরিয়া এইভাবে ডাকিবেন। কিন্তু মুণ্ডিত মস্তক ও হলুদ বর্ণের ঢিলা শতছিন্ন পোষাক পরিহিত এই ব্যক্তি তাহাই করিতেছেন। ইনি কে? ইনি কি মানুষ না অশরীরী কেউ?'

ভিক্ষু তখন রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! আমরা সন্ন্যাসী। ধর্মশ্রেষ্ঠ

মহারাজ গৌতম বুদ্ধের শিষ্য। আপনার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া জম্বুদ্বীপ হইতে আসিয়াছি।' ॥ ৬ ॥

তাম্রপর্ণির রাজা দেবপ্রিয় তিষ্য ও জম্বুদ্বীপের ধর্মপ্রাণ রাজা অশোকের মধ্যে তখন যথেষ্টসৌহার্দ ছিল, যদিও তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। দেবপ্রিয় তিষ্যের পুণ্যের কারণে ছট্ পর্বতের পাদদেশের বাঁশবনে তিনপ্রকার বাঁশের কলি ছিল। একপ্রকার কলি ছিল নরম লতার ন্যায়। আর একটি ছিল ফুলের ন্যায়। আর তৃতীয় প্রকার ছিল পাখির ন্যায়। লতার ন্যায় কলি ছিল রুপালী বর্ণের। ফুলের ন্যায় কলিতে নানা বর্ণের ফুল ছিল। আর পাখির ন্যায় কলি নানা প্রকার পাখিদের আকর্ষণ করিত। এই ভাবে বাঁশবনগুলি ফুলে, পাখিতে ভরিয়া থাকিত।

তাম্রপর্ণির সমুদ্রে নানা মণিমুক্তার সম্ভার ছিল। উহা ব্যতীত, তাম্রপর্ণিতে আরও নানা প্রকার রত্ন ছিল যথা—অশ্ব, হস্তি, রথ, হরিতকী, আনারস, হাতের স্বর্ণ বালা ও আংটি, উষ্ণীষ, রত্ন এবং অন্য নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল।

এই সকল মণিমুক্তা ও নানা প্রকার বস্তুসকল রাজা তিষ্য সৌজন্য-মূলক উপহারস্বরূপ রাজা অশোককে পাঠাইতেন। ধর্মপ্রাণ রাজা অশোক প্রীত হইয়া প্রতিদানে রাজা তিষ্যকে পাঁচ প্রকার রাজ-তকমা ও অন্যান্য উপহারসকল পাঠাইতেন। পাঁচ প্রকার রাজ-তকমা হইল, তরবারি, ছত্র, পাদুকা, মস্তকচূড়ার আবরণ ও চামর (জাতক)।

বলা হয়, রাজা অশোক কেবলমাত্র এই সকল উপহার রাজা তিষ্যকে পাঠান নাই, তিনি তাঁহাকে উপহার স্বরূপ 'ধর্ম'ও পাঠাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'হে রাজা। আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ লইয়াছি। আমি শাক্যপুত্র গৌতম বুদ্ধের ধর্মের উপাসক। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! আপনিও ত্রিরত্নে শরণ লইয়া নিজের মনকে ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ততায় রূপান্তরিত করুন।' ॥ ৭ ॥

রাজা তিষ্য এই সন্ন্যাসীর মুখে ধর্মশ্রেষ্ঠ মহারাজ গৌতম বুদ্ধের উল্লেখ শুনিয়া এবং পূর্বে রাজা অশোকের সেই সংবাদ স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, 'তবে কী সেই প্রভুরা আসিয়াছেন?'

মুহূর্তে তিনি অস্ত্রসকল ত্যাগ করিয়া এক পাশে বসিয়া ভিক্ষুর সহিত প্রীতি সৌজন্য বিনিময় করিলেন। এই সময় রাজার চল্লিশ হাজার

অনুচরগণও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাদের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

ভিক্ষু রাজার এই সকল অনুচরগণকে তাঁহার নিজের সহচর ভিক্ষুদের দেখাইলেন।

রাজা অন্যান্য ভিক্ষুদের দেখিয়া বলিলেন, 'এই সকল ব্যক্তিগণ কখন আসিলেন? ভিক্ষু মহেন্দ্র বলিলেন, 'মহারাজ! এই সকল ব্যক্তি আমার সহিত আসিয়াছেন।' রাজা বলিলেন, 'জম্বুদ্বীপে তাঁহাদের ন্যায় আরও ব্যক্তি আছেন কী?' ভিক্ষু বলিলেন, 'আছেন মহারাজ! জম্বুদ্বীপ বর্তমানে গেরুয়া চীবরে আলোকিত। তাহার আকাশ বাতাস সাধুজনে পরিবৃত। ভিক্ষু রাজাকে আরও বলিলেন, 'মহারাজ! জম্বুদ্বীপে ত্রিপিটক বিশারদ, অলৌকিক ঋদ্ধি সম্পন্ন, মোহমুক্ত, অন্তর্দৃষ্টি যুক্ত, অর্হত্বপ্রাপ্ত বহু বুদ্ধ-শিষ্য আছেন।' (সমন্তপাসাদিকা)। ॥ ৮ ॥

অতঃপর রাজা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানের কালে বলিলেন, 'হে পূজ্যবর! আগামীকাল আমি আপনাদের জন্য রথ পাঠাইব। আপনারা উহাতে আরোহণ করিয়া অনুগ্রহপূর্বক আসিবেন।'

রাজা প্রস্থান করিলে, ভিক্ষু মহেন্দ্র সুমন শ্রমণকে বলিলেন, 'হে শ্রমণ, ধর্মপ্রচারের সময় কি হইয়াছে?' সেই সময় শ্রমণ সুমন ধ্যানে উপবিষ্ট হইয়া জ্ঞানের চতুর্থ মার্গে উপনীত হইবার পর ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছেন। ভিক্ষু মহেন্দ্রের কথায় তিনি স্থির চিত্তে উপলব্ধি করিলেন যে তাম্রপর্ণি দ্বীপে ধর্মপ্রচারের সময় হইয়াছে। তিনি তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে সারা তাম্রপর্ণি দ্বীপ ধ্বনিত করিয়া উহা ঘোষণা করিলেন। পৃথিবীতে অবস্থিত দেবগণ সেই বার্তা প্রতিধ্বনিত করিলেন। সেই প্রতিধ্বনি ব্রহ্মলোকে গিয়া পেঁৗছিল।

এই সংবাদে বহু দেবতারা একত্রিত হইয়া ভিক্ষু মহেন্দ্রের নিকট আসিলেন। ভিক্ষু মহেন্দ্র দেবতাদের 'সমচিত্ত সূত্র' আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইলেন (অংগুত্তরনিকায়)। ইহাতে অগণিত দেবগণ ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। বহু নাগ ও পরী'রাও (সুপর্ন) ধর্মে শরণ লইলেন। ॥ ৯ ॥

পরদিন প্রত্যুষে রাজা তিষ্য ভিক্ষুদের জন্য রথ পাঠাইয়া দিলেন। ভিক্ষুরা রথের সারথিকে বলিলেন, 'আমরা রথে চড়িয়া যাইব না।

আপনি রথ লইয়া ফিরিয়া যান, আমরা আপনাকে অনুসরণ করিব।” এই বলিয়া ভিক্ষুগণ ঋদ্ধিবলে শূন্যে উঠিয়া আকাশপথে উড়িয়া অনুরাধাপুর নগরের পূর্ব দ্বারের নিকটে গিয়া পদার্পণ করিলেন। (পরে এই স্থানে সর্বপ্রথম স্তূপ নির্মিত হয়)। রাজা ভিক্ষুদের জন্য রথ পাঠাইয়া প্রাসাদ চত্বরে বৃহৎ আরামপ্রদ তাঁবু খাটাইয়া ভাবিলেন, ‘প্রভুরা উচ্চ আসনে বসিবেন কি ?’

সেই সময় সারথি রথ লইয়া প্রাসাদে ফিরিলে নগরের পূর্ব দ্বারে ভিক্ষুদের দেখিতে পাইলেন। সারথির পূর্বে তাঁহারা পৌঁছিয়া চীবরের কোমর বন্ধনী ঠিক করিয়া লাগাইতেছিলেন। ভিক্ষুরা পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া সারথি প্রীত হইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, ‘মহারাজ! পূজ্যবরগণ আসিয়াছেন।’ রাজা সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তাঁহারা কি রথে চড়িয়া আসিলেন ?’ সারথি বলিলেন, ‘না মহারাজ! আমি ফিরিবার পূর্বেই নগরের পূর্ব দ্বারে তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।’

পূজ্যবরগণ রথারূঢ় হইয়া আসেন নাই জানিয়া রাজা ভাবিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তবে উচ্চ আসনেও বসিবেন না। এই চিন্তা করিয়া রাজা পূজ্যবরগণের জন্য ভূমিতে আসন পাতিতে নির্দেশ দিলেন। মন্ত্রীগণ রাজার নির্দেশ মত ভূমিতে মাদুর পাতিয়া উহা লোমশ কম্বল ইত্যাদি বস্তু দিয়া ঢাকিয়া বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

রাজা নগরদ্বারে ছুটিয়া গিয়া ভিক্ষুদের প্রণাম করিলেন। ভিক্ষু মহেন্দ্রর হাত হইতে ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া লইয়া রাজা বিশেষ সম্মান ও আতিথেয়তা প্রদর্শনপূর্বক সাদরে সকলকে নগরের মধ্য দিয়া প্রাসাদ চত্বরে লইয়া আসিলেন। ॥১০॥

রাজা স্বহস্তে ভিক্ষুদের খাদ্যপানীয় প্রদান করিয়া রাণী অনুলাসহ প্রাসাদের পাঁচশত মহিলাদের ভিক্ষুসকলকে প্রণাম করিয়া সম্মান ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করিতে বলিলেন। রাজা স্বয়ং একপাশে বসিলে রাণী অনুলা ও মহিলাগণ রাজার আদেশ মান্য করিলেন।

অতঃপর ভিক্ষু মহেন্দ্র সকলের উপর উৎকৃষ্ট রত্নসম ধর্মজ্ঞান বর্ষণ করিলেন। রাজা ও উপস্থিত সকলকে তিনি ‘পেতবত্থু’, ‘বিমানবত্থু’ ও সংযুক্তনিকায়ের ‘সচ্চ সুত্র’ আবৃত্তি করিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইলেন। এই ধর্মোপদেশ শুনিয়া পাঁচশত মহিলাগণ ‘সোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত

হইলেন। ॥ ১১ ॥

অতঃপর নগরবাসীগণ পুণ্যাত্মা ভিক্ষুদের সম্বন্ধে শুনিয়া রাজার প্রতি ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, 'আমরা পূজ্যবরদের দর্শন পাইলাম না।' রাজা নগরবাসীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ভিক্ষুদের পরদিন আবার আসিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন ও বহু সংখ্যক নগরবাসীদের উপস্থিতির জন্য রাজা তাঁহার সুবৃহৎ হস্তিশালা খালি করাইয়া সেইস্হানে ধর্মোপদেশ প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। রাজার নির্দেশে শূন্য হস্তিশালা পরিষ্কার করিয়া বালি ছড়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর মাদুর বিছাইয়া, নানা বর্ণের ফুল ছড়াইয়া, উপরে চাঁদোয়া খাটাইয়া, ভিক্ষুদের বসিবার আসন পাতিয়া, হস্তিশালাটি নগরবাসীদের ধর্মোপদেশ প্রদানের উপযোগী স্থান স্বরূপ করা হইল। ভিক্ষুগণ রাজার আমন্ত্রণে সেই স্থানে গিয়া নগরবাসীদের দর্শন দিলেন। ভিক্ষু মহেন্দ্র সেই আসনে উপস্থিত নগরবাসীদের 'দেবদূত সুত্র' (মজ্ঝিমনিকায়) আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিলেন।

ভিক্ষুর ধর্মোপদেশে হাজার নগরবাসীরা 'সোতাপত্তি' ফল প্রাপ্ত হইলেন। তবে রাজার হস্তিশালায়ও উৎসুক বহু নগরবাসীর স্থান হইল না। তাহাদের জন্য পরদিন নগরের দক্ষিণ দ্বারের নিকট অবস্থিত 'নন্দন কাননে' ধর্মোপদেশের ব্যবস্থা করা হইল। ভিক্ষু মহেন্দ্র সেই সমাবেশে 'আসিবিষোপম সুত্র' (সংযুক্তনিকায়) আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশে হাজার নগরবাসী 'সোতাপত্তি' ফল প্রাপ্ত হইলেন। এইভাবে কয়েক দিনের মধ্যে বহু হাজার নগরবাসী ধর্মে অনুরক্ত হইলেন। ॥ ১২ ॥

অনুষ্ঠান শেষে নন্দন কাননে (মহাবোধি বংশ) উপস্থিত বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রবধূদের সহিত ভিক্ষুদের সৌজন্য বিনিময়ে সন্ধ্যা হইল।

অতঃপর ভিক্ষুগণ মিস্সক পর্বতে ফিরিয়া যাইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মন্ত্রীগণ ভিক্ষুদের সেই দূরের পর্বতে না যাইতে অনুরোধ করিয়া নিকটস্থ 'মহামেঘ কুঞ্জে' তাঁহাদের অবস্হান করাইলেন।

রাত্রিশেষে রাজা তিষ্য 'মহামেঘ কুঞ্জে' গিয়া ভিক্ষুদের রাত্রিবাস প্রীতিপূর্ণ হইয়াছে কিনা খোঁজ করিয়া ভিক্ষু মহেন্দ্রকে বলিলেন, 'হে

পূজ্যবর! ভিক্ষুসংঘকে কুঞ্জবন দান করা যায় কি? ভিক্ষু বলিলেন, 'হ্যাঁ মহারাজ! দান করায় কোন আপত্তি নাই।' (বিনয় পিটক)

ইহা শুনিয়া রাজা তিষ্য প্রীত হইলেন। তিনি তখন স্বর্ণ কলসে জল আনয়ন করিয়া সবিনয় প্রার্থনায় ভিক্ষু মহেন্দ্রের পাশাপাশি যুক্ত হস্তদ্বয়ের উন্মুক্ত করতলে জল ঢালিয়া 'মহামেঘ কুঞ্জ'টি ভিক্ষুসংঘকে দান করিলেন।

সেইদিন ভিক্ষুগণ রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন ও নন্দন কাননে গিয়া ভিক্ষু মহেন্দ্র উপস্থিত জনগণকে 'অনমত্তগীয় সূত্রটি' (সংযুক্ত নিকায়) পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। পরদিন আবার সেই স্থানে গিয়া তিনি অংগুত্তরনিকায়ের 'অগ্গিখন্দোপম সূত্রটি' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। এইভাবে ভিক্ষু মহেন্দ্র সাতদিন ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া সাড়ে আট হাজার ব্যক্তিকে ধর্মে প্রবিষ্ট করাইলেন। অষ্টম দিনে তিনি রাজপ্রাসাদে গিয়া রাজা তিষ্যকে 'অপ্পমাদ সূত্র' (সংযুক্তনিকায়) আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইয়া মিস্সক পর্বতে ফিরিয়া গেলেন। ॥ ১৩ ॥

অতঃপর রাজা তিষ্য ভাবিলেন, 'পূজ্যবর ভিক্ষু মহেন্দ্র যেমন অনাহূত আসিয়াছেন, ঠিক তেমনই অযাচিত চলিয়া যাইতে পারেন।' এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা রথারূঢ় হইয়া ভারাক্রান্ত মনে মিস্সক পর্বতে গিয়ে ভিক্ষু মহেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষু রাজাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা বলিলেন, 'হে পূজ্যবর! আপনি কি আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছেন?' ভিক্ষু মহেন্দ্র বলিলেন 'না মহারাজ! আমরা এখন ফিরিয়া যাইতে চাই না। তবে এখন বর্ষাকাল শুরু হইবে আর এই সময় ভিক্ষুদের কোন নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাস করিতে হয়। কিন্তু আপনার প্রদত্ত কুঞ্জবন বর্ষাবাসের উপযুক্ত নয়।' ইহা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ 'করণ্ডক' মন্দিরের চতুর্দিকে অবস্থিত খোলা জায়গায় আটষট্টিটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণের কাজ শুরু করিয়া দিয়া নগরে ফিরিলেন। ভিক্ষু মহেন্দ্র ও ভিক্ষুগণ সেই বর্ষাকালটি মিস্সক পর্বতের গুহায় অবস্থান করিয়া বহু সংখ্যক জনগণকে ধর্মপ্রচার করিলেন। ॥ ১৪ ॥

অতঃপর ভিক্ষু মহেন্দ্র বর্ষাবাস শেষে প্রবারণা উৎসব উদ্‌যাপন করিয়া কার্তিক পূর্ণিমার উপসথ দিনে ভিক্ষুদের লইয়া রাজা তিষ্যের নিকট

গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! বহুদিন আমরা বুদ্ধকে দেখি নাই। তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে, প্রণাম করিতে, ইচ্ছা করিলেও এইখানে বিকল্প কোন বস্তু নাই যে, তাঁহার প্রতীকরূপে সেই বস্তুকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।' রাজা বলিলেন, 'হে পূজ্যবর! আপনি পূর্বে কি বলেন নাই যে তথাগত সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়াছেন?' ভিক্ষু বলিলেন, 'হ্যাঁ মহারাজ! তথাগত সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইলেও তাঁহার দেহাবশেষ কিন্তু আজও বিদ্যমান। রাজা বলিলেন, 'হে পূজ্যবর! আপনার কথা আমি বুঝিয়াছি। আপনি ভূমিখণ্ড নির্বাচন করুন। আমি সেই স্থানে ধাতুস্তূপ নির্মাণ করিব। কিন্তু পূতাস্থি পাইব কোথায়?' তখন ভিক্ষু মহেন্দ্র রাজাকে এই বিষয়ে সুমন শ্রমণকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। রাজা এই বিষয়ে সুমন শ্রমণকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। আপনি রাজপথ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া নানা বর্ণের পতাকা, পুষ্প, মালা ও মঙ্গলকলসে সজ্জিত করুন। আপনি ও আপনার অনুচরগণ উপসথ পালন করুন। অতঃপর রাজহস্তিকে বস্ত্র অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া পৃষ্ঠে শ্বেত ছত্র স্থাপন করিয়া, সেই হস্তিতে আরোহণপূর্বক অনুচরগণসহ নানা বাদ্যযন্ত্রের সমবেত সুমধুর সঙ্গীত সহযোগে শোভাযাত্রা করিয়া 'মহানাগকুঞ্জ' উদ্যানে গমন করুন। সেই-স্থানে আপনি অবশ্যই বুদ্ধের পূতাস্থি প্রাপ্ত হইবেন।' রাজা ইহাতে সম্মত হইলে ভিক্ষুগণ মিস্সক পর্বতে ফিরিয়া গেলেন। ॥ ১৫ ॥

পূজ্যবর ভিক্ষু মহেন্দ্র সুমন শ্রমণকে বলিলেন, 'হে শ্রমণ! জম্বু-দ্বীপে গিয়া তুমি ধর্মপ্রাণ রাজা অশোক, তোমার পিতামহকে, আমার এই সংবাদটি দিবে। বলিবে 'আপনার বন্ধু মহারাজ দেবপ্রিয় তিষ্য বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিয়া ধাতুস্তূপ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বলা হয়, বুদ্ধের ব্যবহৃত ভিক্ষাপাত্র আপনার নিকট আছে। উহা আমাকে প্রদান করিবেন কি?'

ভিক্ষু মহেন্দ্র শ্রমণকে আরও বলিলেন, 'সেই পবিত্র বস্তু গ্রহণ করিয়া তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিবে, 'মহারাজ! বুদ্ধের দক্ষিণ দন্ত ও দক্ষিণ অক্ষকাস্থি আপনার নিকট আছে, বলা হয়। আপনি যে কোন একটি পূজার জন্য রাখিয়া অন্যটি প্রদান করুন। আমরা তাম্রপর্ণি

দ্বীপে গেলে আপনি আমাদের বিস্মৃত হইয়াছেন। এই প‍ূতাস্থি প্রদানে আমাদেরকে আর বিস্মৃত হইবেন না।'

শ্রমণ স‍ুমন সম্মত হইয়া চীবর ও ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঋদ্ধিশক্তিতে সহসা আকাশ পথে উড়িয়া গিয়া পাটলিপ‍ুত্র নগরের দ্বারে পদার্পণ করিলেন। তারপর রাজার নিকট গিয়া ভিক্ষ‍ু মহেন্দ্রের সংবাদটি প্রদান করিলেন। রাজা অশোক শ্রমণকে খাদ্য পানীয় দান করিয়া খ‍ুশী মনে ব‍ুদ্ধের ব্যবহৃত ভিক্ষাপাত্রটি স‍ুগন্ধ দ্রব্যে লেপন করিয়া শ্রমণকে প্রদান করিলেন। ॥ ১৬ ॥

শ্রমণ স‍ুমন তারপর দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ তাঁহাকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রমণ দেবরাজকে বলিলেন, 'মহারাজ! আমরা তাম্রপর্ণি দ্বীপে গেলে আপনি আমাদের বিস্মৃত হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন 'না। আমি তোমাদের প্রতি উদাসীন বা বিস্মৃত হই নাই। বল, আমাকে কী করিতে হইবে।' অতঃপর শ্রমণ স‍ুমন দেবরাজ ইন্দ্রকে প‍ূতাস্থি প্রদানের অন‍ুরোধটি করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র সম্মত হইয়া যোজন দৈর্ঘ্য 'মণিপ্রধান' স্ত‍ূপ হইতে কোটা সহ অক্ষকাস্থিটি[১] বাহির করিয়া স‍ুমন শ্রমণকে প্রদান করিলেন। শ্রমণ স‍ুমন উহা গ্রহণ করিয়া ও ব‍ুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র লইয়া মিস্সক পর্বতে ফিরিয়া গেলেন। ॥ ১৭ ॥

অতঃপর ভিক্ষ‍ু মহেন্দ্র অন্যান্য ভিক্ষ‍ু সহ ব‍ুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটি মিস্সক পর্বতে স্থাপন করিয়া ইন্দ্রের প্রদত্ত প‍ূতাস্থি লইয়া সায়াহ্নে 'মহানাগ কুঞ্জ' উদ্যানে গেলেন। রাজা তিষ্যও শ্রমণ স‍ুমনের নির্দেশ মতো শোভাযাত্রা সহকারে স‍ুসজ্জিত রাজহস্তির প‍ৃষ্ঠে বসিয়া সেই সময় উদ্যানে পেঁ‍ৗছিলেন।

ভিক্ষ‍ু মহেন্দ্রের নিকট প‍ূতাস্থির কোটা দেখিয়া রাজা তিষ্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'হে প‍ূজ্যবর! এই প‍ূতাস্থির কোটা আমি এখন

১. গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে দেবরাজ ইন্দ্র ব‍ুদ্ধের দক্ষিণ দন্তটি দ্রোণের মাথার পাগড়ি থেকে তুলে নিয়ে দেবলোকে 'মণিপ্রধান' স্তূপে সেটা স্থাপন করেন। দেবরাজ আর কোন প‍ূতাস্থি পাননি। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে দেবরাজ ব‍ুদ্ধের অক্ষকাস্থিও পেয়েছিলেন এবং সেটাও 'মণিপ্রধান' স্তূপে স্থাপন করেছিলেন। একই স্তূপে দ‍ুই প্রকার প‍ূতাস্থি রাখবার কথাও নয়। খ‍ুব সম্ভবত সবটা তথ্যের ভুল।

কোথায় রাখিব ?' ভিক্ষু মহেন্দ্র উহা রাজাকে রাজহস্তির পৃষ্ঠের সম্মুখ ভাগে রাখিতে নির্দেশ দিলেন।

তখন রাজার মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, কৌটার মধ্যে অবস্থিত বস্তুটি বুদ্ধের পবিত্র পূতাস্থি কি না। তিনি তখন মনস্থ করিলেন যে, উহা যদি বুদ্ধের পূতাস্থি হয়, তবে হস্তিপৃষ্ঠের ছত্রটি সম্ভ্রমে নমিত হইবে, রাজহস্তিও সম্ভ্রমে সামনের পা দুটি ভাঁজ করিয়া হাঁটুতে ভূমি স্পর্শ করিয়া মাথা নমিত করিবে, এবং কৌটাটি শূন্যে উঠিয়া রাজার মস্তকে অবতরণ করিবে।

রাজা এইরূপ মনস্থ করিবা মাত্র তাহাই হইল। হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপিত শ্বেতছত্র নমিত হইল। রাজহস্তি সামনের হাঁটু ভাঙিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া মস্তক নমিত করিল। তারপর পূতাস্থির কৌটাটি শূন্যে উঠিয়া রাজার মস্তকে অবতরণ করিল। রাজা তখন বুঝিলেন কৌটার মধ্যে বুদ্ধের পবিত্র পূতাস্থিই রহিয়াছে। তাঁহার মনের সংশয় দূর হইল।

রাজা পূতাস্থির কৌটাটি ভিক্ষু মহেন্দ্রের নির্দেশে সুসজ্জিত রাজহস্তির পৃষ্ঠের সম্মুখভাগে ছত্রের নীচে স্থাপন করিলেন।

মুহূর্তে রাজহস্তি আনন্দে নিনাদ করিয়া উঠল। আকাশের মেঘ শান্তিবারি বর্ষণ করিল ও পৃথিবী প্রকম্পিত হইল। বোঝা গেল বুদ্ধের পবিত্র পূতাস্থি এইবার প্রতিবেশী রাজ্যে স্থাপিত হইবে। ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধের পবিত্র পূতাস্থি পুষ্পে, মাল্যে, সঙ্গীতে, শ্রদ্ধায় বিশেষ সম্মানে ভূষিত হইবার পর রাজহস্তি উহা বহন করিয়া নগরের পূর্ব তোরণ দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া সারা নগর ঘুরিল। নগরের সকল অধিবাসীগণ পূতাস্থিকে নানা ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিলে, রাজহস্তি নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যে স্থানে এই পূতাস্থির স্তূপ নির্মাণ করা উচিত হইবে, সেই পবিত্রস্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। এই বিশেষ স্থানে একসময় পূর্বের বুদ্ধদের ভিক্ষাপাত্র, কোমর বন্ধনী ও জল ছাকনী সম্বলিত মন্দির সকল ছিল। সেই সকল মন্দির কালের আবর্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, সেই পবিত্রস্থান ঝোপ-ঝাড়ে ও আগাছায় ঢাকিয়া যায়, যাহাতে কেহ নোংরা আবর্জনা ও বিষ্ঠায় সেই স্থান অপবিত্র না করিতে পারে।

রাজার অনুচরগণ রাজহস্তিকে সেই স্থানে দেখিয়া ঝোপ-ঝাড়, আগাছা পরিষ্কার করিয়া জায়গাটি সমতল ও হাতের তালুর ন্যায় পরিচ্ছন্ন

করিলেন। রাজহস্তি সেই ভূমির সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হস্তির পৃষ্ঠ হইতে পূতাস্থির কৌটাটি নামাইতে গেলে রাজহস্তি উহা নামাইতে দিল না। রাজা বিস্ময়ে ভিক্ষু মহেন্দ্রকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! যাহা উর্ধ্বে অবস্থানের যোগ্য উহার নিম্নগতি হইবার নয়। সুতরাং পূতাস্থি রাজহস্তির পৃষ্ঠ হইতে নামানো সমীচীন নয়।' ॥ ১৯ ॥

সেই সময় অভয়-পুষ্করিণী ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল শুকাইয়া গেল। অগণিত নগরবাসীগণ সেই সকল স্থান হইতে তাড়াতাড়ি কাদামাটি আনয়ন করিয়া উক্ত স্থানে স্তূপের ভিত নির্মাণ করিল, যাহা রাজহস্তির পৃষ্ঠের সমান উচ্চ হইল। তারপর স্তূপ নির্মাণের জন্য কাদামাটির ইট নির্মাণ করা হইল। যে কয়দিন স্তূপ নির্মাণের কাজ চলিল, সেই রাজহস্তি সেই কয়দিন সেই স্থানে রহিল। সারাদিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া রাত্রিকালে রাজহস্তি সেই পবিত্র স্থানের চতুর্দিকে পায়চারি করিত। ॥ ২০ ॥

স্তূপের ভিত নির্মিত হইলে রাজা তিষ্য পূজ্যবর ভিক্ষু মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে পূজ্যবর! কীরূপ স্তূপ নির্মাণ করিতে হইবে? ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! স্তূপটি স্তূপাকার চাউল স্বরূপ হইবে।' 'বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া রাজা সম্মত হইয়া সেইরূপ স্তূপ নির্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। তারপর স্তূপটি যখন হাঁটু সমান উচ্চ হইল, রাজা তখন মহা ধূমধাম সহকারে সেই স্থানে ধাতু উৎসব করিলেন। অগণিত জনগণ সেই উৎসব দেখিতে সেই স্থানে সমবেত হইলেন। বিশেষ ভক্তি সহকারে রাজা রাজহস্তির পৃষ্ঠ হইতে পূতাস্থি লইতে গেলে, দশবলধারী বুদ্ধের সেই পূতাস্থি অগণিত জনতার সম্মুখে রাজহস্তির পৃষ্ঠ হইতে শূন্যে উঠিয়া গেল। দশটি তালবৃক্ষ সমান উচ্চে উঠিয়া উহা দুই প্রকার সমরূপ অলৌকিক দৃশ্যের উদ্ভব করিল। সেই উচ্চ স্থানে অবস্থিত পূতাস্থির কৌটা হইতে ছয় রঙের রশ্মি বিকিরণ হইল। তারপর অগ্নি গোলকের ন্যায় উজ্জ্বল আলোর রশ্মি ও শান্তির বারিধারা নামিয়া আসিল। বুদ্ধ একসময় শ্রাবস্তিতে এক সুবাসিত আম্র বৃক্ষের নীচে দাঁড়াইয়া অনুরূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন। কোন দেবতা বা পূজ্যবর কোন ভিক্ষু দ্বারা পূতাস্থির এই অলৌকিক দৃশ্যের উদ্ভব হয় নাই। ইহা কেবল বুদ্ধের মহান শক্তিতেই সম্ভব হইয়াছে।

বলা হয়, বুদ্ধ মনস্থ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূতাস্থি পূর্বতন তিন বুদ্ধের পূতাস্থি সম্বলিত মন্দিরসকল একসময় যেই স্থানে ছিল, সেই স্থানে স্থাপনের দিনে উক্ত অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা হইবে। সেই স্থানটি তাম্রপর্ণি দ্বীপে অনুরাধাপুর নগরের দক্ষিণে অবস্থিত।

'অতএব বুদ্ধ স্বয়ং অচিন্তনীয়, বুদ্ধের গুণ অচিন্তনীয় এবং যাহারা অচিন্তনীয় বুদ্ধে বিশ্বাসী, তাহাদের প্রতিদান প্রাপ্তিও অচিন্তনীয়'। (অপদান)। ॥ ২১ ॥

বুদ্ধের পূতাস্থির অলৌকিক শান্তি-বারিতে সমগ্র তাম্রপর্ণি দ্বীপ সিঞ্চিত হইল। দ্বীপের কোন স্থান বঞ্চিত হইল না।

অতঃপর উক্ত অলৌকিক দৃশ্যের সমাপ্তিতে পূতাস্থি সম্বলিত কৌটাটি শূন্য হইতে নামিয়া রাজার মস্তকের উপর বসিল। উহাতে রাজার জীবন ধন্য হইল। তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সেই পূতাস্থি স্তূপের মধ্যে স্থাপন করিলেন। সেই মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। রাজা তারপর স্তূপটির নির্মাণ সম্পূর্ণ করিলেন।

বুদ্ধের পূতাস্থি স্থাপিত এই স্তূপটি প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজার ভ্রাতাগণ ও রাণীরা দেবতা, নাগ ও যক্ষদের ফাঁকি দিবার জন্য সেই স্থানে প্রত্যেকে একটি করিয়া স্তূপ নির্মাণ করিলেন।

'অতএব পরম বিজয়ী বীর বুদ্ধ সম্পূর্ণ বিলীন হইয়াও তাঁহার দেহের পূতাস্থি দ্বারা অগণিত মানবসকলকে পরম কল্যাণ ও সুখ প্রদান করিয়াছেন। শাস্তা জীবিত থাকিলে আরও কত না মঙ্গল সাধিত হইত!'

॥ ২২ ॥

সাধুজনের চিত্তে আনন্দ ও শান্তি প্রদানের জন্য সংকলিত পূতাস্থির স্তূপের কথা সমাপ্ত হইল।

পূতাস্থির স্তূপের কথা সমাপ্ত

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বোধিবৃক্ষের আগমন কথা

বুদ্ধের পূতাস্থি শ্রদ্ধা সহকারে স্তূপে স্থাপিত হইলে ভিক্ষু মহেন্দ্র 'মহামেঘ কুঞ্জে' গিয়া অবস্থান করিলেন। সেই সময় মহারাণী অনুলা গৃহত্যাগ করিবার ইচ্ছা রাজাকে প্রকাশ করিলেন। রাজা ইহা শুনিয়া ভিক্ষু মহেন্দ্রকে বলিলেন, 'হে পূজ্যবর! রাণী অনুলা গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হইতে আগ্রহী। আপনি তাহাকে দীক্ষা প্রদান করুন।' ভিক্ষু মহেন্দ্র বলিলেন, 'মহারাজ! কোন ভিক্ষুর পক্ষে কোন নারীকে দীক্ষিত করা সম্ভব নয়। আপনি বরং পাটলিপুত্র হইতে আমার ভগিনী, ভিক্ষুণী সংঘমিত্রাকে, তাম্রপর্ণিতে আনিবার ব্যবস্থা করুন। এই দ্বীপে পূর্বতন তিন বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ একসময় প্রোথন করা হইয়াছিল। অতএব বর্তমান বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ ও এই দ্বীপে প্রোথন করা উচিত। সুতরাং আপনি রাজা অশোককে সংবাদ পাঠাইয়া দিন, যেন ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের একটি শাখা সমেত তাম্রপর্ণিতে চলিয়া আসেন।'

রাজা ভিক্ষুর কথায় সম্মত হইয়া মন্ত্রীদের সহিত উক্ত বিষয়ে পরামর্শ করিয়া স্বীয় ভাগিনেয় অরিষ্ঠকে বলিলেন, 'হে প্রিয় ভাগিনেয়! তুমি কি পাটলিপুত্রে গিয়া বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ সহ ভিক্ষুণী সংঘমিত্রাকে এইখানে আনিতে পারিবে?' অরিষ্ঠ বলিল, 'হ্যাঁ, পারিব মহারাজ, যদি আপনি আমাকে গৃহত্যাগ করিবার সম্মতি প্রদান করেন।' রাজা বলিলেন, 'বেশ তাহাই হইবে। ভিক্ষুণীকে এই দ্বীপে আনিয়া পরে গৃহত্যাগ করিও।'

অতঃপর অরিষ্ঠ রাজা তিষ্য ও ভিক্ষু মহেন্দ্রের সংবাদ লইয়া সেইদিনই জম্বুকোলা বন্দরে পৌঁছিলেন ও জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া পাটলিপুত্র নগরে গিয়া ধর্মপ্রাণ রাজা অশোকে ভিক্ষু মহেন্দ্রের সংবাদটি দিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, 'হে মহারাজ! আপনার পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্র বলিয়াছেন যে, আপনার বন্ধু রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের রাণী অনুলা গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হইতে আগ্রহী। তাঁহাকে দীক্ষা প্রদানের জন্য ভিক্ষুণী সংঘমিত্রাকে তাম্রপর্ণ দ্বীপে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে আপনাকে ভিক্ষু মহেন্দ্র অনুরোধ করিয়াছেন। সেই ভিক্ষুণীর সহিত বোধিবৃক্ষের একটি শাখাও পাঠাইতে বলিয়াছেন।'

রাজাকে সংবাদটি দিয়া অরিষ্ট ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'দেবী! আপনার ভ্রাতা ভিক্ষু মহেন্দ্র আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের রাণী অনুলা গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হইতে আগ্রহী। তাঁহাকে ও রাজপরিবারের পাঁচশ কুমারী কন্যা ও পাঁচশ যুবতীদের দীক্ষা দিবার জন্য আপনাকে তাম্রপর্ণি দ্বীপে যাইতে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন।'

ইহা শুনিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রা সহসা রাজা অশোকের নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আমি তাম্রপর্ণি দ্বীপে যাইতে ইচ্ছুক। আপনি যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থাদি করুন।' রাজা অশোক সম্মত হইয়া বলিলেন, 'বেশ, তবে সঙ্গে বোধিবৃক্ষের একটি শাখাও লইয়া যাইও।' এইরূপ বলিয়া রাজা অশোক পাটলিপুত্রের প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া বিরাট সৈন্যবাহিনী (সাত যোজন দৈর্ঘ্য ও তিন যোজন প্রস্থ) ও একজন ভিক্ষুসহ অগ্রসর হইয়া বোধিবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই বৃক্ষকে নানা বর্ণের পতাকা, ফুল, মালা, মণিরত্ন ইত্যাদিতে বেষ্টন করিয়া, বাদ্য সংগীতসহ, নানা প্রকার সুগন্ধী দ্রব্য ছড়াইয়া যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিয়া, দক্ষিণ দিক দিয়া বৃক্ষকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া আট দিশায় মস্তক অবনত করিয়া রাজা করজোড়ে বৃক্ষকে প্রণাম করিলেন।

অতঃপর স্বর্ণপাত্র হস্তে রৌপ্য আসনে দাঁড়াইয়া রাজা অশোক বৃক্ষের একটি ক্ষুদ্র শাখায় লাল সেঁকোবিষ দ্বারা বৃত্ত আঁকিয়া দিয়া মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিলেন, 'যদি এই বোধিবৃক্ষের শাখা তাম্রপর্ণি দ্বীপে যাইতে সম্মত হয় ও যদি বুদ্ধের ধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অটল হয়, তবে এই বৃক্ষের এই ক্ষুদ্র শাখা আমার এই স্বর্ণপাত্রে স্বেচ্ছায় প্রোথিত হইবে।'

রাজা এইরূপ সংকল্প করিবামাত্র লাল বৃত্ত আঁকা স্থান হইতে ক্ষুদ্র শাখাটি চ্যুত হইয়া উহা সুগন্ধ মৃত্তিকা পূর্ণ রাজার হস্তের স্বর্ণপাত্রে আসিয়া প্রোথিত হইল। রাজা মহানন্দে বোধিবৃক্ষের সেই শাখা লইয়া পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিলেন।

মহা ধুমধামে রাজা অশোক বোধিবৃক্ষের শাখার পূজা করিয়া গঙ্গা নদীর উপর দিয়া নৌকা যোগে উহা পাঠাইয়া দিয়া নিজে স্থলপথে বনজঙ্গল পার হইয়া সাতদিন পর তাম্রলিপ্ততে পৌঁছিলেন। পথিমধ্যে দেবতা, নাগ ও মানব সকল সেই বৃক্ষশাখা দেখিয়া বন্দনা করিলেন।

সেই বৃক্ষশাখা জলপথে উক্ত বন্দরে পেঁীছিলে, রাজা অশোক সাতদিন ধরিয়া শাখাটি তথায় রাখিয়া পূজা ও বন্দনা করিলেন।

অতঃপর ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের শাখাটি লইয়া অন্যান্য সকলের সহিত তাম্রলিপ্ত বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজে চড়িলেন। তখন রাজা অশোক করজোড়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন, 'দশবলধারী বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ-শাখা সর্বধাতু সম্পন্ন জ্যোতি বিকিরণ করিয়া আজ সত্যই চলিয়া যাইতেছে।'

রাজা করজোড়ে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বোধিবৃক্ষের শাখা বহন করিয়া জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া গেলে, উহা যতদূর দৃষ্ট হয়, রাজা ততদূর দৃষ্টি রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মহাসমুদ্রে উক্ত জাহাজের চলার পথে, এক যোজনের মধ্যে সকল তরঙ্গ স্তব্ধ হইল। পঞ্চরঙিন পদ্ম সকল চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল। আকাশে-বাতাসে স্বর্গীয় সংগীত ধ্বনিত হইল। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অবস্থান-কারী দেবগণ নানাভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। এই ভাবে বিশেষ সৌজন্য ও সম্ভ্রমের সহিত জাহাজ 'জম্বুকোলা' বন্দরে পেঁীছিল। ॥ ১ ॥

ইতিমধ্যে রাজা তিষ্য জম্বুকোলা বন্দর হইতে অনুরাধাপুর নগরের উত্তর দ্বার অবধি রাজপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সুসজ্জিত করিলেন। বোধিবৃক্ষশাখা লইয়া জাহাজ বন্দরে পেঁীছিবার পূর্বেই রাজা নগরের উত্তর দ্বারে দাঁড়াইলে ভিক্ষু মহেন্দ্র দিব্যদৃষ্টিতে রাজাকে সমুদ্রবক্ষে আগত-প্রায় জাহাজকে দেখাইলেন। রাজা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া (পরে এই স্থানে 'সমুদ্দশালা' আগার স্থাপিত হয়), দূরে সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজটিকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নগরে পেঁীছিবার রাজপথ নানা বর্ণের পতাকায় ও ফুলে সাজাইয়া স্বয়ং বন্দরে গিয়ে জাহাজের প্রতিক্ষায় রইলেন।

জাহাজ বন্দরে পেঁীছিলে নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের সমবেত সংগীতের মধ্যে রাজা পরম শ্রদ্ধায় হাঁটু অবধি জলে অবতরণ করিয়া জাহাজ হইতে বোধিবৃক্ষ-শাখার স্বর্ণপাত্রটি নিজ মস্তকে স্থাপন করিয়া ষোলজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সহ সেই বৃক্ষশাখা লইয়া জল হইতে তীরে উঠিয়া আসিলেন। তীরে পাত্রটি রাখিয়া রাজাসহ তাম্রপর্ণি দ্বীপবাসীগণ তিনদিন ধরিয়া গন্ধে, পুষ্পে, সুমধুর সংগীতে বোধিবৃক্ষশাখার পূজা-অর্চনা করিলেন। চতুর্থ দিনে শোভাযাত্রা সহকারে উহা মহাধুমধামে অনুরাধাপুর

নগরে পৌঁছিল।

চৌদ্দদিন বৃক্ষশাখাটিকে নানাভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া রাজা বৃক্ষশাখা প্রোথিত স্বর্ণপাত্রটি লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে নগরের মধ্য দিয়া গিয়া দক্ষিণ দ্বার দিয়া নগর হইতে বাহির হইলেন। অনুরাধাপুর নগরের দক্ষিণ দ্বার হইতে পাঁচশ হাত দূরে রাজা বোধিবৃক্ষ শাখাটি স্বর্ণপাত্র সহ প্রোথিত করিলেন। বলা হয়, এই বিশেষ স্থানে গৌতম বুদ্ধ একসময় 'নিরুদ্ধসমাপত্তি'র ধ্যানে বসিয়াছিলেন (?) তাঁহার পূর্বতন তিনজন বুদ্ধও সেই স্থানে উক্ত ধ্যানে বসিয়াছিলেন।

যে বিশেষ স্থানে ককুসন্দ বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ—বাবলা গাছ, কোণাগম বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ—যজ্ঞডুমুরের গাছ, এবং কশ্যপ বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ—অশোক গাছ প্রাচীনকালে প্রোথিত ছিল, ঠিক সেই স্থানে গৌতম বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ—অশ্বত্থ গাছ-এর শাখা তিল ক্ষেতের ভূমিতে প্রোথিত করা হইল। 'মহামেঘ কুঞ্জ' উদ্যানের অন্তর্গত এই স্থানটি রাজপ্রাসাদে যাইবার পথেই।

'তাম্রপর্ণি' দ্বীপের অধিবাসীগণের মঙ্গলার্থে ও বুদ্ধের ধর্ম বিস্তারের জন্য মহাবোধিবৃক্ষ 'মহামেঘ কুঞ্জ' উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত হইল।' ॥ ২ ॥

বোধিবৃক্ষের আগমন কথা সমাপ্ত

নবম পরিচ্ছেদ

প্রতিযোজন স্তূপের কথা

রাণী অনুলা রাজপরিবারের পাঁচশ কুমারী কন্যা ও পাঁচশ যুবতীসহ ভিক্ষুণী সংঘমিত্রার নিকট ভিক্ষুণীত্বে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অতি শীঘ্র অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রাজা তিষ্যের ভাগিনা অরিষ্ঠও পাঁচশ যুবকসহ ভিক্ষু মহেন্দ্রের নিকট ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিয়া অতি শীঘ্র অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ('সমন্তপাসাদিকা' গ্রন্থ)। ॥ ১ ॥

অতঃপর একদিন রাজা তিষ্য বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করিয়া ভিক্ষু মহেন্দ্রসহ পুতাস্থির স্তূপের দিকে গমন করিলেন। তখন রাজা কিছু ফুল ভিক্ষু মহেন্দ্রকে দিলেন। সেই ফুল হাতে লইয়া ভিক্ষু মহেন্দ্র রাজার সহিত কিছুদূর গেলে একটি বিশেষ স্থানে ভিক্ষু মহেন্দ্রের হাত হইতে সেই ফুলগুলি ভূমিতে পড়িয়া যায়। ফুলগুলি ভূমি স্পর্শ করিবা মাত্র পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। রাজা তিষ্য ভিক্ষুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! এই স্থানে এক সময় ভিক্ষুসংঘের জন্য একটি বিহার নির্মিত হইবে (পরে এই স্থানে 'লোহাপাসাদ' নামের একটি বিহার স্থাপিত হয়), সেই কারণে পৃথিবী প্রকম্পিত হইল।'

ভিক্ষু মহেন্দ্রের হাত হইতে ফুল ভূমিতে পড়িয়া গেছে দেখিয়া রাজার অনুচরগণ কিছু কিংশুক ফুল আনিয়া ভিক্ষুকে দিলেন। ভিক্ষু সেই ফুল হাতে ধরিয়া রাজার সহিত আরও কিছুদূর গেলে, আর একটি বিশেষ স্থানে ভিক্ষুর হাতের ফুলগুলি পড়িয়া গেল এবং আবার পৃথিবী প্রকম্পিত হইল। রাজা তিষ্য ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষু মহেন্দ্র বলিলেন, 'মহারাজ! এই স্থানে একসময় বুদ্ধের মহাস্তূপ স্থাপিত হইবে। স্থানের মাহাত্ম্যের কারণে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল।' রাজা তিষ্য ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'হে পূজ্যবর! এই মহাস্তূপ আমি নির্মাণ করিব।' ভিক্ষু মহেন্দ্র বাধা দিয়া রাজাকে বলিলেন, 'না মহারাজ! আপনার অন্য কাজ আছে। আপনার প্রপৌত্র রাজা 'দুত্তগামিনী-অভয়' এই মহাস্তূপ নির্মাণ করিবেন।' তখন রাজা তিষ্য বলিলেন, 'হে পূজ্যবর! আমার প্রপৌত্র উহা নির্মাণ করিলে কাজটি আমারই হইল।'

রাজা তখন বারো হাত উচ্চ একটি প্রস্তর স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া সেই স্থানে স্থাপন করিয়া উক্ত স্তম্ভের গায়ে এই কথা খোদাই করিয়া রাখিলেন :

'দুটুগামনী-অভয় নামের রাজা, যিনি রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের প্রপৌত্র এই স্থানে বুদ্ধের স্তূপ স্থাপন করুক।' ॥ ২ ॥

অতঃপর রাজা দেবপ্রিয় তিষ্য মিস্সক পর্বতে রাখা বুদ্ধের ব্যবহৃত ভিক্ষাপাত্রটি সুসজ্জিত রাজহস্তির পৃষ্ঠে করিয়া সজ্জিত রাজপথ ধরিয়া শোভাযাত্রা সহকারে রাজপ্রাসাদসহ অনুরাধাপুর ঘুরাইয়া শ্রদ্ধা সহকারে পূজা অর্চনা করিয়া উক্ত পর্বতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। রাজা মিস্সক পর্বতে বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটি স্থাপন করিয়া উহার উপর বিশাল চৈত্য নির্মাণ করিলেন। সেই কারণে পরে মিস্সক পর্বতকে 'চৈত্য পর্বত' বলা হইল।

রাজা তিষ্য সারা রাজ্যে আরও বহু স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেন। সমস্ত তাম্রপর্ণি দ্বীপে প্রতি যোজন অন্তর একটি করিয়া স্তূপ রাজা স্থাপন করিলেন। চৈত্য পর্বতের স্তূপ নির্মাণের পূর্বে রাজা বুদ্ধের সেই ভিক্ষাপাত্র রাজপ্রাসাদে রাখিয়া পূজাও করেন।

বলা হয়, দেবপ্রিয় রাজা তিষ্য মিস্সক পর্বতে বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রের উপর স্তূপ নির্মাণ করিবার পর, বুদ্ধের স্মৃতিতে তাম্রপর্ণি দ্বীপের প্রতি যোজনে একটি করিয়া স্তূপ নির্মাণ করেন। ॥ ৩ ॥

প্রতি যোজন স্তূপের কথা সমাপ্ত

দশম পরিচ্ছেদ

রাজাদের কথা

অতঃপর রাজা তিষ্য তাঁহার দীর্ঘ চল্লিশ বছরের রাজত্বকালে আরও বহু সৎকর্ম করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা 'উত্তিয়' রাজা হইয়া দশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মুতাশিবের পুত্র 'মহাশিব' রাজা হইয়া দশ বছর রাজত্ব করেন। রাজা মহাশিবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা 'সুরতিষ্য' রাজা হইয়া দশ বছর রাজত্ব করেন।

তারপর দুইজন তামিল (সেন ও গুত্তক—মহাবংশ), যাহাদের পিতা ছিলেন অশ্ববণিক, যিনি নদীপথে দূর দেশ হইতে অশ্ব আনিয়া এই দেশে বিক্রি করিতেন (অসসনাবিক পুত্তা—মহাবংশ), রাজা সুরতিষ্যকে বন্দী করিয়া এক সাথে রাজা হইলেন। তাঁহারা ন্যায়পরায়ণ রাজা হইয়া দীর্ঘ বাইশ বছর রাজত্ব করিলেন। সেই সময় রাজা মুতাশিব-এর আর এক পুত্র 'অশেল', উক্ত রাজাদ্বয়কে বন্দী করিয়া নিজে রাজা হইলেন। তিনি দশ বছর রাজত্ব করেন (চুল বংশ)। অতঃপর চোল রাজ্যের 'ঈলাড়' নামের এক দমিল (দ্রাবিড়) তাম্রপর্ণি দ্বীপে আসিয়া রাজা 'অশেল'কে বন্দী করিয়া নিজে রাজা হইয়া দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। পরে রাজা 'ঈলাড়'কে যুদ্ধে হত্যা করিয়া 'দুট্ঠগামনী-অভয়' রাজা হইলেন। ॥ ১ ॥

রাজাদের কথা সমাপ্ত

একাদশ পরিচ্ছেদ

মহিয়ঙ্গন স্তূপের কথা

বলা হয়, রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের সহোদর ভাই ছিলেন যুবরাজ মহানাগ। মহারাণী নিজের সন্তানকে সিংহাসনে বসাইবার মানসে মহানাগকে গোপনে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করেন। একদিন যুবরাজ মহানাগ যখন 'তরচ্ছন্ন' পুষ্করিণী খননের কাজ পরিদর্শন করিতেছিলেন, তখন মহারাণী তাঁহার জন্য সেইখানে একটি আম পাঠান। সেই আমের মধ্যে বিষ ঢোকানো ছিল। মহারাণীর পুত্রও তখন মহানাগের সহিত ছিলেন। রাণী আম পাঠাইয়াছেন শুনিয়া রাণীর পুত্র সেই আম মহানাগকে না দিয়া নিজে খাইয়া ফেলিলেন। আমে বিষ থাকার কারণে কুমারের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। যুবরাজ মহানাগ ইহা দেখিয়া ও তাঁহার জন্য রাণীর এই বিষযুক্ত আম পাঠাইবার কারণ বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিত হইলেন। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া স্ত্রীসহ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া রোহণ রাজ্যে চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে 'জটগল বিহারে' যুবরাজের স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। মহানাগ পুত্রের নাম রাখিলেন 'তিষ্য'।

অতঃপর যুবরাজ মহানাগ রোহণ রাজ্যের অন্তর্গত 'মহাগাম'-এ অবস্থান করিয়া রোহণ রাজ্য দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তিষ্যও মহাগামে বাস করিয়া রোহণ রাজ্য দেখাশোনা করিতেন। তিষ্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র 'গোটাভয়'ও মহাগামে অবস্থান করিয়া রোহণ রাজ্য দেখাশোনা করিতেন। গোটাভয়-এর পুত্র হইল 'কাকবর্ণ-তিষ্য'। তিনিও 'মহাগাম'-এ অবস্থান করিয়া পিতার মৃত্যুর পর রোহণ রাজ্য দেখাশোনা করিতেন। কাকবর্ণ-তিষ্যের মা ছিলেন কল্যাণীর কন্যা। স্ত্রীর নাম ছিল মহাদেবী। মহাদেবী ভিক্ষু-সঙ্ঘের জন্য বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া ওঁনাকে 'বিহার-মহাদেবী'ও বলা হইত। তিনি একদিন নব নির্মিত বিহারে গিয়া এক মুমূর্ষু বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে সেইখানে শুইয়া থাকিতে দেখিলেন। মহাদেবী সেই অসুস্থ মুমূর্ষু সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা সহকারে সেবা শুশ্রূষা করিলেন। পরে ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহার্ষ! মৃত্যুর পর আপনি

আমার সন্তান রূপে জন্মলাভ করিবেন কি ?' সন্ন্যাসীর প্রথমে ইহাতে আপত্তি ছিল, কিন্তু ইহা বারবার শুনিয়া পরে ভাবিলেন, 'তবে আমি বহুজনের সেবা করিতে পারিব, ধর্মের সেবা করিতে পারিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসী সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর সেই সন্ন্যাসী মৃত্যুর পর দেবলোকে গেলেন। পরে দেবলোক ত্যাগ করিয়া তিনি মহাদেবীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। মহাদেবী তখন সোনার পাল্কিতে চড়িয়া যাইতেছিলেন। এই ঘটনার দশ মাস পর মহাদেবীর পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার নাম রাখা হইল 'গামনী-অভয়'। পরে মহাদেবীর 'তিষ্য' নামে আর একটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল। ॥ ১ ॥

'গামনী-অভয়' ষোল বৎসর বয়সে হস্তি চালনায়, অশ্ব চালনায় ও অসি চালনায় দক্ষ হইলেন। তিনি শৌর্যে, বীর্যে ও শক্তিতে ঊর্ধ্বে উঠিলেন। তাঁহার পিতা কাকবর্ণ-তিষ্য তাঁহার দশজন যোদ্ধাকে পুত্রের সকল সময়ের সহচর করিলেন। এই দশজন যোদ্ধা হইলেন, নন্দীমিত্ত, সুরনিম্মল, মহাসেন, গোট্ঠইমবর, পুস্তাভয়, ভরণ, ভেলুসুমন, খঞ্জদেব, ফুস্যদেব ও লভিষ্যভসব। মহাবংশ গ্রন্থে এই সকল যোদ্ধাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। রাজা এই সকল যোদ্ধাদের সম্মানিত উপাধি সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ॥ ২ ॥

রাজা কাকবর্ণ-তিষ্য রাজ্য সুরক্ষিত রাখিতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তিষ্যকে 'দীঘভাপী'তে রাখিলেন। অতঃপর একদিন জ্যেষ্ঠ পুত্র গামনী সৈন্য পরিদর্শন করিয়া রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! আমি দমিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব।' রাজা পুত্রকে রক্ষা করিতে বলিলেন, 'হে গামনী! মহাগঙ্গার[১] এই পারের রাজ্যই যথেষ্ট।' তবু পুত্র রাজাকে বারবার দমিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইবার কথা বলিলেন। রাজা তিনবার পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও তাঁহাকে ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া, রাজা রাগবশে গামনীকে শিকলে বাঁধিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। এই নির্দেশে পুত্র পিতার উপর রাগ করিয়া 'মলয়' প্রদেশে (শ্রীলঙ্কার মধ্যভাগে অবস্থিত

১. শ্রীলঙ্কার বর্তমান 'মহাওয়েলিগঙ্গা' নদী। এই নদীর অপর পারে দমিলরা দক্ষিণ ভারত থেকে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

পার্বত্য অঞ্চল) চলিয়া গেলেন। এই অবাধ্যতা ও দুরন্তপনার (দুট্ট) জন্য তাঁহার পরে নাম হইল 'দুট্টগামনী-অভয়'। রাজা পুত্রের চলিয়া যাওয়ায় হতাশ হইয়া পুত্রের সহচর সেই দশজন যোদ্ধাকে শপথ করাইলেন যে তাঁহারা যেন পুত্রের যুদ্ধযাত্রায় সামিল না হন। ॥ ৩ ॥

রাজা কাকবর্ণ-তিষ্য তাম্রপর্ণি দ্বীপে চৌষট্টিটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল চৌষট্টি বৎসর জীবিত থাকিয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র তিষ্য পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মহাগাম'-এ আসিলেন এবং পিতার শেষকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া মাতা মহাদেবী ও কুণ্ডল নামক হস্তিকে লইয়া পুনরায় 'দীঘভাপী'তে[১] ফিরিয়া গেলেন। রাজমন্ত্রীগণ এই সংবাদ জ্যেষ্ঠ পুত্র গামনীকে পাঠাইলে, তিনি মহাগামে আসিয়া রাজা হইলেন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্যকে সেই সংবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার মাতা মহাদেবীকে ও কুণ্ডল হস্তিকে পাঠাইয়া দেন। ॥ ৪ ॥

তিনবার সংবাদ পাঠাইয়াও কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্য তাঁহার মাতা মহাদেবীও কুণ্ডল হস্তিকে রাজার নিকট না পাঠাইলে, রাজা আপন ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ভ্রাতা তিষ্যও সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া নামিলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে 'চুলঙ্গনিয়পিট্‌ঠি'তে' ভীষণ যুদ্ধ হইল। গামনীর সহচর যোদ্ধারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন বলিয়া সেই যুদ্ধে সামিল হইলেন না। সেই যুদ্ধে রাজার বহু সৈন্য ধ্বংস হইল। রাজা শেষে পরাজিতও হইলেন।

পরাজয়ের পর রাজা মন্ত্রী ও প্রিয় অশ্ব 'দীঘতুনিক'কে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। তিষ্য রাজার পিছু নিলেন। কিন্তু ভিক্ষুরা অলৌকিক শক্তিবলে দুই ভ্রাতার মধ্যে পর্বতের পাঁচিল সৃষ্টি করিলেন। তিষ্য পর্বত দেখিয়া উহা ভিক্ষুদের কারসাজি বুঝিয়া ফিরিয়া গেলেন ও রাজা তাঁহার প্রিয় মন্ত্রীকে লইয়া অশ্বের পৃষ্ঠে বসিয়া তীব্র বেগে ছুটিতে ছুটিতে কম্পকন্দর নদীর শীর্ণ অববাহিকা 'জলমাল' নদীর তীরে আসিয়া থামিলেন। রাজা তখন খুবই ক্ষুধার্ত। মন্ত্রী তাহা জানিয়া রাজাকে স্বর্ণপাত্রে খাদ্য প্রদান করিলেন।

---

১. বর্তমান শ্রীলঙ্কার পূর্বপ্রদেশের 'কাণ্ডি' শহর।

রাজা পাত্র হাতে লইয়া সময় অনুমান করিয়া[১] ভাবিলেন, 'কোন ভিক্ষুকে খাদ্য না দিয়া নিজে খাদ্য গ্রহণ করিব না।' তিনি পাত্রের খাদ্য চারিভাগে ভাগ করিলেন। এক ভাগ ভিক্ষুর জন্য, আর এক ভাগ মন্ত্রীর জন্য, আর এক ভাগ অশ্বের জন্য ও শেষ ভাগ নিজের জন্য রাখিলেন। সেই সময় কুটুম্বিয়-তিষ্য নামের এক ভিক্ষু পিয়ংগু দ্বীপ হইতে আসিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রীত হইয়া খাদ্যের নিজের ভাগ ও ভিক্ষুর ভাগটি ভিক্ষুর হাতের পাত্রে দিয়া দিলেন। মন্ত্রীও নিজের ভাগটি ভিক্ষুকে দিয়া দিলেন। অশ্ব 'দীঘতুনিক' তাহার নিজের ভাগটি ভিক্ষুকে দিতে ইশারা করিলে, মন্ত্রী উহা বুঝিতে পারিয়া, অশ্বের ভাগটিও তিনি ভিক্ষুর পাত্রে দিলেন। এইভাবে ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্র খাদ্যে পূর্ণ হইল। ভিক্ষু খাদ্যপূর্ণ পাত্র লইয়া চলিয়া গেলেন।

অতঃপর সেই ভিক্ষু খাদ্যের পাত্রটি গোতম নামক ভিক্ষুকে প্রদান করিলেন। ভিক্ষু গোতম সেই পাত্রের খাদ্যে পাঁচশত ভিক্ষুদের খাওয়াইয়া তৃপ্ত করিলেও পাত্র খাদ্যে পূর্ণ রইল।

অতঃপর ভিক্ষুগণ তৃপ্ত হইলে, সেই খাদ্যপূর্ণ পাত্র ভিক্ষু গোতম ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিলেন। পাত্রটি মহাশূন্যে উড়িয়া 'জলমাল' নদীর তীরে অবস্থিত রাজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্ত্রী পাত্রটি লইয়া রাজাকে সেই পাত্রের খাদ্য খাইতে দিলেন। রাজা তৃপ্ত হইলে, মন্ত্রী সেই পাত্রের খাদ্য খাইয়া তৃপ্ত হইলেন এবং পরে অশ্বকে খাওয়াইয়া তৃপ্ত করিলেন।

অতঃপর রাজা পাত্রটি ধুইয়া নিজের কাপড়ে পাত্রটি মুছিয়া উহাকে ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন। পাত্রটি মহাশূন্যে উঠিয়া উড়িয়া গিয়া ভিক্ষুর হাতে গিয়া বসিল।

রাজা অতঃপর মহাগাম-এ ফিরিয়া গেলেন ও পরে ষাট হাজার সৈন্য লইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন। সেই যুদ্ধে তিষ্যের বহু সৈন্য ধ্বংস হইল। তিষ্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া এক বিহারে আশ্রয় লইলেন। রাজা তিষ্যের পিছু নিলেও যখন বুঝিলেন যে তিনি বিহারে আশ্রয় লইয়াছেন, তখন রাজা ফিরিয়া গেলেন।

পরে ভিক্ষুরা ভ্রাতৃদ্বয়কে উভয়ে উভয়ের কাছে ক্ষমা চাওয়াইলেন ও

---

১. দ্বিপ্রহরের পর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহার গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

তাহাদের অহেতুক বিবাদ মিটাইলেন। রাজা তিষ্যকে দীঘভাপীতে ফিরিয়া গিয়া সেই অঞ্চলের চাষ-আবাদ পরিচালনা ও দেখাশোনা করিতে বলিলেন। রাজা উহা ভেরীর শব্দে ঘোষণা করিয়া নিজেও চাষ-আবাদ দেখাশোনা করিলেন।

অতঃপর রাজা উপস্থিত বহু জনগণের সামনে বুদ্ধের পূতাস্থি বন্দনা করিয়া 'তিষ্যারামের' (বিহার) ভিক্ষুদের প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'হে পূজ্যবরগণ! আমি ধর্ম বিস্তার করিতে মহাগঙ্গার (মহাগাম রাজ্যের সীমানায় এই নদী অবস্থিত—মহাবংশ) অপর পারে যাইব। আমার সহিত কিছু ভিক্ষু দিন যাঁহারা আমার এই কাজে সাহায্য করিবেন।' তিষ্যারামের ভিক্ষুসংঘ রাজাকে পাঁচশত ভিক্ষু দিলেন। এই সকল ভিক্ষুসহ কণ্ডুল হস্তির পৃষ্ঠে চড়িয়া, বহু সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, রাজা নিজের রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া রওনা হইলেন।

'মহিয়ঙ্গন'-এ পৌঁছিয়া রাজা দমিলদের[১] সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাস্ত করিয়া সেই দেশে 'কঞ্চুক' স্তূপ নির্মাণ করিলেন।

উক্ত কাহিনীর সহিত আরও একটি স্তূপের কাহিনী যুক্ত করা হইল।

॥ ৫ ॥

বলা হয়, বুদ্ধত্বলাভের নবম মাসে বুদ্ধ এই দ্বীপে আসিয়াছিলেন (?)। তিনি মহাগঙ্গার তীরে অবস্থিত মহানাগ উদ্যানে (তিন যোজন দৈর্ঘ্য ও এক যোজন প্রস্থ) যক্ষদের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শূন্যে সকলের উপরে দাঁড়াইয়া ঝড়, বৃষ্টি, আঁধি ইত্যাদিতে যক্ষদের ভীতি প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। যক্ষরা বুদ্ধের নিকট এই ভীতিপ্রদ দুর্যোগ দূর করিতে প্রার্থনা করিলে, বুদ্ধ প্রথমে তাহাদের নিকট নিজের অবস্থানের স্থান চাইলেন। যক্ষরা বলিলেন, 'হে প্রভু! আমরা সকল তাম্রপর্ণি দ্বীপ আপনাকে অবস্থানের জন্য দিতেছি, আপনি এই ভীতিপ্রদ দুর্যোগ দূর করুন।'

---

১. দমিলরা বা তামিলরা ছিল দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা। তারা সুযোগ পেলেই শ্রীলংকায় গিয়ে সেই দ্বীপের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করতো এবং সেখানে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতো। প্রায় শ্রীলংকার রাজাদের সঙ্গে দমিলদের যুদ্ধ হতো। বলতে গেলে, সেই যুদ্ধ আজও চলেছে।

অতঃপর বুদ্ধ যক্ষদের ভয় দূর করিয়া তাহাদের প্রদত্ত পশমের চাদর মাটিতে বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া 'কসিন' ধ্যানে মগ্ন হইলেন। সেই ধ্যানের দীপ্তিতে চাদরের চারিধারে আগুন জ্বলিল। সেই আগুনের তেজ হইতে নিজেদের বাঁচাইতে যক্ষরা সমুদ্র তীরে গিয়া ভীড় জমাইল। বুদ্ধ তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে সমুদ্রে পাহাড়ের একটি দ্বীপ সৃষ্টি করিলেন (গিরিদ্বীপ—মহাবংশ)। সকল যক্ষদের সেই দ্বীপে পাঠাইয়া বুদ্ধ তাম্রপর্ণি দ্বীপকে পূর্বের মত অবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন। [রামায়ণে বলা হয়েছে শ্রীলংকা রাক্ষসদের দেশ। সেই সূত্র ধরেই এই কাল্পনিক কাহিনী—অনুবাদক]

অতঃপর স্বর্গের দেবতারা বুদ্ধের নিকট আসিলে, সুমনকূট পর্বতে বুদ্ধ তাঁহাদের ধর্মদেশনা করিলেন। অগণিত জীবসকল বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনিয়া তাঁহার ধর্মে ও পঞ্চশীলে শরণ লইলেন।

স্রোতাপত্তি ফলপ্রাপ্ত দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধকে পূজ্য পূতাস্থি প্রদান করিতে প্রার্থনা করিলে করুণাময় বুদ্ধ স্বীয় মস্তক শীর্ষ হইতে এক মুষ্ঠি ঘন কৃষ্ণ চুল[১] তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সেই চুল স্বর্ণপাত্রে রাখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সুমনকুট পর্বতে, বুদ্ধের বসিবার স্থানে, সাত হাত দৈর্ঘ্য, নানা মণিমুক্তা খচিত, একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া বুদ্ধের চুল সম্বলিত স্বর্ণপাত্রটি সেই স্তূপের মধ্যে স্থাপন করিলেন। সেই পবিত্র পূতাস্থির স্তূপ দেব-মনুষ্য দ্বারা পূজিত হইল। ॥ ৬ ॥

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর, ভিক্ষু সরভূ যিনি ছিলেন সারিপুত্তের শিষ্য, শ্মশানের ছাইয়ের গাদায় প্রাপ্ত বুদ্ধের একটি অক্ষকাস্থি[২] সেই একই স্থানে আনিয়া পূর্বের স্তূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া সুবর্ণবর্ণের পাথরে সেই স্তূপটি ঢাকিয়া দিলেন। স্তূপটি তিনি সাত হাত উচ্চও করিলেন। ॥ ৭ ॥

---

১. বুদ্ধের মুণ্ডিত মস্তকে এক মুঠো চুল এলো কোত্থেকে? এটাও তথ্যের ভুল! তাছাড়া, ইতিহাস বলে বুদ্ধ কোনদিন শ্রীলংকায় যাননি। বিষয়টি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

২. এটাও তথ্যের ভুল।

পরে রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের ভ্রাতা 'চুলাভয়' এই চমৎকার স্তূপটি দেখিয়া উহা তিরিশ হাত উচ্চ করিলেন।

অতঃপর রাজা দুট্ঠগামনী—অভয়' মহিয়ঙ্গন-এ আসিয়া, দমিলদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, সেই পূজ্য চমৎকার স্তূপটি আশি হাত উচ্চ করিলেন।

বলা হয়, 'ধার্মিক ব্যক্তিও বিজ্ঞজনের ন্যায় পুণ্যকর্মের অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করিতে পারেন।' ॥ ৮ ॥

মহিয়ঙ্গন স্তূপের কথা সমাপ্ত

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মরিচভত্তি* বিহারের কথা

রাজা 'দুট্ঠগামনী অভয়' সসৈন্যে মহিয়ঙ্গন প্রদেশে আসিয়া দমিলদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দমিল রাজা 'ছত্ত'কে বন্দী করিলেন ও বহু দমিলদের হত্যা করিলেন।

অতঃপর তিনি অম্বটিট্ঠ নগরের দমিলরাজ অম্বকে বন্দী করিলেন। 'অন্তরশোভ' নগরের দমিলরাজ মহাকোট্ট'কে, দোনগাম-এর দমিলরাজ 'গভর'কে, হালকোল-এর দমিলরাজ মহিশ্বরিয়'কে, নালিশোব্ভ-এর দমিলরাজ নালিক'কে দীঘাভয়গল্ল-এর দমিলরাজ দীঘাভয়কে ও কচ্চাতিত্থ-এর দমিলরাজ কিঞ্চিশীশকে বন্দী করিলেন। এই সকল সাত পরাক্রম যোদ্ধাদের রাজা অভয় একই দিনে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিলেন।

পরে এই রাজা 'ভেথ' নগরের দমিলরাজ তাল এবং ভানক'কে, ভেহিট্ট নগরের দমিলরাজ ভেহিট্ট'কে, গামনী নগরের দমিলরাজ গামনী'কে, কুম্ভুগাম নগরের দমিলরাজ কুম্ভুকে, নন্দীগাম নগরের দমিলরাজ নন্দীককে, খানুগাম নগরের দমিলরাজ খানুকে, এবং তম্ব আর উন্নম নগরের রাজা দমিলদের দুই মামা ভাগ্নেকে বন্দী করিলেন।

যুদ্ধ শেষে রাজা অভয় দেখিলেন যে, অজান্তে না চিনিতে পারিয়া, তিনি নিজের সৈন্যদেরও হত্যা করিয়াছেন। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, 'আমার যুদ্ধ রাজ্যজয়ের আনন্দে নয়। আমার যুদ্ধ ধর্ম বিস্তারের কারণে। বুদ্ধের ধর্ম প্রতিষ্ঠার কারণে। এই সত্যে আমি যদি প্রতিষ্ঠিত থাকি, তবে আমার সৈন্যদের দেহের বর্মসকল উজ্জ্বল অগ্নিবর্ণের হউক।' বলা হয়, তাহাই হইয়াছিল। ॥ ১ ॥

মহাগঙ্গার তীরে দমিলদের ধ্বংস করিয়া রাজা অভয় সসৈন্যে ভিজিত নগরের দিকে চলিলেন। সেই সময় রাজার পূর্বের সহচর, সেই দশজন প্রবল যোদ্ধাদের একজন, নন্দীমিত্ত'কে রাজা তাঁহার দিকে আসিতে দেখিলেন। রাজা তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিতে কণ্ডুল হস্তিকে সেই যোদ্ধার দিকে ধাবিত

---

* মরিচ ভক্ষণ।

করিলেন। হস্তি কণ্ডুল সেই দিকে ছুটিয়া গেলে, যোদ্ধা নন্দীমিত্ত তাঁহার দুই হাতে হস্তির দুই দাঁত ধরিয়া প্রবল শক্তিতে হস্তিকে মাটিতে বসাইয়া দিলেন।

অতঃপর রাজা নন্দীমিত্তকে লইয়া ভিজিত নগরে গেলেন ও নগরের দক্ষিণ প্রবেশ দ্বারে দমিলদের সহিত প্রবল যুদ্ধ করিলেন। সেই সময় পূর্বের আর এক সহচর যোদ্ধা ভেলুসুমন নগরের পূর্ব দ্বারে অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া যুদ্ধ করিয়া বহু দমিলদের হত্যা করিলেন। বাকি দমিলরা নগরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। রাজা সেই দ্বারে সৈন্য পাঠাইলেন। যোদ্ধা নন্দীমিত্ত, সুরনিম্মল ও কণ্ডুল হস্তি নগরের দক্ষিণ দ্বারে যুদ্ধে নামিলে, পূর্বের আরও তিনজন সহচর যোদ্ধা, মহাসেন, গোট্‌ঠইম্বর ও পুস্তাভয় নগরের বাকি প্রবেশ দ্বারে সসৈন্যে দমিলদের সহিত যুদ্ধে নামিলেন। ॥ ২ ॥

ভিজিত নগরের চারিদিকে পরিখার বেষ্টনী ছিল। নগরের চারিদিকে ছিল কঠিন পাথরের দেয়াল। প্রবেশদ্বারগুলি ছিল লোহার তৈরী। উহাদের উপরে ছিল নিরীক্ষণের উচ্চ প্রাকার। কণ্ডুল হস্তি শুঁড় দিয়া নিক্ষিপ্ত পাথর, ইট ইত্যাদি সরাইয়া নগরের দক্ষিণ দ্বারের কাছে পেঁীছিলে দমিলরা উচ্চ প্রাকারের উপর হইতে তপ্ত গলিত ধাতুসকল সেই হস্তির উপর ফেলিল। উপর হইতে তাহারা তীর, বর্শা ইত্যাদিও সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কণ্ডুল হস্তি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পরিখার জলে নামিয়া গেল। যোদ্ধা গোট্‌ঠইম্বর সেই স্থানে আসিয়া কণ্ডুল হস্তিকে পরিখার জলে অবগাহন করিতে দেখিয়া, সঠিক কারণ না বুঝিয়া, হস্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'এখন মদমত্তের ন্যায় জলক্রীড়ার সময় নয়। লোহার এই নগর দ্বার এখনি ভাঙিতে হইবে। তুমি তাই কর।' হস্তি ইহা শুনিয়া রাগে বিকট বৃংহণে চারিদিক কাঁপাইয়া জল হইতে উঠিয়া উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। ॥ ৩ ॥

বৈদ্য আসিয়া হস্তির ক্ষতস্থান মুছিয়া ওষুধের প্রলেপ দিলে রাজা উহার পৃষ্ঠে, মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'তোমাকে আমি সিংহলের সর্বপ্রধান যোদ্ধা করিতেছি।' কণ্ডুল হস্তিকে আহারাদি প্রদান করিয়া, ক্ষতস্থান পরিষ্কার কাপড়ে বাঁধিয়া, সারা অঙ্গ সাত ভাজ মহিষ চর্মে ঢাকিয়া, রাজা উহার সারা শরীর সুরক্ষিত করিয়া দিলেন।

অতঃপর বজ্র নিনাদে চারিদিক কম্পিত করিয়া কণ্ডুল হস্তি প্রচণ্ড বেগে

ছুটিয়া গিয়া নগর দ্বারে আঘাত করিল। লোহায় নির্মিত সেই নগরদ্বার দেওয়াল হইতে খসিয়া গিয়া প্রচণ্ড শব্দে ভাঙিয়া পড়িল। দ্বারের উপরের তোরণটিও ভাঙিয়া গেল। হস্তি সেই দ্বার প্রচণ্ড আক্রোশে পদদলিত করিয়া চুরমার করিয়া দিল। ভগ্ন তোরণটি যাহাতে হস্তির পৃষ্ঠে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে যোদ্ধা নন্দীমিত্ত ছুটিয়া আসিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া পড়ন্ত ভগ্ন তোরণটি হস্তির পৃষ্ঠে পড়িতে না দিয়া প্রবল বেগে উহা হাত দিয়া সরাইয়া দিয়া তিনি কণ্ডুল হস্তির ক্ষতস্থানে পুনরায় আঘাত পাইতে দিলেন না। পূর্বে এই যোদ্ধা কণ্ডুল হস্তির দুইটি দন্ত ধরিয়া উহাকে মাটিতে বসাইয়া দিয়াছিলেন। সেই কারণে এই যোদ্ধার প্রতি কণ্ডুল হস্তির মনে যে রাগ জমিয়াছিল তাহা এই ঘটনায় উবিয়া গেল। কণ্ডুল হস্তি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নন্দীমিত্তকে ভগ্ন নগরদ্বার দিয়া প্রথমে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলে, নন্দীমিত্ত উহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'অন্য বীর যোদ্ধার তৈয়ারী পথ ব্যবহার করিয়া আমি নগরে প্রবেশ করিব না।' এই বলিয়া নন্দীমিত্ত আঠারো হাত উচ্চ প্রস্তরের প্রাচীর বেষ্টনী নিজ হস্তে আঘাত করিলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে প্রাচীরের আট হাত দৈর্ঘ্য একটি অংশ ভাঙিয়া পড়িল। নন্দীমিত্ত তখন সহযোদ্ধা সুরনিম্মল-এর দিকে তাকাইলেন। তিনি সেই ভগ্ন প্রাচীর দেখিয়া উহার উপর দিয়া লাফ দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। নন্দীমিত্তও সেই ভগ্ন স্থান দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন অন্য তিনজন যোদ্ধা, গোট্ঠইম্বর, মহাসেন ও পুত্তাভয়, অন্য তিনটি দ্বারের সংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টনী ভগ্ন করিয়া সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন।

নগরে প্রবেশ করিয়া কণ্ডুল হস্তি শুঁড়ে রথচক্র তুলিয়া লইয়া দমিলদের দিকে ধাবিত হইল। নন্দীমিত্ত ভগ্ন শকট তুলিয়া লইয়া, গোট্ঠইম্বর গোটা নারিকেল বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া লইয়া, মহাসেন গোটা তালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া লইয়া, পুত্তাভয় গদা লইয়া ও সুরনিম্মল তরবারি লইয়া দমিলদের প্রতি ধাবিত হইলেন। বিজিত নগরের সকল দমিলদের তাঁহারা ধ্বংস করিলেন।

অতঃপর রাজা অভয় 'গিরিলোকে'র দমিলরাজা গিরিয়কে পরাস্ত করিলেন ও মহেল নগরের দমিলরাজা মহেলকে পরাস্ত করিলেন।

এইভাবে রাজা 'দুট্ঠগামনী-অভয়' চারি মাসের মধ্যে সকল দমিলদের পরাস্ত করিলেন।

অতঃপর রাজা সসৈন্যে অনুরাধাপুরে[১] গিয়া কাশ পর্বতে শিবির স্থাপন করিলেন। সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য তিনি সেইস্থানে একটি পুষ্করিণী[২] খনন করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে 'জল-উৎসব' পালন করিলেন।

দমিলরাজ ঈলাড় রাজা দুট্ঠগামনী-অভয়-এর আগমন বার্তা শুনিয়া মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিন আক্রমণের মনস্থ করিলেন। দুট্ঠগামনী রাজাও নিজ যোদ্ধাদের পরামর্শে তাঁহার বৃহৎ সৈন্যদলকে বত্রিশটি অংশে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি অংশের সম্মুখভাগে একটি রাজার মূর্তি ও ছত্রধারী স্থাপন করিলেন।

পরদিন রাজা ঈলাড় বর্মে সুসজ্জিত হইয়া মহাপর্বত হস্তির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহু সৈন্যসহ রাজাকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। রাজা দুট্ঠগামনী উক্তরূপে তাঁহার সৈন্যদের সাজাইয়া নিজে সৈন্যদের ব্যূহের গভীর কেন্দ্রস্থলে রইলেন।

দমিলরাজ ঈলাড় আক্রমণ শুরু করিলে তাঁহার পরাক্রম বীর যোদ্ধা দীঘজন্তু ঢাল-তরোয়াল হাতে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঠারো হস্ত ঊর্ধ্বে লাফ দিয়া উঠিয়া রাজার মূর্তিসহ সৈন্যদের প্রথম অংশটি ধ্বংস করিলেন। ॥ ৪ ॥

এইভাবে দীঘজন্তু আরও কিছু অংশের সৈন্য ধ্বংস করিয়া ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজার যোদ্ধা সুরনিম্মল রাজা আক্রান্ত হইতেছেন বুঝিয়া দীঘজন্তুকে উদ্দেশ করিয়া কুৎসা করিয়া উঠিলেন। দীঘজন্তু ইহা শুনিয়া ভাবিলেন, 'প্রথমে আমি এই যোদ্ধাকে হত্যা করিব'। এইরূপ ভাবিয়া দীঘজন্তু রাগান্বিত হইয়া সুরনিম্মলকে আঘাত করিতে ঊর্ধ্বে লাফাইয়া উঠিলেন। শূন্য হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া দীঘজন্তু সুরনিম্মলকে ঢাল দিয়া আঘাত করিতে গেলে সুরনিম্মল উহা কৌশলে এড়াইয়া, সেই ঢাল আঘাতে চূর্ণ করিলেন। ঢালশূন্য দীঘজন্তু ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। এই সুযোগে সুরনিম্মল তাঁহাকে তরবারি দিয়া আঘাত করিলেন। সেই মুহূর্তে সহচর যোদ্ধা ফুস্যদেব মেঘগর্জনের ন্যায় শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সেই প্রচণ্ড শব্দে

১. এই নগর ছিল পূর্বে শ্রীলঙ্কার রাজধানী।
২. তিষ্য—পুষ্করিণী।

দমিল সৈন্যগণ পাগল প্রায় হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল। বিপদ বুঝিয়া দমিলরাজ ঈলাড় যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। সেই সময় বহু দমিল সৈন্য হতাহত হইল। কাশ পর্বতের পুষ্করিণীর জল তাহাদের রক্তে লাল হইয়া উঠিল। অতঃপর সেই পুষ্করিণীর নাম হইল 'কুলন্তভাপি' ('কুলের অন্ত' পুষ্করিণী)।

রাজা 'দুট্টগামনী-অভয়' ঘোষণা করিলেন দমিলরাজ ঈলাড়'কে কেবল তিনিই হত্যা করিবেন। এই সংকল্পে তিনি কণ্ডুল হস্তির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দমিলরাজ ঈলাড়-এর পশ্চাদ অনুসরণ করিয়া নগরের দক্ষিণ দ্বারের নিকটে আসিলেন এবং সেই স্থানে দুই রাজার মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। একসময় কণ্ডুল হস্তি তাহার দন্ত দিয়া দমিলরাজার মহাপর্বত হস্তিকে প্রচণ্ড আঘাত করিল, আর সেই সময় রাজা দুট্টগামনী দমিলরাজকে শরাহত করিলেন। মহাপর্বত হস্তি ও উহার আরোহী রাজা ঈলাড় উভয়ে ভূমিতে পড়িয়া গেলন। রাজা ঈলাড় ও তাঁহার হস্তি প্রাণত্যাগ করিল।

এইভাবে ঈলাড়কে পরাস্ত করিয়া রাজা দুট্টগামনী-অভয় সসৈন্যে রাজধানী নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজধানী দখল করিয়া, সিংহলের সকল দমিল রাজাদের বন্দী করিয়া, তিনি সেই দেশের সকল রাজ্যকে এক রাজার অধীনে ঐক্যবন্ধ করিলেন। ॥ ৫ ॥

রাজা অভয় দমিলরাজ ঈলাড়-এর মরদেহ রাজোচিত সম্মানে সংকার করিলেন। উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট একটি গৃহে রাজা ঈলাড়-এর মরদেহ দাহ করিয়া রাজা দুট্টগামনী সেই স্থানে ঈলাড়-এর স্মৃতিতে মন্দির স্থাপন করিলেন এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অদ্যও কোন রাজা সেই স্থানের নিকটস্থ হইলে তাঁহার বাদ্য থামাইয়া রাজা ঈলাড়কে সম্মান প্রদর্শন করেন।

মহারাজ দুট্টগামনী-অভয় বত্রিশজন দ্রমিল রাজাকে হত্যা করিয়া দ্বীপে সংহতি স্থাপন করেন। সকল রাজ্য অতঃপর এক রাজার অধীনে হয়।

রাজা দুট্টগামনী-অভয় যখন ভিজিত নগর দখল করেন, সেই সময় দমিল রাজা ঈলাড় যোদ্ধা দীঘজন্তুর পরামর্শে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পরমবীর যোদ্ধা ভল্লুক'কে শীঘ্র রাজধানী নগরে আসিতে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। সেই পরমবীর যোদ্ধা ভল্লুক ষাট হাজার সৈন্য লইয়া রাজা ঈলাড়-এর মরদেহের সংকারের সাতদিন পর রাজধানী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যদিও তিনি খুল্লতাত রাজা ঈলাড়-এর মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিলেন, তবু কাপুরুষোচিত লজ্জা দূর করিতে তিনি রাজা দুট্ঠগামনীর সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি সেই কারণে মহাতীর্থ নগর হইতে আসিয়া রাজধানী নগরের সন্নিকটে 'কোলমুবহালক' গ্রামে শিবির স্থাপন করিলেন।

রাজা 'দুট্ঠগামনী-অভয়' উহা শুনিয়া স্বয়ং কণ্ডুল হস্তির পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক সসৈন্যে যুদ্ধে চলিলেন। যোদ্ধা ফুস্যদেবও পঞ্চ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া (তরবারি, ধনুক, বর্শা, ঢাল ও কুড়াল) রাজার পিছনে কণ্ডুল হস্তির পৃষ্ঠে বসিয়াছিলেন।

পরমবীর যোদ্ধা ভল্লুকও পঞ্চ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হস্তির পৃষ্ঠে চড়িয়া দুট্ঠগামনী রাজার দিকে অগ্রসর হইলেন। সেই সময় কণ্ডুল হস্তি গতিবেগ কমাইতে ধীরে ধীরে পিছু হটিল। হস্তির সহিত পরিবৃত সৈন্যগণও কিঞ্চিত পিছু হটিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা ফুস্যদেবকে বলিলেন, 'গত অষ্টাবিংশতি যুদ্ধে এই হস্তি কখনও পিছু হটে নাই। কিন্তু এখন এই হস্তি পিছু হটিল কেন? ফুস্যদেব বলিলেন, 'মহারাজ! জয় আমাদেরই। ইহা বুঝিয়া হস্তি পিছু হটিয়াছে। যেই স্থানে জিত হইবে, হস্তি সেই স্থানে স্থির হইবে।'

অতঃপর বীর যোদ্ধা কণ্ডুল হস্তি মহাবিহারের ভূমির অন্তর্গত নগররক্ষক দেবতার মন্দিরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরমবীর যোদ্ধা ভল্লুক ছুটিয়া আসিয়া রাজা দুট্ঠগামনীকে ব্যঙ্গ করিলে রাজা তাঁহার তরবারিতে নিজের মুখ আড়াল করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন। যোদ্ধা ভল্লুক শর নিক্ষেপ করিলে উহা রাজার তরবারিতে আঘাত করিল। ভল্লুক আনন্দে বিকট অট্টহাস্য করিয়া উঠিলে, যোদ্ধা ফুস্যদেব রাজার পিছন হইতে ভল্লুকের মুখগহ্বরে শর নিক্ষেপ করিলেন। যোদ্ধা ভল্লুক শরাঘাতে হাঁটু উঠাইয়া হস্তিপৃষ্ঠ হইতে উল্টাইয়া পড়িতে গেলে, ফুস্যদেব তাঁহার হাঁটুতে শরাঘাত করিয়া হাঁটু নামাইয়া ভল্লুকের মস্তক রাজা দুট্ঠগামনীর দিকে নত করাইলেন।

যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজা দুট্ঠগামনী রাজধানী নগরে ফিরিয়া গিয়া ভূমিতে শর প্রোথিত করিয়া সেই শর প্রমাণ উচ্চ কাহাপনের (বর্তমান টাকা) স্তূপ করিয়া সেই সকল কাহাপন ফুস্যদেবকে উপহার স্বরূপ

প্রদান করিলেন। ॥ ৬ ॥

সমগ্র সিংহলের রাজা হইয়া দুট্ঠগামনী-অভয় বিভিন্ন দুরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির প্রধান করিয়া তাঁহার সহচর যোদ্ধাদের সেই সকল রাজ্যগুলির দেখাশোনার ভার দিলেন। যোদ্ধা পুস্সাভয় কিন্তু কোন রাজ্যের প্রধান হইতে চাইলেন না। রাজা তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'মহারাজ! আরও যুদ্ধ এখনো বাকি আছে।' রাজা বলিলেন, 'আর যুদ্ধ কোথায়? সকল রাজ্য এখন একই রাজার অধীনে আসিয়াছে।' তিনি বলিলেন, 'মহারাজ! দুঃখ উৎপাদক বিদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে আমার এই যুদ্ধ।' রাজা তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করিলেও যোদ্ধা পুস্সাভয় রাজার অনুরোধ বিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতঃপর রাজার অনুমতি লইয়া তিনি ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিলেন ও পরে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন রাজা রাজপ্রাসাদের ছাদে রাজাসনে বসিয়া অতীতের গৌরবময় যুদ্ধজয়ে বহু সৈন্য হতাহতের কথা স্মরণ করিলে, তাঁহার মন ভারাক্রান্ত হইল। তিনি তখন ভাবিলেন, 'এই সকল কর্ম আমার স্বর্গে যাইবার পথে বাধাস্বরূপ হইবে।' তখন পিয়ংগু দ্বীপের অর্হতগণ রাজার এইরূপ ভাবনার কথা অবগত হইয়া তাঁহাদের আটজন অর্হত ভিক্ষুদের রাজাকে সান্ত্বনা দিতে পাঠাইলেন।

উক্ত অর্হতগণ রাজপ্রাসাদের ছাদে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদের নত মস্তকে প্রণাম-অভিবাদন করিয়া আসনে বসিতে দিয়া তাঁহাদের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্হতগণ রাজাকে তাঁহাদের আসিবার কারণ ব্যক্ত করিয়া রাজাকে বলিলেন যে, রাজার অতীতের কর্ম-সকল স্বর্গের পথে প্রতিবন্ধক হইবে না। রাজাকে অর্হতগণ উহা বুঝাইয়া বলিলে, রাজা তাঁহাদের কথায় সান্ত্বনা লাভ করিয়া নতমস্তকে তাঁহাদের প্রণাম করিলেন। অর্হতগণ অতঃপর প্রস্থান করিলে রাজা ভাবিলেন, 'আমার মাতা-পিতার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে ভিক্ষুদের দান না দিয়া আমি কখনও আহার গ্রহণ করিব না। আমি কি 'এই প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করিয়াছি?' রাজা তখন চিন্তা করিয়া স্মরণ করিলেন যে, এই প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া তিনি একবার একটি গোলমরিচের দানা সকালে মুখে দিয়াছিলেন। ভিক্ষুদের দান না দিয়া এই আহারের প্রায়শ্চিত্ত

তাঁহাকে করিতেই হইবে।

রাজ অভিষেকের সাতদিন পর উৎসব সমাপ্ত হইলে, রাজ-পরিষদ সহ রাজা তিষ্য-পুষ্করিণীতে 'জল-উৎসব' উদ্‌যাপন করিতে গেলে, রাজ্যের প্রজাগণ সেই স্থানে গিয়া রাজাকে বহু উপহার প্রদান করিল। পুষ্করিণীর পার্শ্ববর্তী স্থানে পরে 'মরিচভত্তি বিহার' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

॥ ৭ ॥

উক্ত স্থানে রাজবর্শা প্রোথিত করিয়া রাজা রাজঅন্তঃপুরের নারীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সারাদিন উৎসবে মাতিয়া, সায়াহ্নে রাজপ্রাসাদে ফিরিবার মানসে সেই স্থান হইতে রাজবর্শা তুলিয়া লইতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও রাজার অনুচরগণ সেই বর্শা ভূমি হইতে তুলিতে পারিল না। এই ঘটনায়, বিস্ময়ে রাজার অনুচরগণ সেই স্থানকে ফুল, মালা ও সুগন্ধ দ্রব্য দিয়া পূজা করিলেন। রাজা ইহা দেখিয়া আনন্দ চিত্তে সেই স্থানটি ঘিরিয়া দিয়া নগরে ফিরিয়া গেলেন। পরে সেই স্থানটি ঘিরিয়া রাজা একটি মন্দির ও বিহার নির্মাণ করিলেন। সেই বিহার সংলগ্ন স্থানে ভিক্ষুদের সমাবেশের জন্য একটি বৃহৎ কক্ষও নির্মাণ করিলেন, যাহার থাম স্থাপিত হইয়াছিল পার্শ্বস্থ তিষ্য-পুষ্করিণীতে।

অতঃপর সেই স্থানে উপস্থিত শত সহস্র ভিক্ষু ও নব্বই হাজার ভিক্ষুণীর সমাবেশে রাজা নতমস্তকে সকলকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'হে মহার্ঘগণ! আমি ভুলবশতঃ একদিন ভিক্ষুদের দান না দিয়া গোলমরিচের একটি দানা ভক্ষণ করিয়াছিলাম। সেই কর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি এই 'মরিচভত্তি-বিহার' মন্দিরসহ স্থাপন করিলাম। রাজা জল ঢালিয়া ভিক্ষুসংঘকে উহা দানস্বরূপ প্রদান করিলেন। রাজা অভয় সাতদিন ধরিয়া বহু ভিক্ষুদের নানারূপ প্রয়োজনীয় বস্তুসকল দান করিলেন। সেই সকল দানসামগ্রীর মূল্য অনুমান শত সহস্র কাহাপন।

রাজা দুট্ঠগামনী—অভয় যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, ত্রিরত্নে বিশ্বস্ত চিত্তে শাস্তার অনুশাসনের গৌরব বৃদ্ধির জন্য, মন্দির, বিহার, সভাকক্ষ ইত্যাদি স্থাপন করিয়া এবং ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দান সামগ্রী প্রদান করিয়া যাহা ব্যয় করিলেন তাহা অনুমানে প্রায় উনিশ কোটি কাহাপন হইবে।

অতএব, বিজ্ঞজন আসক্তি ক্ষয় করিয়া অস্থায়ী, মূল্যহীন, অনিত্য, সম্পদসকল পরিত্যাগ করিয়া, পরম শান্তি ও সুখের জন্য সৎকর্ম করিয়া সর্বদা যাহা অপরিহার্য তাহা অর্জন করিবে। ॥ ৮ ॥

মরিচভট্টি বিহারের কথা সমাপ্ত

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্তূপের উপাদান প্রাপ্তির কথা

অতঃপর রাজার মনে উদয় হইল যে, পূর্বে ভিক্ষু মহেন্দ্র, তাঁহার পূর্ব পুরুষ রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, একসময় রাজা দুট্‌ঠগামনী-অভয় একটি বৃহৎ স্তূপ নির্মাণ করিবেন। সেই স্তূপ হইবে একশ কুড়ি হাত উচ্চ ও সোনার মালায় মোড়া। সেই রাজা ভিক্ষুদের জন্য একটি আবাসও স্থাপন করিবেন যাহা হইবে নয়তলা উচ্চ লোহার প্রাসাদ (লোহপাসাদ)। এইরূপ ভাবনা মনে উদয় হইলে রাজা অভয় চারদিকে চোখ বুলাইলে প্রাসাদের একটি সিন্ধুকে একটি স্বর্ণফলক তিনি দেখিতে পাইলেন। সেই স্বর্ণফলকে লিখিত আছে, 'ভবিষ্যতে একশ চল্লিশ বৎসর পরে, রাজা কাকবর্ণ-তিষ্যের পুত্র রাজা দুট্‌ঠগামনী-অভয় এইসব করিবেন।'

ইহা দেখিয়া রাজা আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, তবে নিশ্চয়ই ভিক্ষু মহেন্দ্র আমাকে পূর্বেই চিনিয়াছেন। ॥ ১ ॥

পরদিন প্রত্যূষে রাজা মহামেঘ কুঞ্জে গিয়া সেই স্থানে অবস্থানরত ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন 'হে মহার্ঘগণ! আমি স্বর্গীয় সুষমা মণ্ডিত প্রাসাদোপম উচ্চ আবাস বা বিহার নির্মাণ করিতে ইচ্ছুক। আপনারা দেবলোক হইতে সেইরূপ একটি নক্‌সা কাপড়ে অঙ্কিত করিয়া আমাকে আনিয়া দিন।' ভিক্ষুসংঘ সম্মত হইয়া আটজন অর্হত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুদের দেবলোকে পাঠাইলেন। সেই ভিক্ষুগণ দেবলোকে গিয়া বত্রিশটি দেবতার আবাস বার যোজন দৈর্ঘ্য ও আটচল্লিশ যোজন পরিধি যুক্ত একটি রত্নখচিত প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। সেই প্রাসাদের ছিল হাজার চূড়া, এবং নয়তলা উচ্চ। উহার কক্ষ সংখ্যা ছিল এক হাজার। প্রাসাদটি শূন্যে ভাসমান। বিরণ নামক এক দেবতার কন্যার পুণ্যের ফলে সেই প্রাসাদ সৃষ্টি হইয়াছে। ভিক্ষুগণ সেই প্রাসাদের নকশা সিঁদুর দিয়া সুতির কাপড়ে অংকন করিয়া উহা মহামেঘ কুঞ্জের ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করিলেন। ভিক্ষুসংঘ সেই নকশা রাজাকে পাঠাইলেন। রাজা নকশা দেখিয়া প্রীত হইলেন ও সেইরূপ নকশার লোহপ্রাসাদ নির্মাণ করিলেন।

উক্ত কাজের জন্য রাজা বিনা পারিশ্রমিকে কোন শ্রমিককে কাজ করাইলেন না। রাজা ইহা ভেরীর শব্দে ঘোষণাও করিলেন।

সেই প্রাসাদের চারিটি প্রবেশ দ্বারের প্রতিটি দ্বারে রাজা আশী হাজার স্বর্ণ মুদ্রা রাখিলেন। প্রথমে শ্রমিকদের উহা বিতরণ করিয়া রাজা কাজ শুরু করিলেন। পরে তিনি প্রতিটি প্রবেশ দ্বারে বহু হাজার জালা ভর্তি গুড়, তেল, চিনি, মধু এবং হাজার বাণ্ডিল পরিচ্ছদ রাখিয়া শ্রমিকদের পারিশ্রমিক হিসাবে উহা প্রদান করিলেন।

প্রাসাদটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে হাজার হাত, উচ্চতাও তাহাই। নয়তলা উচ্চ প্রাসাদটির প্রতিতলার চূড়া ছিল একশত। চূড়াগুলি ছিল রূপার পাতে মোড়া ও তাহাতে ছিল সারি সারি সোনার ঘণ্টা। চূড়াগুলির শীর্ষ ছিল নানা মণিমুক্তা বসানো। প্রাসাদের হাজার কক্ষে ছিল অসংখ্য জানালা। প্রতিটি কক্ষ ছিল মণিমুক্তা খচিত।

রাজা পূর্বে ভেস্‌সভনের রথের কথা শুনিয়াছিলেন। মহিলারা সেই রথ ব্যবহার করিতেন। রাজা প্রাসাদটির মাঝখানে সেইরূপ রথের ন্যায় একটি রত্নখচিত শিবির নির্মাণ করিলেন। সেই শিবিরের প্রতিটি স্তম্ভে সিংহ, বাঘ, ইত্যাদি নানা জীবজন্তুর মূর্তি নির্মাণ করাইলেন। উহাতে দেব-দেবীর মূর্তিও ছিল। সেই শিবিরের মধ্যস্থলে ছিল সপ্তরত্নখচিত হস্তিদন্তের সিংহাসন। উহা স্থাপিত ছিল স্বচ্ছ পাথরের বেদিতে। সিংহাসনের পিছনে ছিল সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল স্বর্ণচক্র। সিংহাসনের উপরে ছিল রূপার ছত্র, নানারূপ ঘণ্টা ঝুলানো। সিংহাসনের বেদিতে ছিল আটটি পবিত্র চিহ্নসকল।

জাতকের নানা কাহিনী, সূর্য, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র, নানা লতাপাতা, ফুল ইত্যাদি অঙ্কিত ছিল প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষের দেওয়ালে। প্রতিটি কক্ষে ছিল মূল্যবান পালঙ্ক এবং কেদারা। ভিক্ষুদের জন্য মূল্যবান বিছানা, আসন, পশমের চাদর, কম্বল ইত্যাদি দেওয়া ছিল প্রাসাদের সকল কক্ষে।

ভিক্ষুদের মুখ ধুইবার পাত্র ও হাতা ছিল সোনায় তৈয়ারী। প্রাসাদের চারিদ্বারে ছিল চারিটি সুন্দর তোরণ। প্রাসাদের দেওয়ালের গাঁথুনী ছিল তামার ও লোহার ইটের। সেই কারণে উহাকে লোহপ্রাসাদ বলা হইত।

সেই প্রাসাদ নির্মাণ সমাপ্ত হইলে উহা দেবলোকের সেই স্বর্গীয় প্রাসাদের ন্যায় হইল।

অতঃপর রাজা ভিক্ষুসংঘকে সেই প্রাসাদটি দান করিলেন, ঠিক যেমন তিনি মরিচভত্তি বিহার দান করিয়াছিলেন।

ভিক্ষুগণ নিজেদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা ভিত্তিতে সেই প্রাসাদের বিভিন্ন তলায় অবস্থান করিলেন। প্রথমতলায় সাধারণ ভিক্ষুগণ রহিলেন। দ্বিতলে ত্রিপিটক বিশারদরা রহিলেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমতলে যথাক্রমে স্রোতাপত্তি, সকিদাগামী ও অনাগামী প্রাপ্ত ভিক্ষুগণ রহিলেন। আর অর্হত ভিক্ষুগণ প্রাসাদের সর্ব উচ্চ তলায় রহিলেন।

রাজা উপস্থিত ভিক্ষুসংঘকে, জল ঢালিয়া, প্রাসাদটি দান স্বরূপ প্রদান করিলেন। তারপর সাতদিন ধরিয়া বহু ভিক্ষুদের তিনি নানারূপ প্রয়োজনীয় বস্তু দান করিলেন। এই সকল দানসামগ্রীর মূল্য বাদ দিয়া শুধু মাত্র প্রাসাদ নির্মাণ করিতে রাজার তিরিশ কোটি কাঁহাপন খরচ হইল।

যে অপার্থিব সম্পদ মৃত্যুর পরও মানুষের অনুগামী হয়, বিজ্ঞজন উহা প্রাপ্তির জন্য সঞ্চিত পার্থিব অনন্যগামী ধনসকল দান করেন। ॥ ২ ॥

অতঃপর একদিন রাজা বোধিবৃক্ষকে পূজা করিয়া যখন অনুরাধাপুর নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন এক স্থানে একটি শিলাস্তম্ভ ভূমি ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তিনি দেখিতে পাইলেন। উহা দেখিয়া অতীতের ভিক্ষু মহেন্দ্রের উচ্চারিত ভবিষ্যৎ বাণীটি রাজার স্মরণ হইল। ভিক্ষু মহেন্দ্র মহাস্তূপ নির্মাণের কথা বলিয়াছিলেন।

প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া, আহারাদিশেষে রাজা রাজাসনে শরীর এলাইয়া দিয়া ভাবিলেন, 'দমিলদের জয় করিতে গিয়া স্বদেশবাসীরাও বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছে। কিন্তু এখন জনগণকে কষ্ট না দিয়া, সুবিচার ও ন্যায়-পরায়ণতার সহিত, আমি মহাস্তূপ নির্মাণের যথার্থ ইট নির্মাণ করিব কী করিয়া? এই চিন্তা করিবামাত্র দেবলোকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দেবরাজ ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে প্রিয় মিত্র! মহারাজ দুট্ঠগামনী—অভয় মহাস্তূপের ইট নির্মাণের কথা চিন্তা করিতেছেন। অনুরাধাপুর নগরের এক যোজন উত্তরে গম্ভীরা নদীর তীরে আপনি সেই ইটসকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ফিরিয়া আসুন।' বিশ্বকর্মা দেবরাজ ইন্দ্রের কথা মতো তাহাই করিলেন। ॥ ৩ ॥

পরদিন এক ব্যাধ তাহার কুকুরকে সঙ্গে লইয়া শিকারে বাহির হইয়া নানাস্থান ঘুরিয়া সেই স্থানে আসিলে এবং সেই স্তূপাকার ইটসকল লক্ষ্য না করিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, স্বর্গের এক দেবতা গোসাপের দেহ ধারণ করিয়া ব্যাধের সামনে উপস্থিত হইলেন। ব্যাধ ও তাহার কুকুর গোসাপকে মারিতে উহার পিছু ধাওয়া করিলে, গোসাপ ছুটিয়া গিয়া সেই ইটের স্তুপের দিকে যাইয়া অদৃশ্য হইলেন। ব্যাধ এইবার ইটসকল দেখিতে পাইল। ব্যাধ তখন ভাবিল, 'আমাদের রাজা মহাস্তূপ নির্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সেই স্তূপ নির্মাণের কিছু সামগ্রী আমি এইখানে রহিয়াছে দেখিতেছি।' মহা আনন্দে পরদিন প্রত্যুষে ব্যাধ সেই সংবাদটি রাজাকে প্রদান করিল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া খুশী হইয়া ভাবিলেন, 'আমি সেই ইটসকল দেখিতে যাইব।'

কিন্তু ঠিক সেই সময় কিছু ব্যক্তি আরও একটি সুসংবাদ রাজাকে প্রদান করিলেন। নগরের উত্তর-পূর্ব কোণে. তিন যোজন দূরে, আচারভিত্তি গ্রামে, যোল একর[১] জমির উপর সোনার বহু পিণ্ড উঠিয়াছে। রাত্রির তিন যাম ধরিয়া বৃষ্টির ফলে ভূমির উপরিভাগ ধুইয়া গেলে, এই স্বর্ণপিণ্ডগুলি মাটি ভেদ করিয়া উঠিয়া সারা জমি ছাইয়া রহিয়াছে। কিছু কিছু স্বর্ণপিণ্ড এক বিঘত দৈর্ঘ্য। আবার কিছু স্বর্ণপিণ্ড আট আঙুল প্রমাণ। প্রত্যূষে গ্রামবাসীরা এই সকল স্বর্ণপিণ্ড ভূমিতে ছড়াইয়া রহিয়াছে দেখিয়া ভাবিলেন 'রাজোচিত ধন এই জমিতে উৎপন্ন হইয়াছে।' কতিপয় স্বর্ণপিণ্ড পাত্রে লইয়া ও জমিটিতে পাহারার ব্যবস্থা করিয়া গ্রামবাসীরা রাজার নিকট আসিয়া সংবাদটি প্রদান করিলেন এবং পাত্রের স্বর্ণপিণ্ডগুলি রাজাকে দেখাইলেন। রাজা তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন ও স্থানটি সুরক্ষিত রাখিতে তাঁহাদের নির্দেশ দিলেন।

সেই সময় রাজার নিকট আরও একটি সংবাদ আসিল। অনুরাধাপুর নগরের পূর্ব দিকে, মহাগঙ্গার ওপারে, সাত যোজন দূরে অবস্থিত 'তমবপিট্টি' গ্রামে তামারপিণ্ড ভূমি হইতে উঠিয়া আসিয়াছে।

১. মূল গ্রন্থে বলা হয়েছে 'ষোল করিশ ভূমি'। 'করিশ' হচ্ছে প্রায় এক একর। (**Ancient coins and Measures of cylon—Rhys Davids**).

গ্রামবাসীরা উহার কিছুটা কাটিয়া পাত্রে লইয়া রাজার নিকট আসিয়া সংবাদটি প্রদান করিয়া উহা দেখাইলেন। রাজা তাঁহাদের ও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন ও স্থানটি সুরক্ষিত রাখিতে তাঁহাদের নির্দেশ দিলেন।

আরও একটি সংবাদ সেই সময় রাজার নিকট পেঁীছিল। নগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, চার যোজন দূরে অবস্থিত সুমনভাপী গ্রামে বহু রত্ন ভূমি হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। সেই রত্নের মধ্যে বহু চুনি ও নীলকান্ত মণিও রহিয়াছে। গ্রামবাসীরা উহার কিছুটা পাত্রে লইয়া রাজার নিকট আসিয়া সংবাদটি রাজাকে প্রদান করিয়া রত্নসকল রাজাকে দেখাইলেন। রাজা তাঁহাদেরও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া স্থানটি সুরক্ষিত রাখিতে তাঁহাদের নির্দেশ দিলেন।

আরও একটি সংবাদ রাজার নিকট পেঁীছিল। নগরের দক্ষিণ দিকে আট যোজন দূরে অবস্থিত অম্বট্ঠকোল গ্রামে লোহারপিণ্ড ভূমি হইতে উঠিয়া আসিয়াছে।

সেই সময় নগরের এক বণিক তেঁতুল, আদা ইত্যাদি আনয়ন করিতে শকটসহ 'মহালয়ে' যাইতেছিলেন। পথি মধ্যে একটি পাহাড়ের নীচে থামিয়া শকট হইতে পশু খুলিয়া দিয়া, ছড়ির খোঁজে পাহাড়ে উঠিয়া একটি বাতাবি লেবুর গাছ দেখিতে পাইলেন। সেই গাছের সরু একটি শাখায় জলের কলসীর ন্যায় প্রকাণ্ড একটি বাতাবি লেবু ধরিয়াছে। সেই লেবুর ভারে শাখাটি নুইয়া পড়িয়াছে এবং লেবুটি একটি শিলাখণ্ডের উপর অবস্থিত রহিয়াছে। বণিক লেবুটি ধরিয়া দেখিয়া বুঝিলেন উহা পক্ক ফল। ইহা বুঝিয়া বণিক ফলের বোঁটাটি শাখা হইতে ছেদন করিলে শাখাটি ভারমুক্ত হইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া গেল।

অতঃপর বণিক ভাবিলেন, 'এই ফলের উত্তম অংশটি দানস্বরূপ প্রদান করিয়া পরে বাকি অংশটি আমি গ্রহণ করিব।' এইরূপ চিন্তা করিতেই চারিজন অর্হত ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হাতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া বণিক প্রীত হইলেন। তিনি নত শিরে তাঁহাদের পদবন্দনা করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন ও ছুরি দিয়া ফলটি ছেদন করিয়া উপরের খোসাটি ছাড়াইয়া ভিতরের ফলটি বাহির করিলেন।

ফলের চারদিক হইতে রস নির্গত হইতে দেখিয়া বণিক সেই রস পাত্রে ধরিলেন। 'মনোশিলা'[১] হ্রদের জলের ন্যায় স্বর্ণবর্ণের সেই রস বণিক নিজ পাত্র হইতে ভিক্ষুদের ভিক্ষাপাত্রে ঢালিয়া দিলেন। ভিক্ষুগণ সেই রসপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র লইয়া উর্ধ্বে উঠিয়া শূন্যে উড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তখন বণিক সেই ফল লইয়া আহারে বসিলে, আরও চারিজন অর্হত ভিক্ষু তাঁহার সামনে ভিক্ষাপাত্র হাতে উপস্থিত হইলেন। বণিক তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্র ফলের স্বর্ণবর্ণের শাঁসে পূর্ণ করিয়া দিলেন। এই চারিজন ভিক্ষুদের মধ্যে তিনজন ভিক্ষু পূর্ণ ভিক্ষাপাত্র লইয়া শূন্যে উঠিয়া চলিয়া গেলে, বাকি একজন ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হাতে পাহাড়ের নীচে নামিয়া গিয়া আহার করিতে বসিলেন। বণিক এইবার ফলের বাকি শাঁসের কিছুটা আহার করিয়া, শেষ অংশটুকু পুটুলিতে বাঁধিয়া রাখিলেন।

অতঃপর বণিক পুটলি কাঁধে পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া সেই ভিক্ষুকে আহারান্তে উপবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহাকে পানের জন্য ও ভিক্ষাপাত্র মুছিবার জন্য জল ও পাতা আনিয়া দিলেন। অতঃপর ভিক্ষু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বণিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'হে উপাসক! আপনি এই পথ ধরিয়া চলুন।' বণিক নতশিরে ভিক্ষুকে প্রণাম করিয়া শকটে পশু বাঁধিয়া ভিক্ষুর প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চলিলেন। (সেই ভিক্ষু পথটি শকট চলার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন)।

বণিক সেই পথ ধরিয়া গিয়া একটি গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শকট হইতে নামিয়া সেই গুহা-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া বণিক পুঞ্জীভূত রূপার স্তূপ সেইখানে দেখিতে পাইলেন। উহার কিছু টুকরা ছুরি দিয়া কাটিয়া লইয়া বণিক উহা যথার্থই রূপা বুঝিতে পারিয়া সেই টুকরা লইয়া শকটে ফিরিয়া আসিলেন এবং শকটসহ শীঘ্র রাজধানী নগর অনুরাধাপুর অভিমুখে চলিলেন। নগরের বাহিরে এক পুষ্করিণীর পাড়ে কচি ঘাসাচ্ছন্ন স্থানে শকট রাখিয়া, শকট হইতে ভারবাহি পশুকে খুলিয়া সেই স্থানে বিচরণ করিতে দিয়া দ্রুতপদে বণিক নগরে প্রবেশ করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজাকে রূপার টুকরাটি দেখাইয়া বণিক

১. এটি একটি প্রাচীন পাহাড়। এর উল্লেখ আছে 'কুম্ভকার জাতকে'এ। কিন্তু এখানে এটিকে হ্রদ বলা হয়েছে।

সেই গুহার সংবাদটি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। রাজা বণিককেও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর আরও একটি সংবাদ প্রজাগণ রাজাকে প্রদান করিলেন। নগরের পশ্চিম দিকে, পাঁচ যোজন দূরে অবস্থিত উরবেল পর্বতের সানুদেশের সমুদ্র সৈকতে হরীতকীর আয়তন বিশিষ্ট পলা ও মুক্তা সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। অনুমানে উহা আট শকটপূর্ণ পরিমাণ হইবে। সমুদ্রের ধীবরগণ উহা দেখিয়া ভাবিল 'রাজোচিত ধন সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিয়াছে।' ধীবরগণ সেই সকল মূল্যবান ধন একত্রিত করিয়া রাখিয়া, সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, উহার কয়েকটা পাত্রে করিয়া রাজাকে দেখাইয়া তাঁহাকে সংবাদটি দিল। রাজা এই সকল ধীবরদেরও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

আবার আরও একটি সংবাদ প্রজাগণ রাজার নিকট পেঁছাইয়া দিলেন। নগরের উত্তর-পূর্ব কোণে, সাতযোজন দূরে অবস্থিত 'পেলিভাপী' গ্রামে একটি পুষ্করিণীর পাড়ে আগাছার গহ্বরে চারিটি বৃহৎ আকারের রত্ন পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। আকারে প্রতিটি রত্ন ছিল পেষণী প্রস্তরের ন্যায় চারি আঙুল প্রমাণ দৈর্ঘ্য। উহাদের বর্ণ ছিল হালকা হলুদ অতসি পুষ্পের ন্যায়। 'মত্ত' নামক এক ব্যাধ কুকুরসহ শিকারে বাহির হইয়া নানা-স্থান ঘুরিয়া উক্ত স্থানে আসিলে সেই রত্নগুলি সে দেখিতে পায়। উহা দেখিয়া ব্যাধ ভাবিল 'এই ধন রাজার উপযোগী।'

ব্যাধ রত্নগুলি বালি দিয়া ঢাকিয়া রাজার নিকট গিয়া সংবাদটি প্রদান করিল। রাজা সেই ব্যাধকেও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

রাজা বুঝিলেন, দেবতাদের অপার মহিমায় উক্ত উপাদানসকল স্তূপের জন্যই একই দিনে উদয় হইয়াছে। যেই স্থানে ইটসকল উদয় হইয়াছিল ও যেই স্থানে রূপার উদয় হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের নাম সেই বস্তুর নামেই রাখা হইল (ইট্ঠকাপিট্টি ও রজতপিট্টি)। ॥ ৪ ॥

স্তূপের উপাদান প্রাপ্তির কথা সমাপ্ত

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

স্তূপ প্রারম্ভের কথা

রাজা স্তূপ নির্মাণের সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া ভাঁড়ার ঘরে জমা রাখিলেন। পরে বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ দিনে স্তূপের ভিতের ভূমি নির্মাণ শুরু করিলেন।

প্রথমে শত রতন[১] গভীর করিয়া জমি খনন করা হয়। উহার চারিদিকে শক্ত প্রাচীর দিয়া ধুলা, বালি, মাটি পরিষ্কার করা হয়। সেই সমতল ভূমির উপর পাথরের টুকরা বিছানো হইল। উহার উপর পলিমাটি ঢালা হইল। তারপর হস্তির সাহায্যে উহা দুরমুশ করা হইল। সুরধ্বনি মহাগঙ্গা যেই স্থানে পাহাড় হইতে সমতলে নামিয়া ঝর্ণা সৃষ্টি করিয়া ত্রিশ যোজন অবধি ভূমি সিক্ত করিয়াছে, যে স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধান জন্মায়, সেই ভূমির নরম পলিমাটি মসৃণ ননীর ন্যায়। অর্হত প্রাপ্ত ভিক্ষুগণ সেই পলিমাটি আনিয়া দিয়াছেন। সেই পলিমাটি ভিতের ভূমির পাথরের টুকরার উপর ঢালা হইয়াছিল। দুরমুশ করিয়া উহার উপর ইট বিছানো হইল। উহার উপর চুণমাটির প্রলেপ পড়িল। তার উপর লোহার জাল বিছানো হইল। তারপর বালি ঢালা হইল। হিমবন্তের নদীতে ভেসে আসা পাথর গুড়ানো বালি অর্হত প্রাপ্ত ভিক্ষুগণ আনিয়া দিয়াছিলেন। উহাই ঢালা হইয়াছিল ভিতরে ভূমিতে। পাহাড়ী অঞ্চলের বৃক্ষের ধুনা মিষ্ট জলে নরম করিয়া ঢালা হইল সেই ভূমিতে। উহার উপর তামার পাত বিছাইয়া দেওয়া হইল। সেই পাত ছিল আট আঙুল পুরু। উহার উপর সেঁকো বিষ মিশ্রিত তিল তেল ঢালা হইল। তারপর সাত আঙুল পুরু রূপার পাত উহার উপর বিছাইয়া দেওয়া হইল। রাজা এইভাবে ভিতের ভূমি নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করিলেন।

আষাঢ় পূর্ণিমার দিনে রাজা ভিক্ষুসংঘকে আমন্ত্রণ জানাইয়া বলিলেন, আমি 'আগামীকাল উত্তর-আষাঢ় পূর্ণিমায় মহাস্তূপের ভিত প্রতিষ্ঠা করিব।' নগরে ভেরী বাজাইয়া রাজা এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া সকল

১. দুই বিঘতে এক 'রতন' হয় ('বিভঙ্গ অট্ঠকথা—বুদ্ধঘোষ)

নগরবাসীকে উক্ত দিনে প‍ূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া স্তূপ নির্মাণের স্থলে আসিতে আহ্বান করিলেন। ॥ ১ ॥

রাজা তাঁহার মন্ত্রীদ্বয়, সিরিদেব ও বিশাখকে, স্তূপ নির্মাণের স্থলটি সাজাইবার দায়িত্ব দিলেন। তাঁহারা সেই স্থলের চারিদিকে নানা বর্ণের ফুল ও খই ছড়াইয়া কলাগাছের তোরণ করিয়া মঙ্গলকলস স্থাপন করিলেন। নানা বর্ণের পতাকা সেই স্থলের চারিদিকে ঝ‍ুলানো হইল। মন্ত্রীদ্বয় এইভাবে স্থানটি সাজাইয়া দিলেন।

রাজা সারা নগর সাজাইবার ও ব্যবস্থা করিলেন। স্ত‍ূপ নির্মাণের স্থলে যাইবার রাস্তাটিও স‍ুসজ্জিত করিলেন। তিনি দীন দরিদ্রদের জন্য পরদিন প্রাতে নগরে প্রবেশের চারিটি দ্বারের বাহিরে চুল ও দাড়ি ছাঁটিতে নাপিত রাখিলেন, পোষাক পরিচ্ছদ স‍ুন্দর ছাঁদে পরাইতে লোকের ব্যবস্থা করিলেন, এবং ফুল, মালা, স‍ুগন্ধির ব্যবস্থা রাখিলেন। নগর-পরিচালকদের মাধ্যমে রাজা ঘোষণা করিলেন যে, নগরবাসীরা ইচ্ছা করিলে নগরদ্বারের বাহিরে চুল দাড়ি ছাঁটিয়া. স্নান করিয়া, ফুল মালা ও স‍ুগন্ধের সহিত উত্তম পোষাকে স‍ুসজ্জিত হইতে পারিবেন। এইভাবে স‍ুন্দর ছাঁদে সকল নগরবাসীরা স্তূপ নির্মাণের স্থলে নৈবেদ্য লইয়া উপস্থিত হইবেন। রাজা সকল দীন দরিদ্র নগরবাসীদের জন্য খাদ্য পানীয়েরও ব্যবস্থা করিলেন।

পরাদন রাজা স্বয়ং ও মন্ত্রীরা স‍ুন্দর বস্ত্র অলংকারে স‍ুসজ্জিত হইয়া রাজ অন্তঃপ‍ুরের অপর‍ূপ অপ্সরীদের ন্যায় স‍ুন্দরী নর্তকীদের দ্বারা পরিব‍ৃত হইয়া চাল্লশ হাজার স‍ুসজ্জিত মান‍ুষের শোভাযাত্রা সহকারে বাহির হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেন অসংখ্য দেবতাসহ বাহির হইয়াছেন। নানা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতের সহিত রাজার এই অপর‍ূপ শোভাযাত্রা রাজপ্রাসাদ হইতে স্তূপ নির্মাণের স্থানে চলিল।

এক হাজার আট শকটপ‍ূর্ণ নতুন কাপড়ের বাণ্ডিল উক্ত স্থানের চারিদিকে রাখা হইয়াছিল। সেই পরিমাণ তেল, মধ‍ু, চিনি, ঘি ইত্যাদিও শ্রমিকদের জন্য রাখা হইল।

নানা দেশ হইতে দলে দলে ভিক্ষ‍ুরা আসিয়াছিলেন। ভিক্ষ‍ু ইন্দগ‍ুপ্ত আশী হাজার ভিক্ষ‍ুসহ রাজগ‍ৃহ হইতে আসিলেন। ভিক্ষ‍ু ধম্মসেন বারো

হাজার ভিক্ষুসহ ঋষিপত্তন হইতে আসিলেন। ভিক্ষু পিয়দর্শী ষাট হাজার ভিক্ষুসহ শ্রাবন্তী হইতে আসিলেন। ভিক্ষু বুদ্ধরক্ষিত আঠারো হাজার ভিক্ষুসহ বৈশালী হইতে আসিলেন। ভিক্ষু ধম্মরক্ষিত চল্লিশ হাজার ভিক্ষুসহ দক্ষিণগিরি হইতে আসিলেন। ভিক্ষু সঙ্ঘরক্ষিত ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসহ কৌশম্বি হইতে আসিলেন। ভিক্ষু মিত্তিন্ন একশ ষাট হাজার ভিক্ষুসহ পাটলিপুত্র হইতে আসিলেন। ভিক্ষু অত্তিন্ন দুইশত আশী হাজার ভিক্ষুসহ গান্ধার হইতে আসিলেন। ভিক্ষু মহাদেব চারিশত ষাট হাজার ভিক্ষুসহ পল্লব দেশ হইতে আসিলেন। ভিক্ষু ধম্মগিরি ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসহ যবন রাজ্য অলসন্দ হইতে আসিলেন। ভিক্ষু উত্তর আশী হাজার ভিক্ষুসহ বিঞ্‌ঝবন হইতে আসিলেন। ভিক্ষু চিত্তগুপ্ত ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসহ বোধিমণ্ড বিহার হইতে আসিলেন। ভিক্ষু চন্দগুপ্ত আশী হাজার ভিক্ষুসহ 'বনবাসীভোগ' হইতে আসিলেন। ভিক্ষু সুরিয়গুপ্ত ছিয়ানব্বই হাজার ভিক্ষুসহ 'কৈলাস' বিহার হইতে আসিলেন। সকল ভিক্ষুগণ আকাশ পথে উড়িয়া আসিলেন।

উক্ত ভিক্ষুগণ ব্যতীত তাম্রপর্ণি দ্বীপের সকল ভিক্ষুরাও চারিদিক হইতে আসিলেন।

উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে কেবল অর্হত প্রাপ্ত ভিক্ষু ছিলেন ছিয়ানব্বই কোটি (মহাবংশ)। ॥ ২ ॥

গৌরিক বর্ণের প্রবালের প্রাচীরের ন্যায় ভিক্ষুগণ স্তুপভূমির চারিদিকে দাঁড়াইলেন। পূর্ব দিকে অর্হত ভিক্ষু বুদ্ধরক্ষিত পাঁচশত অর্হত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুসহ দাঁড়াইলেন। সেইরূপ দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে যথাক্রমে অর্হত ভিক্ষু ধম্মরক্ষিত, সঙ্ঘরক্ষিত ও আনন্দ দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সকলের সহিত পাঁচশত অর্হত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুও ছিলেন। অর্হত ভিক্ষু পিয়দর্শী বহু সংখ্যক অর্হত ভিক্ষুসহ উত্তর-পূর্ব দিকে দাঁড়াইলেন। রাজা এইরূপে স্তূপ ভূমির চারিপাশে অর্হত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুদের অবস্থান মনস্থ করিলে, ভিক্ষুগণ সেইরূপেই দাঁড়াইয়াছিলেন।

ভিক্ষু সিদ্ধথ্ এগারজন ভিক্ষুসহ যথা, মঙ্গল, সুমন, পদুম, সিবলি, চন্দগুপ্ত, সুরিয়গুপ্ত, ইন্দগুপ্ত, সাগর, চিত্তসেন, জয়সেন ও অচল পূর্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন। উহাদের সামনে পূর্ণঘটও রহিল। রাজা এই সকল ভিক্ষুদের ফুল, মালা ও সুগন্ধি দিয়া অর্চনা করিলেন ও দক্ষিণ দিক

দিয়া সকলকে প্রদক্ষিণও করিলেন।

অতঃপর রাজা শুদ্ধ পিতৃ-মাতৃকুল সম্ভূত এক মন্ত্রীকে স্বর্ণস্তম্ভে বাঁধা রূপার একটি দণ্ড ধারণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া একটি প্রকাণ্ড বৃত্ত ভূমিতে আঁকিতে বলিলেন। উহাই হইবে ভাবি স্তূপের পরিধি। ভিক্ষু সিদ্ধথ ভাবিলেন, 'এইরূপ পরিধির প্রকাণ্ড স্তূপ নির্মাণ করিতে বহু সময় লাগিবে। তার মধ্যে রাজার মৃত্যুও হইতে পারে। তবে স্তূপটি অসম্পূর্ণ থাকিবে। তাহা ছাড়া, এইরূপ প্রকাণ্ড স্তূপের জীর্ণ সংস্কারও দুরূহ।'

সেই সময় ভিক্ষুগণ বলিয়া উঠিলেন, 'মহারাজ! এই কাজ কোন প্রবীণ ভিক্ষুরই করা উচিত।' রাজা ভিক্ষুদের কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে! তবে স্তূপটির পরিধি কী হইবে আপনারা বলুন।' তখন এক প্রবীণ ভিক্ষু রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! আমি স্থানটি প্রদক্ষিণ করিব। যেই পথ দিয়ে আমি চলিব উহাই হইবে এই স্তূপের পরিধি।' এই বলিয়া সেই ভিক্ষু স্তূপের স্থানটি প্রদক্ষিণ করিলেন এবং রাজা তাঁহার পথ ধরিয়া ভূমির চারিদিকটা চিহ্নিত করিলেন। এইভাবে ভাবি স্তূপের পরিধি ঠিক করা হইল।

অতঃপর রাজা সেই প্রবীণ ভিক্ষুর পরিচয় জানিতে চাহিলে ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ আমি নন্দীসেন ও সুমনাদেবীর পুত্র সুপ্পতিট্ঠিত। আমি ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়াছি।' রাজা ইহা শুনিয়া খুবই প্রীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ব্রহ্মলোকের দেবতা যখন আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন অবশ্যই এই স্তূপ সুসম্পন্ন হইবে।' রাজা মধ্যস্থলে আট কলস সোনা ও আট কলস রূপা রাখিলেন। সম্পূর্ণ পরিধিতে এক হাজার আটটি সেইরূপ পূর্ণ কলস রাখিয়া স্থানটি সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দিলেন। এই সকল সোনা ও রূপা রাজা নিজের তরফ হইতে স্তূপ নির্মাণের ব্যয় হিসাবে প্রদান করিলেন। ॥ ৪ ॥

রাজা ভিতের জন্য প্রস্তুত করা ভূমিতে আটটি সোনার পিণ্ড বিছাইয়া দিলেন। উহার উপর এক'শ আটটি রূপার পিণ্ড বিছাইয়া দেওয়া হইল। ভিক্ষু সুপ্পতিট্ঠিত একটি সোনার পিণ্ড উহার উপর রাখিলেন। অন্য সাতজন প্রবীণ ভিক্ষুগণ সাতটি সোনার পিণ্ড ভিতের ভূমিতে রাখিলেন। ভিক্ষু মিত্ত সুগন্ধী নরম পলিমাটি সোনার পিণ্ডের উপর বিছাইয়া

দিলেন। ভিক্ষু জয়সেন জল ঢালিয়া পলিমাটি সমান করিলেন। ভিক্ষু সুমন ভিতে জুঁই ফুল ছড়াইয়া দিলেন।

অতঃপর ভিক্ষু সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ইট সেই ভিতের উপর স্থাপন করিলেন। অন্য সাতজন প্রবীণ ভিক্ষুরাও সাতটি ইট ভিতের উপর স্থাপন করিলেন। সেই সময় পৃথিবী প্রকম্পিত হইল। সমুদ্রের জল প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। এইভাবে মহাস্তূপের ভিত স্থাপিত হইল। উপস্থিত নগরবাসীগণ সেই ভিতের উপর ফুল, সুগন্ধী ছড়াইয়া অর্চনা করিলেন।

॥ ৫ ॥

রাজা চারিদিকে বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান সকল ভিক্ষুদের ফুল, সুগন্ধী দিয়া অর্চনা করিলেন। ভিক্ষু বুদ্ধরক্ষিত, ধম্মরক্ষিত, সংঘরক্ষিত, আনন্দ ও পিয়দর্শীর সামনে রাজা উপস্থিত হইয়া প্রত্যেককে সষ্টাঙ্গে প্রণতি করিলেন। রাজা তাঁহাদের পরিচয় জানিয়া প্রীত হইলেন।

অতঃপর রাজা একপাশে দাঁড়াইলে, উক্ত অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি প্রবীণ, তিনি উপস্থিত রাজা, মন্ত্রী, পারিষদ, রাজ অন্তঃপুরবাসী ও নগরবাসীদের ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ শুনিয়া চল্লিশ হাজার ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলপ্রাপ্ত হইলেন; এক হাজার ব্যক্তি সকিদাগামী ফলপ্রাপ্ত হইলেন; এক হাজার ব্যক্তি অনাগামী ফলপ্রাপ্ত হইলেন ও চল্লিশ হাজার ব্যক্তি অর্হত্ব ফলপ্রাপ্ত হইলেন।

ইহা ব্যতীত উপস্থিত সাধারণ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যে আঠারো হাজার ভিক্ষু ও চৌদ্দ হাজার ভিক্ষুণী অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন। ॥ ৬ ॥

স্তূপ প্রারম্ভের কথা সমাপ্ত

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মহাস্তূপ ও গর্ভগৃহ নির্মাণের কথা

অতঃপর রাজা উপস্থিত ভিক্ষুসংঘকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাইয়া অনুরোধ করিলেন যে, যতদিন স্তূপ নির্মাণ সম্পূর্ণ না হয়, ততদিন তাঁহারা যেন এই স্থানে অবস্থান করিয়া রাজার প্রদত্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন। উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের অর্ধেক কেবল সাতদিন অবধি অবস্থান করিতে সম্মত হইলেও বাকি অর্ধেক ভিক্ষুগণ সম্মত না হইয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা এই অর্ধেক ভিক্ষুসংঘের জন্য আঠারো স্থানে আঠারোটি তাঁবু বসাইলেন (স্তূপের ভূমির চারিধারে), এবং সাতদিন ধরিয়া রাজা এই সকল ভিক্ষুদের ভিক্ষান্ন ও বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী দান করিলেন। ইহার পর ভিক্ষুগণ চলিয়া গেলেন।

রাজা ভিক্ষুদের দান দিবার পর নগরে ভেরী বাজাইয়া স্তূপ নির্মাণের জন্য রাজমিস্ত্রি আহ্বান করিলেন। সেই আহ্বানে পাঁচশ রাজমিস্ত্রি হাজির হইল। একজন রাজমিস্ত্রি রাজাকে দেখিয়া ভাবিল, 'এই রাজাকে সহজে মানাইয়া আমি কাজটি পাইব।' রাজা সেই রাজমিস্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি স্তূপ কী প্রকারে নির্মাণ করিবেন?' রাজমিস্ত্রি বলিল, 'মহারাজ! একশত কর্মী দিয়া, প্রতিদিন এক শকটপূর্ণ বালি ঢালিয়া, আমি কাজটি সম্পন্ন করিব।' রাজা ইহা শুনিয়া ভাবিলেন, 'তবে স্থানটি কেবল বালিতেই পূর্ণ হইবে। আর উহার উপর ঘাস ও উদ্ভিদ জন্মিবে।' আর একজন রাজমিস্ত্রি বলিল, 'মহারাজ! একশত কর্মী দিয়া আমি প্রতিদিন এক ভার বালি ঢালিয়া কাজটি সম্পন্ন করিব।' আর একজন বলিল, 'মহারাজ! আমি প্রতিদিন পাঁচ অম্মন[১] বালি ঢালিয়া কাজটি সম্পন্ন করিব।' আর একজন বলিল 'আমি প্রতিদিন দুই অম্মন বালি ঢালিয়া কাজটি করিব।' রাজা বুঝিলেন, এই সকল রাজমিস্ত্রি স্তূপ নির্মাণ করিতে পারিবে না। রাজা হতাশ হইয়া সকলকে বিদায় দিলেন।

---

১. প্রাচীন মাপ। পাঁচ আড়িতে এক 'অম্মন' হয়।

সেই সময় এক রাজমিস্ত্রি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আমি ইটের দক্ষ কারিগর। বালি এবং ইট সূক্ষ্ম ভাবে গুঁড়া করিয়া উহা ছাকুনী দ্বারা ছাকিয়া লইয়া, চুনের সহিত মিশাইয়া সেই মিশ্রণের সাহায্যে ইটের পর ইট গাঁথিয়া আমি কাজটি করিব। এই কাজের জন্য আমার একশ জন মজুর লাগিবে ও প্রতিদিন এক অম্মন বালি লাগিবে।

রাজা ইহা শুনিয়া বুঝিলেন, লোকটি অবশ্যই দক্ষ রাজমিস্ত্রি এবং কাজটি যথেষ্ট মজবুত হইবে। স্তূপটি বহুদিন টিকিবে।

রাজা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিন্তু স্তূপের নক্সা কীরূপ হইবে?'

(সেই মুহূর্তে বিশ্বকর্মা রাজমিস্ত্রির শরীরে প্রবেশ করিলেন।)[১] রাজমিস্ত্রি রাজার মুখে স্তূপের নক্সার কথা শুনিয়া একটি জলপূর্ণ পাত্র আনিয়া, সেই পাত্র হইতে হাতে করিয়া কিছুটা জল তুলিয়া লইয়া, উহার একটি ফোঁটা উপর হইতে পাত্রের শান্ত জলে ফেলিলেন। সেই জলের ফোঁটা পাত্রের জলে পড়িয়া উপর দিকে লাফাইয়া উঠল এবং উহার চারিদিকে মৃদু ঢেউয়ের গোলাকার বৃত্ত সৃষ্টি করিল। সেই গোলাকার বৃত্ত ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পাত্রের গায়ে লাগিয়া মিলাইয়া গেল।

রাজাকে জলের গোলাকার বৃত্ত ও উহার মধ্যস্থলে ফোঁটার লাফাইয়া ওঠা দেখাইয়া রাজমিস্ত্রি বলিলেন, 'মহারাজ! স্তূপ নির্মাণে ইহাই আমার নকসা হইবে।'

রাজা নকসা দেখিয়া সম্মত হইয়া বলিলেন, 'বেশ, তবে তাহাই হউক।'

রাজা খুশী হইয়া রাজমিস্ত্রিকে উপহার স্বরূপ একটি স্বর্ণালঙ্কার[২] যাহার মূল্য কয়েক হাজার কাঁহাপন, একটি পাদুকা, এবং বারো হাজার কাঁহাপন প্রদান করিলেন। এই সকল উপহার ব্যতীত রাজা তাঁহাকে চাষের জমিসহ উপযুক্ত স্থানে একটি বাসস্থানও দিলেন। ॥ ১ ॥

অতঃপর রাজা রাত্রে চিন্তা করিলেন যে, গম্ভীরা নদীর তীরে রক্ষিত ইট

---

১. এইসব কাল্পনিক বুজরুকিতে তৎকালীন মানুষদের গৌরবময় কীর্তিকে খাটো করা হয়েছে।

২. মূল গ্রন্থে এটাকে বলা হয়েছে 'পুনক', অর্থাৎ সোনার হাঁসুলি।

কাহাকেও কষ্ট না দিয়া অনুরাধাপুর নগরে তিনি আনিবেন কী করিয়া ? রাজার এই দুশ্চিন্তা দেবতাগণ জানিলে তাঁহারা রাতের মধ্যে একদিনের কাজের মতো ইট সেই স্থান হইতে আনিয়া স্তূপের স্থানে রাখিয়া দিলেন। পরদিন প্রত্যুষে নগরবাসীগণ স্তূপের নিকটে ইটের পাঁজা দেখিয়া রাজাকে উহা জানাইলেন। রাজা খুশী মনে রাজমিস্ত্রিকে সেই সকল ইট কাজে লাগাইতে বলিলেন। এইভাবে দেবতাগণ প্রতিদিনের কাজের ইট স্তূপের স্থানে রাখিয়া দিতেন। স্তূপ নির্মাণ শেষ না হওয়া অবধি এইভাবে দেবতারা সাহায্য করিলেন। প্রতিদিন কাজের শেষে কোন বালি, ধূলা ইত্যাদিও সেই স্থানে ছড়াইয়া থাকিত না। দেবতারা রাতে জায়গাটি পরিষ্কার করিয়া দিতেন। ॥ ২ ॥

স্তূপ নির্মাণের কর্মীরা চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। রাজা পারিশ্রমিক হিসাবে প্রতি দলকে ষোল হাজার কাহাপন ও পোষাক-পরিচ্ছদ, তেল, মধু, চিনি, পঞ্চপ্রকার ওষুধ, চাল, রন্ধন সামগ্রী, ব্যঞ্জন, পান-সুপারী, আট প্রকার পানীয় ও পঞ্চপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি প্রদান করিলেন। রাজা স্থির করিলেন যে যিনিই এই স্তূপ নির্মাণের কাজে লাগিবেন, তিনি গৃহীই হউক বা সন্ন্যাসীই হউক, তিনি স্বেচ্ছায় সে কাজ করিবেন এবং উহা বিনা পারিশ্রমিকে হইবে না। ॥ ৩ ॥

একদিন এক সন্ন্যাসী এক হাতে একটি মালা ও অপর হাতে পলিমাটির একটি ঢেলা লইয়া স্তূপ নির্মাণের স্থানে আসিয়া পলিমাটির ঢেলাটি রাজমিস্ত্রিকে স্তূপের কাজের জন্য প্রদান করিলেন। রাজমিস্ত্রি ঢেলাটি দেখিয়া বুঝিলেন উহা সঠিক পলিমাটি নয়। এই সংবাদ পাইয়া রাজা ছুটিয়া আসিয়া রাজমিস্ত্রির নিকট ঘটনাটি জানিলেন। 'সন্ন্যাসী কোথা হইতে আসিয়াছিলেন ?' রাজা জানিতে চাইলে রাজমিস্ত্রি বলিলেন, 'মহারাজ ! তিনি এই দেশেরই বাসিন্দা।' রাজা একজন সৈনিককে সেই স্থলে মোতায়েন করিলেন এবং রাজমিস্ত্রিকে বলিলেন যে, সন্ন্যাসী আবার আসিলে তাঁহাকে যেন সে সৈনিককে দেখাইয়া দেয়। পরদিন সেই সন্ন্যাসী আবার সেই স্থানে আসিলেন এবং রাজমিস্ত্রি সৈনিককে দেখাইয়া দিলেন। সৈনিক সেই সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিয়া রাজাকে সেই সংবাদটি দিলেন। রাজা তখন তিন গামলা ভর্তি জুঁই ফুল ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যসকল বোধিবৃক্ষের নিকটে সেই সন্ন্যাসীর জন্য রাখিয়া দিতে সৈনিককে নির্দেশ

দিলেন। সৈনিক তাহাই করিলেন।

অতঃপর সেই সন্ন্যাসী বোধিবৃক্ষের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া উক্ত ফুল ও সুগন্ধি দ্রব্যসকল দেখিতে পাইলেন। উপস্থিত সৈনিক সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া জানাইলেন যে এই সকল বস্তু পূজার জন্য রাজা সন্ন্যাসীকে প্রদান করিয়াছেন। স্তূপ নির্মাণে প্রদত্ত সন্ন্যাসীর পলিমাটির ঢেলার মূল্য স্বরূপই রাজা ইহা প্রদান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী দুঃখিত হইয়া বলিলেন 'এই সকল দানসামগ্রী দিয়া আমার প্রদত্ত পলিমাটির মূল্যায়ন সম্ভব নয়।' সৈনিক উক্ত সন্ন্যাসীকে সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থান করিলেন। ॥ ৪ ॥

সেই সময় কোট্টিভাল প্রদেশের পিয়ংগল্ল বিহারে এক প্রবীণ ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন রাজমিস্ত্রির জ্ঞাতি। একদিন সেই ভিক্ষু আসিয়া রাজমিস্ত্রিকে নিজের পরিচয় দিয়া স্তূপে ব্যবহৃত ইটের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ জানিয়া লইলেন। সেই ভিক্ষু পরে সেই আকারের একটি ইট নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া কাঁধের ঝোলায় করিয়া আনিয়া সেই স্তূপে ব্যবহারের জন্য রাজমিস্ত্রিকে দিলেন। রাজমিস্ত্রি সেই ইট গ্রহণ করিলে ভিক্ষু খুবই প্রীত হইলেন। সংবাদটি রাজার কাছে পেঁীছিল। রাজা ছুটিয়া আসিয়া রাজমিস্ত্রিকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, রাজমিস্ত্রি বলিলেন, 'মহারাজ! ভিক্ষুর প্রদত্ত ইটটি অন্যান্য ইটের ন্যায়, সেই কারণে আমি উহা ইটের পাঁজায় রাখিয়াছি।' রাজা বলিলেন, 'আপনি কি উহা চিনিতে পারিবেন?' রাজমিস্ত্রি ভিক্ষুর জ্ঞাতি হওয়ায় না চিনিবার ভান করিয়া বলিলেন, 'না মহারাজ! ইটের পাঁজার মধ্যে উহা আলাদাভাবে এখন চিনিতে পারিব না।' রাজা তখন পূর্বের ন্যায় একজন সৈনিককে সেই স্থানে মোতায়েন করিলেন। সেই ভিক্ষু আবার আসিলে রাজমিস্ত্রি যেন সৈনিককে দেখাইয়া দেয়, রাজা সেইরূপ নির্দেশও রাজমিস্ত্রিকে দিলেন।

অতঃপর সেই ভিক্ষু পুনরায় সেই স্থানে আসিলে রাজমিস্ত্রি সৈনিককে দেখাইয়া দিলেন। সৈনিক সেই ভিক্ষুকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহার্ঘ! আপনি কি এই দেশের বাসিন্দা, না দূর দেশ হইতে এইখানে আসিয়াছেন?' ভিক্ষু বলিলেন, 'আমি কোট্টিভাল প্রদেশের পিয়ংগল্ল বিহার হইতে আসিয়াছি।' সৈনিক বলিলেন, 'আপনি কি সেই

স্হানে ফিরিয়া যাইবেন ? তবে আমিও আপনার সহিত যাইব। কারণ আমিও সেই প্রদেশের বাসিন্দা।'

রাজাকে এই সংবাদটি দিলে রাজা লাল পশমের কম্বল, পরিধেয় চীবর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ইত্যাদি, প্রায় হাজার কাহাপন ম্ল্যের, ভিক্ষ্কে দিবার জন্য সৈনিককে দিলেন। পরদিন সেই সৈনিক ভিক্ষ্র সহিত কোটিভাল প্রদেশ অভিম্খে রওনা হইলেন। পিয়ংগল্ল বিহারের কাছাকাছি আসিলে সৈনিক রাজার প্রদত্ত জিনিষসকল ভিক্ষ্কে প্রদান করিয়া বলিলেন, 'হে মহার্ঘ! স্তূপ নির্মাণে প্রদত্ত আপনার ইটের ম্ল্যস্বর্প রাজা এই সকল বস্তু আপনাকে প্রদান করিয়াছেন।' ইহা শ্নিয়া ভিক্ষ্ অশ্র্মোচন করিলেন এবং হতাশ হইয়া ভাবিলেন, 'আমার দান ম্লহীন হইল।'

অতঃপর ভিক্ষ্ সৈনিককে বলিলেন, 'হে উপাসক! আপনি এই সকল বস্তু ফিরাইয়া লইয়া যান।' ভিক্ষ্ এই বলিয়া প্রদত্ত বস্তুসকল নিজের ঝোলা হইতে বাহির করিয়া ভূমিতে ফেলিতে গেলে সৈনিক বিনয়ের স্রে বলিলেন, 'ভন্তে! রাজার প্রদত্ত বস্তুসকলের ম্ল্য মোটেও আপনার প্রদত্ত ইটের সমান নয়। কিন্তু যেহেতু রাজা নিজের প্রচেষ্টায়, অন্যের প্রদত্ত দানের ব্যতিরেকে, স্তূপ নির্মাণের ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই কারণে এই সকল বস্তু আপনাকে প্রদান করিয়াছেন।' এইভাবে বলিয়া ভিক্ষ্কে সান্ত্বনা দিয়া সৈনিক সেই স্হান হইতে প্রস্হান করিলেন।

অসংখ্য মান্ষ পারিশ্রমিকসহ এই স্তূপ নির্মাণের কাজে শ্রম দিয়াছিলেন। সেই সকল ধর্ম-অন্রাগীদের স্বর্গলাভ হইয়াছিল। ॥ ৫ ॥

বলা হয়, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকের দেবকন্যারা একসময় ভাবিলেন, 'কী কর্মের কারণে আমরা স্বর্গারোহণ করিয়াছি?' এইর্প ভাবিয়া তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে, পারিশ্রমিকসহ সেই মহাস্তূপের নির্মাণ কার্যে নিয্ক্ত হওয়ায় তাঁহারা এই দেবলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন। তখন তাঁহাদের মনে এইর্প চিন্তার উদয় হইল যে, কর্ম করিলে উহার প্রস্কার স্বর্প ফল পাওয়া যায়। সেইর্প চিন্তায় ফুল, মালা ও স্বর্গীয় স্গন্ধিসহ দেবকন্যাগণ রাত্রে স্বর্গ হইতে আসিয়া সেই স্তূপের স্থানে প্জা অর্চনা করিলেন।

সেই সময় 'ভাতিভঙ্ক' প্রদেশের 'মহাশিব' নামক এক প্রবীণ ভিক্ষু গভীর রাত্রে স্তূপ নির্মাণের স্থলে বন্দনা করিতে আসিয়া এই সকল উজ্জ্বল দেবকন্যাদের দেখিলেন। তাঁহারা নতশিরে পূজা অর্চনা করিতেছেন দেখিয়া ভিক্ষু একপাশে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পূজা শেষে দেবকন্যাগণ প্রস্থানে উদ্যত হইলে ভিক্ষু তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে দেবীগণ! আপনাদের শরীরের উজ্জ্বল আলোকে সকল তাম্রপার্ণি দ্বীপ আলোকিত হইয়া গিয়াছে। কী কর্মের ফলে আপনারা এই দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন?' দেবকন্যারা বলিলেন, 'ভন্তে! আমরা পারিশ্রমিক লইয়া এই স্তূপ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিলাম বলিয়া দেবলোকে এইরূপ দেহ ধারণ করিয়াছি। পবিত্র চিত্তে বুদ্ধের প্রতি অনুগত থাকিয়া পারিশ্রমিকসহ কর্মের ইহাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।'

বলা হয়, 'বুদ্ধের প্রতি অনুগত চিত্তের মানুষ বুদ্ধের স্তূপ পূজা করিলেও স্বয়ং বুদ্ধকেই পূজা করিতেছেন উপলব্ধিতে সুউচ্চ মার্গে অবস্থান করেন' (মহাবংশ)। ॥ ৬ ॥

রাজা স্তূপের চারিদিকে তিন সারি ফুলগাছ লাগাইলেন। অর্হত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুগণ ভূমি সমান করিয়া সেই সকল ফুলগাছ ভূমিতে শক্ত করিয়া প্রোথিত করিলেন। নয়বার ভিক্ষুগণ উহা করিলেন। রাজা ইহা দেখিয়া বিচলিত হইয়া ভিক্ষুসংঘকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষুগণ ইহা শুনিয়া রাজাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। ভবিষ্যতে ফুলগাছগুলি যাহাতে শক্ত হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ভিক্ষুগণ এইরূপ করিয়াছেন। তাঁহারা আর এই কাজ করিবেন না। কোনরূপ চিন্তা না করিয়া আপনি স্তূপ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করুন। রাজা ভিক্ষুদের কথা শুনিয়া খুশী মনে স্তূপের গর্ভগৃহ নির্মাণের কাজে মন দিলেন। স্তূপের চারিদিকে রাজা দশসারি ফুলগাছ প্রোথিত করিয়া দশ কোটি ইট দিয়া স্তূপের চারিদিকে প্রাচীর নির্মাণ করিলেন। উহার চারিদিকে চারটি প্রবেশ দ্বার রাখা হইল।

ভিক্ষুসংঘ দুই অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু, উত্তর ও সুমনকে, ছয়টি সুবর্ণ বর্ণের প্রস্তর আনিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন। সেই প্রস্তর হইবে দৈর্ঘ্যে ও

প্রস্থে আট হাত প্রমাণ এবং দ্নই বিঘত প্নর্ন। উক্ত দ্নই ভিক্ষ্ন উত্তরকুর্ন[1] হইতে সেই প্রস্তর আনিয়া দিলে, ভিক্ষ্নগণ উহার একটি প্রস্তর গর্ভগ্নহের ভূমিতে রাখিলেন ও চারিটি প্রস্তর রাখিলেন গর্ভগ্নহের চারিটি দেওয়ালে। বাকি প্রস্তরটি গর্ভ গ্নহের দ্বারে রাখিতে প্নর্ব দিকের দেওয়ালের কাছে রাখিয়া দিলেন।

অতঃপর রাজা সেই গর্ভগ্নহের মধ্যস্হলে নানা মণিম্নক্তায় নির্মিত একটি বোধিব্নক্ষ স্হাপন করিলেন। নীলকান্ত মণির বেদীর উপর উহা স্থাপিত হইল। প্রবাল দ্বারা উহার শিকড় প্রস্তুত করা হইল। উহার শাখাগ্নলি হইল র্নপার তৈরী। তাহাতে নানা বর্ণের ফুল, লতা, পাতা পাখি ইত্যাদি, মণিম্নক্তায় তৈরী, বসান হইল। সেই গাছের উপর র্নপার ছত্র লাগান হইল। সেই ছত্রের চারিধারে ম্নক্তার মালা, ঘণ্টা ও সোনার মালা ঝ্নলান হইল। ম্নক্তার ও সোনার মালা এবং ঘণ্টার ম্নল্য ছিল নয় শত হাজার কাঁহাপন। বোধিব্নক্ষের চারিধারে মণিম্নক্তায় নির্মিত পদ্ম বসান হইল। নানা রঙের দামী কাপড় চারিধারে ঝ্নলান হইল। সেই বোধিব্নক্ষের চারিদিকে সপ্তরত্ন খচিত প্রাকার স্হাপিত হইল। সেই প্রাকারের ঘেরায় সাতটি সাত প্রকার পাত্র রাখা হইল। একটি স্নবর্ণ পাত্রে ছিল প্রবালের ফুল, একটি প্রবালের পাত্রে ছিল সোনার ফুল, একটি মণিম্নক্তার পাত্রে ছিল র্নপার ফুল, একটি র্নপার পাত্রে ছিল মণিম্নক্তার ফুল। আর তিনটি পাত্র ছিল নানা রত্নে খচিত। সেই সকল পাত্রে ছিল নানা বর্ণের মণিমাণিক্যের ফুল।

উক্ত বোধিব্নক্ষের প্নর্ব দিকে মণিম্নক্তা খচিত এক কোটি কাঁহাপন ম্নল্যের সোনার সিংহাসনে রাজা সোনার পিণ্ডে নির্মিত ব্নদ্ধের ম্নর্তি স্থাপন করিলেন। সেই ম্নর্তির চক্ষ্নদ্বয়ের সাদা অংশ এবং আঙ্নলের নখগ্নলি ছিল স্বচ্ছ পাথরের। ম্নর্তির হাত ও পায়ের পাতা ছিল প্রবালে নির্মিত। মাথার চুল ও চোখের মণি ছিল নীলকান্ত মণির। য্নগল ভ্রূ ছিল র্নপায় নির্মিত। সেই ম্নর্তির পাশে ছিল মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মার ম্নর্তি, যিনি ব্নদ্ধের মাথার উপর র্নপার ছত্র ধরিয়া আছেন। সেইর্নপ দেবরাজ ইন্দ্র ও

---

১. এই কাল্পনিক প্রদেশের উল্লেখ রয়েছে নানা প্রাচীন শাস্ত্রে। বলা হয় এই রাজ্য ছিল কাশ্মীরের উত্তরে।

অন্যান্য দেবতাদের মূর্তিও সেই স্থানে স্থাপিত হইল। দেবতারা সংগীত পরিবেশন করিতেছেন এইরূপ মূর্তিও স্থাপিত হইল। নাগরাজ 'মহাকাল' অন্যান্য সর্পকন্যাসহ তথাগতকে বন্দনা করিতেছেন। এইরূপ উহাদের মূর্তি স্থাপন করা হইল। মহাশক্তিধর মা'র নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গিরিমেখলা হস্তির শুঁড়ে বসিয়া অসংখ্য অনুগামীসহ বুদ্ধকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে, এইরূপ মূর্তিও রাজা সেইস্থানে স্থাপন করিলেন। বুদ্ধমূর্তির আর এক পাশে প্রবালের পাখাও স্থাপিত হইল।

এইভাবে রাজা স্তূপের গর্ভগৃহে বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের স্থান রচনা করিলেন। বোধিবৃক্ষের আশেপাশে বুদ্ধের নানা ঘটনাবলীও তিনি নানা-ভাবে রূপ দিলেন। রাজা বিম্বিসারের উদ্যান দান (রাজগৃহে), বুদ্ধের কপিলাবস্তু গমন, রাহুলের প্রব্রজ্যা গ্রহণ, নন্দের গৃহত্যাগ, জেতবন দান, বুদ্ধের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন, দেবলোকে বুদ্ধের অভিধর্ম ব্যাখ্যা, বুদ্ধের মহাসময়, রাহুলবাদ, মঙ্গল ও পারায়ণ সূত্র প্রদান, বুদ্ধের পরিনির্বাণ, দেবতাদের বিলাপ, ভিক্ষু মহাকশ্যপের বুদ্ধ বন্দনা, বুদ্ধের মরদেহের সৎকার, পূতাস্থি ভাগ ইত্যাদি বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা রাজা উক্ত গর্ভগৃহে নানাভাবে রূপ দিলেন।

রাজা পাঁচশ পঞ্চাশটি জাতকের কাহিনীও সেই গর্ভগৃহে রূপ দিলেন। বেস্যান্তর জাতকের কাহিনী এবং বুদ্ধের জীবন-কাহিনী এবং ভিক্ষু মহেন্দ্রসহ অন্যান্য ভিক্ষুগণের আগমনের কথাও গর্ভগৃহে রূপ দেওয়া হইল। ॥ ৭ ॥

গর্ভগৃহের ভিতরে চারিদিকে চারিটি রাজা খোলা তরবারি হাতে পাহারা দিতেছেন, এইরূপ মূর্তি স্হাপিত হইল। ইহা ব্যতীত অসংখ্য দেবদেবী, অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষ-যক্ষিণী, নর্তক-নর্তকি ফুল মালা হাতে বুদ্ধকে বন্দনা করিতেছেন, এইরূপ মূর্তি স্হাপিত হইল। মূর্তি ছাড়া গর্ভগৃহের দেওয়ালের নানাস্হানে অসংখ্য মণিরত্ন লাগানো হইল। নাগিনীকন্যারা নীল ও শ্বেতপদ্ম হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন, এইরূপ মূর্তিও দেওয়ালে স্হাপিত হইল। সকল মূর্তি ছিল সোনায় নির্মিত। এই সকল ব্যতীত বহু মূল্যবান দানসামগ্রীও রাজা সেই গর্ভগৃহে স্হাপন করিলেন। ॥ ৮ ॥

ভিক্ষু চিত্তগুপ্ত একসময় 'আম্র পর্বতে' বহুসংখ্যক ভিক্ষুদের ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। তিনি 'রথবিনীত সূত্র' (মজ্ঝিমনিকায়) আবৃত্তি করিয়া ধাতুস্তূপের সুখ্যাতি করিতেছিলেন। সেই সময় 'কোট পর্বতের' ভিক্ষু মহাতিষ্য সেই স্থানে আসিয়া ভিক্ষু চিত্তগুপ্তের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'হে মিত্রগণ! উক্ত বিষয় উপলব্ধি করিতে এই দ্বীপের একটি পুরাণ কাহিনী আপনাদের শুনিতে হইবে।' এই বলিয়া ভিক্ষু মহাতিষ্য সেই কাহিনীটি বলিতে শুরু করিলেন ঃ

'এই দ্বীপে 'ভাতিয়' নামের এক মহারাজা ছিলেন। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তিনি মহাস্তূপটি পূজা না করিয়া আহার গ্রহণ করিতেন না। একদিন বিচারালয়ে বসিয়া জটিল একটি বিষয় লইয়া গভীর চিন্তার মাঝে তিনি সামনে স্থাপিত আহারের থালায় হাত দিলেন। সেই দিন তিনি তখনো মহাস্তূপের পূজা করেন নাই। সেই কথা বিস্মৃত হইয়া রাজা এই কাণ্ডটি করিলেন। তারপর হঠাৎ খেয়াল হইলে তিনি মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমি আজ বুদ্ধের স্তূপের পূজা করিয়াছি কি?' মন্ত্রীগণ বলিলেন 'না, মহারাজ।' ইহা শুনিয়া রাজা খাদ্যের থালাতে হাতের গ্রাসটি ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া মহাস্তূপের প্রাচীরের পূর্ব দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া স্তূপের পূজায় বসিলেন। সেই সময় স্তূপের ভিতরে ধর্মদেশনার শব্দ রাজা শুনিতে পাইলেন। রাজা ভাবিলেন নিশ্চয়ই কোন ভিক্ষু স্তূপের প্রাচীরের দক্ষিণ দ্বারে ধর্মদেশনা করিতেছেন। এইরূপ ভাবিয়া রাজা স্তূপের প্রাচীরের দক্ষিণ দ্বারে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু কাহাকেও সেই স্থানে রাজা দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর রাজা স্তূপের চারিদিকে লোক পাঠাইয়া জানিতে চাহিলেন কোথাও কোন ভিক্ষু ধর্মদেশনা করিতেছেন কি না। রাজার অনুচরগণ স্তূপের চারিদিকে কাহাকেও না দেখিয়া কিন্তু ধর্মদেশনার শব্দ হইতেছে শুনিয়া, বুঝিলেন যে ধর্মদেশনার শব্দ স্তূপের অভ্যন্তরের গর্ভগৃহ হইতেই আসিতেছে। তাঁহারা সেই কথা রাজাকে জানাইলেন। রাজাও তাহা অনুমান করিলেন।

অতঃপর রাজা পূর্ব দ্বারের নিকট গিয়া স্তূপের দিকে মুখ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সেইভাবে ভূমিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া রইলেন। তিনি সংকল্প করিলেন, 'প্রভু! (তৎকালে শাস্তাকে এইরূপ বলা হইত) যদি স্তূপের গর্ভগৃহ আমাকে দর্শন করিতে না দেন, তবে আমি আহার

ত্যাগ করিয়া সাতদিন ধরিয়া এইভাবে এই স্থানে পড়িয়া থাকিব। যদি শীর্ণ শুষ্ক ধূলা হইয়া মিলাইয়া যাইতে হয়, তবু আমি এই স্থান ত্যাগ করিব না, আহারও গ্রহণ করিব না।'

ধার্মিক রাজার এইরূপ সংকল্পে দেবরাজ ইন্দ্রের আসন উত্তপ্ত[১] হইল। তিনি বুঝিলেন রাজা প্রতিজ্ঞায় অটল থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিতে পারেন। স্তূপের গর্ভগৃহ রাজাকে না দেখিতে দিলে রাজা স্থান ত্যাগ করিবেন না, আহারও করিবেন না।

অগত্যা দেবরাজ ইন্দ্র রাজার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দেবলোকের ভিক্ষুদের নিকট গিয়া রাজার সংকল্পের কথাটি বলিলেন। ভিক্ষুগণ বুঝিলেন রাজা বুদ্ধের অনুরাগী ও ধার্মিক, সেই কারণে তাঁহারা তখন এক প্রবীণ ভিক্ষুকে স্তূপের গর্ভগৃহটি উক্ত রাজাকে দেখাইতে নির্দেশ দিলেন। ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'রাজাকে স্তূপের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গর্ভগৃহটি দেখাইয়া বাহিরে লইয়া আসিবেন।' উক্ত নির্দেশে দেবলোকের সেই প্রবীণ ভিক্ষু রাজাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া স্তূপের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া উহার গর্ভগৃহে লইয়া গেলেন। রাজা সেইস্থানের বুদ্ধ মূর্তিকে পূজা-অর্চনা করিয়া গর্ভগৃহের চারিদিকে চোখ বুলাইলে, ভিক্ষু তাঁহাকে স্তূপের বাহিরে লইয়া আসিলেন।

রাজা নগরে ফিরিয়া গর্ভগৃহে দেখা মূর্তিগুলির ন্যায় অনুরূপ মূর্তি-সকল পরে নির্মাণ করিলেন। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে তাঁবু লাগাইয়া সেই সকল স্বর্ণমূর্তি রাজা স্থাপন করিলেন। তিনি নগরবাসীদের মূর্তিগুলি দেখাইয়া বলিলেন, 'এইরূপ মূর্তি আমি স্তূপের গর্ভগৃহে দেখিয়াছি।'

অতঃপর রাজা প্রতিবছর উক্ত মূর্তিসকল লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া নগরবাসীদের মূর্তিগুলি দেখাইতেন এবং পূজা-অর্চনা করিতেন।

পরে তিনি ভাবিলেন, 'এই সকল মূর্তি ব্যতীত আরও বহু কিছু আমি গর্ভগৃহে দেখিয়াছি যাহা বর্তমানের ভিক্ষুগণ দেখেন নাই। আমি সেই সকল এই ভিক্ষুদের বর্ণনা করিব।' এইরূপ ভাবিয়া, রাজা বিহারে গিয়া ভিক্ষুদের সমবেত করিয়া নিজে প্রচারকের আসন গ্রহণ করিয়া গর্ভ-গৃহে তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা ভিক্ষুদের বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

---

১. প্রাচীন পুরাণের প্রভাব রয়েছে।

একই আসনে বসিয়া বর্ণনা করিতে করিতে রাত্রির তৃতীয় যাম অতিক্রম হইল। কিন্তু তখনও সকল কিছু বলা রাজার শেষ হয় নাই। তখন একজন ভিক্ষু রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ'! আপনি সকালে প্রাতঃরাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়া রাত্রির তৃতীয় যাম অবধি গর্ভগৃহের বর্ণনায় কাটাইয়াও সকল কিছু বলিতে পারেন নাই। আরও কি বহু কিছু বস্তু আছে যাহা বর্ণনা করা হয় নাই?'

রাজা বলিলেন, 'হে মহার্ঘ! আপনি কী বলিতেছেন? গর্ভগৃহে স্থাপিত বস্তু সকলের দশভাগের একভাগও আমি এখনও বলিয়া শেষ করিতে পারি নাই। গর্ভগৃহে অসংখ্য বস্তু স্থাপিত হইয়াছে। আমি চোখ বুলাইয়া যাহা দেখিয়াছি তাহা বলিতে গিয়া নিখুঁতভাবেও বলা হয় নাই।' ॥ ১০ ॥

বলা হয়, গর্ভগৃহের চতুষ্কোণের প্রতিটি দিক মাত্র আশী বিঘত দৈর্ঘ্য। উহার মধ্যে অগণিত মূল্যবান বস্তুর সমষ্টি। সব কিছু যথার্থভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখাও সম্ভব নয়, কারণ তাহাতে অপরিসর গর্ভগৃহের দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। অতএব বস্তুগুলি সেইভাবেই রহিল। এখন যাহা বলা হইয়াছে উহা পূর্বের বর্ণনা অনুসারেই বলা হইয়াছে। ॥ ১১ ॥

বলা হয়, নিগ্রোধপট্ঠির ত্রিপিটকবিশারদ অধ্যক্ষ ভিক্ষু মহাশিব একবার রাজপ্রাসাদে বসিয়া যখন 'দশবল-সিংহনাদ সূত্র' আবৃত্তি করিয়া রাজাকে বুঝাইতেছিলেন এবং স্তূপের মধ্যে স্মারক বস্তুসকল স্থাপনের প্রশংসা করিতেছিলেন, তখন রাজা ভিক্ষুকে বলিলেন, 'ভন্তে! এই স্তূপের অপরিসর গর্ভগৃহে এত অগণিত বস্তুসকল রাখা হইয়াছে যে পরে মানুষ এই কথা বিশ্বাস করিবে না। ভাবিবে, 'এত অল্প পরিসর স্থানে এতশত বস্তু রাখা সম্ভব নয়।' তখন ভিক্ষু মহাশিব বলিলেন, 'মহারাজ! বলিতে পারেন ইন্দসাল[১] গুহা কত বড় ছিল?' রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! কেবল একটি ছোট খাট রাখিবার মত স্থান ছিল সেই গুহাতে। ভিক্ষু বলিলেন,

১. রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতের গুহা (দীঘনিকায়)। আবার বার্হুত শিলালিপিতে বলা হয়েছে এই গুহাটি রয়েছে রাজগৃহের ছয় মাইল দূরে অবস্থিত প্রাচীন 'গিরিয়ক' পর্বতে।

'মহারাজ! শাস্তা যখন সেই গুহায় বসিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে 'শক্রপঞ্ঞহ সূত্র' (মজ্ঝিমনিকায়) বলিয়াছিলেন তখন কত দেবগণ সেই গুহায় উপস্থিত ছিলেন বলিতে পারেন?' রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! দুই দেবলোকের সকল দেবতারা সেই সময় সেই গুহায় উপস্থিত ছিলেন।' ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! তবে স্তূপের গর্ভগৃহের বস্তুসকল কেন বিশ্বাসযোগ্য হইবে না?' রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! ইন্দসাল গুহায় উহা সম্ভব হইয়াছিল দেবতাদের অলৌকিক শক্তির কারণে।' তখন ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! এই স্থলে উহা সম্ভব হইয়াছে দেবতা, রাজা ও সাধুজনের আত্মিক শক্তির কারণে। এই তিন সম্মিলিত আত্মিক শক্তিতে সেই অপরিসর গর্ভগৃহে এত অগণিত বস্তুসকল রাখা সম্ভব হইয়াছিল।' রাজা এই কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, এই কারণেই উহা সম্ভব হইয়াছে।' অতঃপর রাজা ভিক্ষুকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার মাথায় শ্বেত ছত্র ধরিয়া মহাবিহারে পৌঁছাইয়া দিলেন।

এই বিষয়ে আরও নানা কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। সেই সকল কাহিনী অধিকন্তু অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বাদ দেওয়া হইল। ॥ ১২ ॥

রাজা যেহেতু বিপুল ক্ষমতা সম্পন্ন, শক্তিধর এবং সংকল্প সাধনে সমর্থ, সেই আত্মিক শক্তিকে বলা হয় রাজার 'রাজকীয়' শক্তি। দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশ বিশ্বকর্মা হইতে শুরু করিয়া দেবলোকের সকল দেবতাগণ মান্য করেন। দেবরাজের এই শক্তিকে বলা হয় 'দৈব' শক্তি। ভিক্ষু ইন্দ্রগুপ্তের নির্দেশে স্তূপের গর্ভগৃহের ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর সকল কর্ম করা হইয়াছে। রাজা স্বয়ং এবং দেবতাগণ ও সাধুজন উহা উদ্দীপনার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এই তিন প্রকার আত্মিক শক্তিতে গর্ভগৃহ নির্মিত হইয়াছিল।

অতএব মহাবংশ গ্রন্থে যথার্থই বলা হইয়াছে ঃ

'নির্মাণ কার্যের পরিচালক হিসাবে ষড়াভিজ্ঞ, জ্ঞানী ভিক্ষু ইন্দ্রগুপ্ত এই স্থলে সকলকে কর্মের নির্দেশাদি প্রদান করেন। রাজা, দেবতা এবং সাধুজনের সম্মিলিত আত্মিক শক্তির কারণে বিনা বাধায় এই নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ॥ ১৩ ॥

মহাস্তূপ ও গর্ভগৃহ নির্মাণের কথা সমাপ্ত

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পূতাস্থি স্থাপনের কথা

স্তূপের গর্ভগৃহের কাজ সমাপ্ত হইলে রাজা বিহারে গিয়া ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিলেন। প্রায় ত্রিশ হাজার ভিক্ষু সমবেত হইলে রাজা তাঁহাদের প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! স্তূপের গর্ভগৃহের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। এইবার সেই স্থানে আমি বুদ্ধের পূতাস্থি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। অনুগ্রহ-পূর্বক আপনারা পূতাস্থির সন্ধান করুন। আগামী আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন আমি পূতাস্থি স্তূপে স্থাপন করিব।' ভিক্ষুসংঘকে পূতাস্থি সন্ধানের দায়িত্ব দিয়া রাজা বিহার ত্যাগ করিলেন। ॥ ১ ॥

সেই সময় ষড়ভিজ্ঞ ষোড়শ বর্ষীয় ভিক্ষু সোনুত্তর 'পূজা' নামক ধর্মাধিষ্ঠানে (পরিবেন) অবস্থান করিতেন। ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বলিলেন, 'হে বন্ধু সোনুত্তর! রাজা স্তূপে বুদ্ধের পূতাস্থি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক! তিনি পূতাস্থি সন্ধানের দায়িত্ব ভিক্ষুসংঘকে অর্পণ করিয়াছেন। অতএব সেই কাজ তোমাকে করিতে হইবে।' ভিক্ষু সোনুত্তর বলিলেন, 'হে মহার্ঘগণ! আমি অবশ্যই সেই কাজ করিব। কিন্তু বুদ্ধের পূতাস্থির সন্ধান কোথায় করিব?' তখন ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'হে বন্ধু সোনুত্তর! তথাগত মহাপরিনির্বাণ শয্যায় দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পূতাস্থির আটভাগের এক ভাগ কোলিয়রা গ্রহণ করিলেও ভবিষ্যতে সেই ভাগ তাম্রপর্ণি দ্বীপের মহাস্তূপে রক্ষিত হইবে।'[১] ॥ ২ ॥

ভিক্ষুগণ আরও বলিলেন :

'বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর, মরদেহের সৎকার শেষে, ব্রাহ্মণ 'দোণ' বুদ্ধের পূতাস্থি আট ভাগে বিভক্ত করিয়া আট রাজ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল রাজ্যে স্তূপ নির্মিত হয় ও পূতাস্থি তথায় রক্ষিত হয়। এই আট স্তূপের মধ্যে কোলিয়রা তাঁহাদের রামগামে যে স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন উহা পরে বন্যায় ধ্বংস হয়। সেই স্তূপের মধ্যে রক্ষিত পূতাস্থির পাত্র বন্যায় ভাসিয়া সমুদ্রে গিয়া পতিত হয় এবং উহার

১. কথাটি ইতিহাস সিদ্ধ নয়, সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

তলদেশে বালুকণার উপরে পাত্রটি উজ্জ্বল দ্যুতি বিকিরণ করিতে থাকে। সমুদ্রের নাগরা উহা দেখিয়া তাঁহাদের নাগভূমি 'মঞ্জেরিক' নগরে ফিরিয়া গিয়া নাগরাজ 'মহাকাল'কে উহা জ্ঞাত করিলেন। দশ হাজার অনুচর সর্প সহ নাগরাজ 'মহাকাল' উক্ত স্থানে গিয়া বুদ্ধের পূতাস্থি সম্বলিত উজ্জ্বল পাত্রটি দেখিয়া, সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত নানা বর্ণের প্রবাল, মণিমুক্তা সহকারে উহার পূজা করিয়া পাত্রটি মাথায় লইয়া মহাসমারোহে নৃত্যগীত ও সঙ্গীত সহকারে নিজের রাজ্যে লইয়া আসিলেন। নাগরাজ 'মহাকাল' ছিয়ানব্বই কোটি কাঁহাপন ব্যয় করিয়া একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া পূতাস্থিসহ পাত্রটি সেই স্তূপে স্থাপন করিলেন।

ভিক্ষু মহাকশ্যপ অন্যান্য স্থান হইতে বুদ্ধের পূতাস্থি সংগ্রহ করিয়া রাজা অজাতশত্রুকে প্রদান করিলেও, তিনি কোলিয়দের রামগাম হইতে পূতাস্থি সংগ্রহ করেন নাই। রাজা অজাতশত্রু ভিক্ষু মহাকশ্যপকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষু বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ! সেই পূতাস্থি বিনষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই। ভবিষ্যতে সেই পূতাস্থি তাম্রপর্ণি দ্বীপের মহাস্তূপে স্থাপিত হইবে।'

রাজা অশোকও পরে এই পূতাস্থি সুরক্ষিত স্থানে না পাইয়া উহার খোঁজ করিয়াছিলেন! তখন রাজাকে বলা হইয়াছিল যে, গঙ্গার তীরে অবস্থিত কোলিয়দের স্তূপ প্লাবনে ধ্বংস হইয়া গেলে উহার মধ্যস্থ পূতাস্থি মহাসমুদ্রে চলিয়া যায়। নাগরা সেই পূতাস্থি তাঁহাদের রাজ্যে লইয়া গিয়া স্তূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজা তখন অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের বলিয়াছিলেন, 'সর্পরাজ্য আমার রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং সেই পূতাস্থি আমি গ্রহণ করিব।' ভিক্ষুগণ তখন রাজাকে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ! ভবিষ্যতে সেই পূতাস্থি তাম্রপর্ণি দ্বীপের মহাস্তূপে স্থাপন করা হইবে।'

অতএব হে মিত্র! তুমি নাগলোকের 'মঞ্জেরিক' নগরে গিয়া নাগরাজ মহাকাল'কে এই সংবাদ দিবে যে আগামী আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এই পূতাস্থি তাম্রপর্ণি দ্বীপে স্থাপিত হইবে।' ভিক্ষু সোনুত্তর সম্মত হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর রাজা সারা রাজ্যে ভেরি বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন যে আগামী আষাঢ়ী পূর্ণিমায় মহাস্তূপে বুদ্ধের পূতাস্থি স্থাপন করা হইবে। উক্ত

দিনে রাজ্যবাসীগণ যেন ফুল মালা ইত্যাদি লইয়া স্তূপ সংলগ্ন প্রান্তরে উপস্থিত হয়।

দেবরাজ ইন্দ্রও বিশ্বকর্মাকে সেই সংবাদ দিয়া সমস্ত তাম্রপর্ণি দ্বীপকে সুন্দরভাবে সাজাইতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বিশ্বকর্মা সমস্ত তাম্রপর্ণি দ্বীপকে (নিরানব্বই যোজন) সমতল করিয়া দিলেন। দ্বীপের উপরে চাঁদোয়া দিয়া সমস্ত দ্বীপকে একটি হলঘরে পরিণত করিলেন। মহাসমুদ্রকে শান্ত করিয়া উহাতে পঞ্চবর্ণের পদ্মসকল স্থাপন করিলেন। শূন্য হইতে চারিদিকে ফুল ঝুলাইয়া, ভূমিতে স্থলপদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া সমস্ত দ্বীপটিতে স্বর্গীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করিলেন, ঠিক যেইরূপ বোধিসত্ত্বের মাতৃ জঠরে প্রবেশের কালে এবং বুদ্ধত্বলাভের কালে সকল বিশ্বজগতে সৃষ্টি হইয়াছিল।

নগরবাসীগণ নগরের সকল পথ ধুইয়া মুছিয়া অসংখ্য বালুকণার ন্যায় মুক্তাসম খই ও ফুল ছড়াইয়া, পথের দুইধারে মঙ্গলকলস স্থাপন করিয়া, কলাগাছের তোরণ দিয়া, নানা বর্ণের পতাকা, মালা ঝুলাইয়া সজ্জিত করিলেন। রাজা নগরের চারি প্রবেশ দ্বারের বাহিরে দীন-দরিদ্রদের জন্য আহার, পানীয় ও পান দিয়া মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। ॥ ৩ ॥

অতঃপর রাজা সিন্ধুপ্রদেশের চারিটি শ্বেতপদ্ম বর্ণের অশ্বে জোড়া সজ্জিত রথে চড়িয়া, কণ্ডুল রাজহস্তিকে সজ্জিত করিয়া সম্মুখ ভাগে রাখিয়া ও উহার মস্তকে একটি সুবর্ণ পাত্র শ্বেত ছত্রের তলে স্থাপন করিয়া, চতুরঙ্গ সৈন্য ও নৃত্যরত সুন্দরীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া, সুন্দরী অপ্সরা সহ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভাযাত্রা করিয়া চলিলেন। একহাজার আটজন রমণী পূর্ণ মঙ্গলকলস লইয়া এবং আরও একহাজার আটজন রমণী ফুল মালা, মোমের প্রদীপ ইত্যাদিতে পূর্ণ পাত্র লইয়া সেই শোভাযাত্রায় চলিলেন। রাজাকে মনে হইল যেন দেবলোকের কোন স্বর্গীয় দেবতা রাজোচিত মর্যাদায় নন্দন কাননে চলিয়াছেন। হস্তি ও অশ্বের নিনাদে, রথের শব্দে এবং অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতানে সারা আকাশ বাতাস ও ধরিত্রী কম্পিত হইল। ॥ ৪ ॥

সেই সময় সোনুত্তর ভিক্ষু নিজের কক্ষে বসিয়া রাজার শোভাযাত্রার

শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি মুহূর্তে ধ্যানমগ্ন হইয়া চতুর্থ সোপানে উপনীত হইয়া ঋদ্ধিবলে ভূমি ভেদ করিয়া মঞ্জেরিক'য় নাগরাজ মহাকালের আবাসস্থলে উপস্থিত হইলেন। নাগরাজ ভিক্ষুকে দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভিক্ষুকে অভিবাদন করিয়া সুগন্ধি জলে তাঁহার পদ ধৌত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলে, ভিক্ষু এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন নাগরাজ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহার্ষ! আপনি কোথা হইতে কী কারণে আসিয়াছেন?' ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! আমি তাম্রপর্ণি দ্বীপ হইতে আসিয়াছি। সেই দেশের মহারাজ দুট্ঠগামনী—অভয় মহাস্তূপ নির্মাণ করিয়া তথায় বুদ্ধের পূতাস্থি স্থাপনের মনস্থ করিয়াছেন। ভিক্ষুসংঘ আমাকে সেই পূতাস্থি আনিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলে বলিয়াছেন, 'এই মহাস্তূপের পূতাস্থি নাগরাজ মহাকাল-এর কাছে রক্ষিত আছে। নাগরাজাকে সেই সংবাদ দিয়া পূতাস্থি লইয়া আইস।' মহারাজ সেই কারণে আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।' এই সংবাদ শুনিয়া নাগরাজ মহাকাল পর্বত প্রমাণ বিষাদে ভারাক্রান্ত হইয়া ভাবিলেন, 'এই পূতাস্থি পূজা করিয়া আমি নরক হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে যাইতে পারিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এই শক্তিমান মহাঋদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষু উহা লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। পূতাস্থি তাঁহাকে না দিলে তিনি উহা বলপূর্বক লইয়া যাইবেন। সুতরাং পূতাস্থি অন্যত্র সরাইতে হইবে।' রাজা তাঁহার সভাসদদের উপর চোখ বুলাইলে, সকলের পিছনে ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুলদত্তকে তিনি দেখিতে পাইলেন। তাহাকে রাজা ইশারায় নিজের ইচ্ছা জ্ঞাত করিলেন। বাসুলদত্ত রাজার ইচ্ছা জানিতে পারিয়া সত্বর স্তূপস্থিত মন্দিরে গিয়া পূতাস্থি রক্ষিত কৌটাটি স্তূপ হইতে বাহির করিয়া, গলাধঃকরণ করিয়া সুমেরু পর্বতের পাদদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে বাসুলদত্ত বিরাট সর্পে পরিণত হইল। তাহার কুণ্ডলির ব্যাস হইল শত যোজন। ফণার পরিধি হইল শত সহস্র যোজন। তিন শত যোজন দীর্ঘ স্থান জুড়িয়া কুণ্ডলি পাকাইয়া আগুন ও ধোঁয়া নির্গত করিয়া সুমেরু পর্বতের নীচে বালুর উপর বসিয়া রহিল। বহু হাজার বিষধর সর্পে পরিবৃত হইয়া বাসুলদত্ত সেই স্থানে বসিলে, বহু দেবগণ ও নাগগণ দুই পরাক্রম বীরের যুদ্ধ দেখিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ॥ ৫ ॥

অতঃপর নাগরাজ, পূতাস্থি অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইয়াছে বুঝিয়া, ভিক্ষুকে বলিলেন, 'ভন্তে ! পূতাস্থি আমার কাছে নাই। আপনি সত্বর ফিরিয়া গিয়া ভিক্ষুসংঘকে এই সংবাদটি প্রদান করুন। তাঁহারা তবে উহার খোঁজ করিবেন।' ভিক্ষু সোনুত্তর নাগরাজার পূতাস্থি প্রাপ্তির সম্পূর্ণ ঘটনাটি ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ ! পূতাস্থি আপনার কাছেই আছে। উহা সত্বর আমাকে প্রদান করুন।'

তখন নাগরাজা ভাবিলেন, 'এই ভিক্ষু পূতাস্থি প্রাপ্তির বিষয় অবগত আছেন। যে ভাবেই হউক তাঁহাকে পূতাস্থি না দিয়া ফেরৎ পাঠাইতে হইবে।' রাজা ভিক্ষুকে পূতাস্থির স্তূপস্থিত মন্দিরে লইয়া গেলেন। নানা বর্ণের রত্নখচিত সেই মন্দির তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ভন্তে ! এই মনোমুগ্ধকর মন্দির দেখুন। নানা মণিরত্নে নিপুণভাবে এই মন্দির পূতাস্থির জন্য স্থাপিত হইয়াছিল' (মহাবংশ)। রাজা মন্দির হইতে বাহির হইয়া প্রবালে নির্মিত পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'ভন্তে ! এই মন্দিরের মূল্য কত হইবে একবার অনুমান করুন।' ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ ! ইহার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাম্রপর্ণি দ্বীপের সকল মণিমুক্তা ও ইহার অর্ধেক মূল্যের হইবে না।' রাজা বলিলেন, 'ভন্তে। তবে এই মূল্যবান মন্দির হইতে অল্পমূল্যের কোনও স্থানে পূতাস্থি লইয়া যাওয়া সমীচীন হইবে কি ? ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ ! প্রভু বুদ্ধ পার্থিব বিষয়ের চাইতে অপার্থিব বিষয়কেই বেশী প্রাধান্য দিয়াছিলেন। আপনি বহু রত্নখচিত মহামূল্যের গগনচুম্বী মন্দির স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু উহা আসলে মূল্যহীন কারণ আপনার নাগ প্রজাগণ কেহই বুদ্ধের ধর্ম জ্ঞাত নয়। এই ধর্মের মর্ম কেহ বোঝে না। সুতরাং এই স্থান হইতে পূতাস্থি লইয়া গিয়া যে স্থানের মানুষ সেই ধর্ম উপলব্ধি করেন সেই স্থানে উহা স্থাপন করা সমীচীন। তথাগতরা জগতে আসেন অন্যকে জাগতিক দুঃখ হইতে ত্রাণ করিতে। তথাগতের সেই উদ্দেশ্যেই এই পূতাস্থির প্রয়োজন। অতএব সত্বর বুদ্ধের পূতাস্থি আমাকে প্রদান করুন' (মহাবংশ)।

ভিক্ষুর এই কথায় নাগরাজ বিভ্রান্ত হইলেন। তবে পূতাস্থি রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র সরাইয়া ফেলিয়াছে জানিয়া তিনি বলিলেন, 'ভন্তে ! এই মন্দিরে পূতাস্থি আছে কিনা না জানিয়া আপনি আমাকে উহা প্রদান করিতে বলিতেছেন ! 'ভন্তে ! পূতাস্থি এই স্থানে নাই। যদি থাকে তবে আপনি

উহা লইয়া যান।' ভিক্ষু ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আমি উহা লইয়াই যাইব।' রাজা বলিলেন, 'বেশ ভন্তে, আপনি উহা লইয়া যান ভিক্ষু তিনবার এইরূপ বলিয়া তিনবার রাজার অনুমতি লইয়া, ঋদ্ধিবলে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া সুমেরু পর্বতের নীচে অবস্থানরত রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুলদত্তের কণ্ঠের মধ্যে উহা প্রবিষ্ট করাইয়া "হে নাগ! স্থির হও" বলিয়া পূতাস্থি রক্ষিত কৌটাটি বাহির করিয়া আনিয়া মুহূর্তে পূতাস্থির কৌটাসহ ভূমি ভেদ করিয়া তাম্রপর্ণি দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নাগরাজ মহাকাল ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুলদত্ত কিছু বুঝিতেই পারিলেন না। ॥ ৬ ॥

সুমেরু পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত দেবতা ও নাগগণ বাসুলদত্ত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

ভিক্ষু সোনুত্তর চলিয়া গেলে নাগরাজ মহাকাল ভাবিলেন, 'পূতাস্থি না দিয়া আমি ভিক্ষুকে ফেরৎ পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছি।' তিনি খুশী মনে বাসুলদত্তকে পূতাস্থিসহ ফিরিয়া আসিতে সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু বাসুলদত্ত সেই পূতাস্থিসহ কৌটাটি তাহার পাকস্থলীতে নাই বুঝিয়া বিলাপ করিতে করিতে রাজার কাছে ফিরিয়া আসিয়া উহা ব্যক্ত করিলেন। রাজা এইবার বুঝিলেন ভিক্ষু তাহাকে প্রতারণা করিয়াছেন। তিনিও তখন দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নাগগণও রাজার নিকটে আসিয়া রাজার বিলাপে যোগ দিলেন (মহাবংশ)। ॥ ৭ ॥

অতঃপর রাজ্যের সকল নাগগণ আলুলায়িত চুলে দুইহাতে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বিলাপ করিয়া অশ্রুসিক্ত চোখে ভিক্ষুসংঘের নিকট আসিয়া পূতাস্থি লইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, 'হে মহার্ঘগণ! কাহাকেও কোনরূপ দুঃখ না দিয়া পুণ্যকর্মের কারণে আমরা পূতাস্থিপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেই পূতাস্থি আমরা সযত্নে বহুদিন অবধি রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। তবু কী কারণে আপনারা উহা লইয়া আসিয়া আমাদের স্বর্গলাভ ও মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করিলেন?'

নাগগণের উপর দয়া পরবশ হইয়া ভিক্ষুসংঘ তাঁহাদের কিঞ্চিত পূতাস্থি প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। নাগগণ উহাতে প্রীত হইয়া পূতাস্থি পূজার উপাদান জোগাড় করিতে চলিয়া গেলেন। ॥ ৮ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষু সোনুত্তর যেই

স্থানে ভূমি ভেদ করিয়া উঠিয়াছেন সেই স্থানে সপ্তরত্নের একটি বৃহৎ তাঁবু স্থাপন করুন।' বিশ্বকর্মা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে তাঁবু স্থাপন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দুই দেবলোকের দেবতাসহ একটি রত্নখচিত সিংহাসন লইয়া সেই স্থানে আসিলেন। তাঁবুতে সেই রত্নের সিংহাসন স্থাপন করিয়া পূতাস্থির কৌটাটি ভিক্ষু সোনুত্তর-এর হাত হইতে লইয়া দেবরাজ ইন্দ্র উহা সিংহাসনের উপরে রাখিলেন।

ব্রহ্মা পূতাস্থির উপর ছত্র ধরিলেন। সন্তুষিত দেবতা চামর দোলাইলেন। দেবতা সুয়াম রত্নখচিত পাখার বাতাস করিলেন। দেবরাজ শঙ্খধ্বনি করিলেন। চারিজন মহারাজা মুক্ত তরবারি হাতে সিংহাসনের চারিদিকে দাঁড়াইলেন। দেবলোকের বত্রিশজন শক্তিশালী দেবতা ফুলের ঝুড়ি লইয়া দাঁড়াইলেন। বত্রিশজন দেবী মশাল হাতে দাঁড়াইলেন। আঠাশজন যক্ষপতি অশুভ যক্ষদের উপদ্রব দূর করিতে পাহারায় রইলেন। স্বর্গীয় সংগীতজ্ঞরা নানারূপ গীতবাদ্যে স্থানটি মুখরিত করিলেন। নাগরাজ মহাকাল আসিয়া বুদ্ধের বন্দনা করিলেন। দেবতারা স্বর্গ হইতে স্বর্গীয় সুবাস বৃষ্টি করিলেন। ॥ ৯ ॥

মার'এর উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে ভিক্ষু ইন্দ্রগুপ্ত ঋদ্ধিবলে সারা আকাশ তামার পাতে ঢাকিয়া দিলেন। ত্রিপিটকবিশারদ ভিক্ষুগণ পূতাস্থির চারিদিকে উপবেশন করিয়া সমবেত কণ্ঠে সূত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বীয় মস্তকের উপরে ধারণ করা স্বর্ণপাত্রটি নামাইয়া সিংহাসনে রাখা পূতাস্থির পাত্রটি সেই স্বর্ণপাত্রের মধ্যে ভরিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ফুল, মালা, সুগন্ধি দ্রব্যে রাজা পূতাস্থির পূজা করিয়া হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া এক দৃষ্টিতে পূতাস্থির স্বর্ণপাত্রটির দিকে চাহিয়া রইলেন। ॥ ১০ ॥

সেই সময় রাজা পূতাস্থির সিংহাসনের উপরে ছত্রটি কেবল দেখিতে পাইলেন কিন্তু ব্রহ্মাকে তিনি দেখিতে পাইলেন না। সেইরূপ তিনি চামর দোলানো, পাখায় বাতাস করা ইত্যাদি দেখিলেও দেবতাদের দেখিতে পাইলেন না। স্বর্গীয় সংগীত শোনা গেলেও দেবতাদের রাজা দেখিতে পাইলেন না। রাজা এইসব অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া ভিক্ষু ইন্দ্রগুপ্তকে বলিলেন, 'ভন্তে! দেবতাদের ন্যায় আমিও ছত্র ধরিব।' ভিক্ষু সম্মত

হইলে রাজাও পূতাস্থির উপর স্বর্ণখচিত শ্বেতছত্র ধরিলেন। সোনার পাত্রের জল ঢালিয়া রাজা পূতাস্থিকে সকল তাম্রপর্ণ দ্বীপের অধিপতি রূপে স্বীকৃতি দিলেন।

অতঃপর ভিক্ষু ইন্দ্রগুপ্তকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন 'ভন্তে! শাস্তার কি কখনো ছত্র ছিল?' ভিক্ষু বলিলেন 'হ্যাঁ মহারাজ! শাস্তার ছত্র ছিল। উহা ছিল নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। মনঃসংযোগ ছিল উহার দণ্ড, নীতিসকল ছিল উহার শিক, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি ছিল উহার আচ্ছাদন। তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া সেই নির্দেশ সারা বিশ্বজগতে ছড়াইয়া বিশ্বের উপর ধর্মের রাজ্য বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন।'

অতঃপর রাজা বুদ্ধের পূতাস্থিকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া পূতাস্থি রক্ষিত স্বর্ণ কৌটাটি স্বীয় মাথায় রাখিয়া গীতবাদ্যসহ শোভাযাত্রা সহকারে তাঁবু হইতে মহাস্তূপে আসিলেন। মহাস্তূপকে প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা ভিক্ষুসংঘসহ স্তূপের প্রাকারের পূর্ব দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। ছিয়ানব্বই কোটি অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণ স্তূপের চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা ভাবিলেন, 'আমি পূতাস্থির কৌটাটি মাথা হইতে নামাইয়া মহামূল্য আসনে স্থাপন করিব।' এইরূপ ভাবনা রাজার মনে উদয় হইতেই, পূতাস্থির কৌটাটি রাজার মাথা হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেল। সাতটি তালগাছ সমান ঊর্ধ্বে উঠিয়া কৌটাটি খুলিয়া গেল এবং উহার মধ্যস্থ পূতাস্থি বাহির হইয়া শূন্যে আলোকিত বুদ্ধের রূপ নিল। বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণ ও আটটি ক্ষুদ্র লক্ষণসহ সেই মূর্তি বহুবর্ণের আলো বিচ্ছুরিত করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত বিশ্বস্ত ধর্মপ্রাণ বারো কোটি দেবতা ও মানুষ অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন। বহু সংখ্যক অনাগামিত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

এই অলৌকিক দৃশ্যের পর পূতাস্থি আবার নিজের রূপ ধারণ করিয়া কৌটায় প্রবেশ করিল এবং সেই কৌটা শূন্য হইতে নামিয়া রাজার মাথায় আসিয়া বসিল। রাজা ভাবিলেন তাঁহার জীবন ধন্য হইল।

মাথায় রাখা পূতাস্থির কৌটাটি দুই হাতে ধরিয়া নৃত্যরত সুন্দরীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজা স্তূপের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া পূতাস্থির কৌটাটি নির্দিষ্ট রত্নখচিত আসনে স্থাপন করিলেন। রাজা সঙ্কল্প

করিলেন যে, যদি এই পূতাস্থি ইহলোকে সকল জীবের একমাত্র শরণ্য হয়, যদি উহার পূজা বুদ্ধপূজার সামিল হয়, তবে এই পূতাস্থি এই আসনে বুদ্ধের শেষ-শয্যার ন্যায় বুদ্ধমূর্তি হইয়া অবস্থান করিবে। এইরূপ সংকল্প করিয়া রাজা নিজের হস্তদ্বয় সুবাসিত জলে ধুইয়া, আতরে উহা লিপ্ত করিয়া, পূতাস্থির কৌটাট খুলিলেন (মহাবংশ)। ॥ ১১ ॥

রাজা পূতাস্থির কৌটা খুলিলে মুহূর্তে উহার মধ্যস্থ পূতাস্থি বুদ্ধের মূর্তির রূপ লইয়া সেই নির্দিষ্ট আসনে নির্বাণ-শয্যায় শায়িত বুদ্ধের ন্যায় অবস্থান করিল। আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভ লগ্নে রাজা বুদ্ধের পূতাস্থি এইভাবে স্তূপের মধ্যে স্থাপন করিলেন। সেই সময় পৃথিবী প্রকম্পিত হইল। নানা স্থানে বহু অলৌকিক দৃশ্যও দেখা দিল। (মহাবংশ) ॥ ১২ ॥

ভূমিকম্পসহ সমুদ্র মথিত হইল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকিল। আচমকা বৃষ্টি নামিল। সকল দেবলোকও কম্পিত হইল। রাজা সাতদিন ধরিয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্র-অলংকারসহ বহু জিনিষ দীন দরিদ্রদের দান করিলেন। রাজ-অন্তঃপুরের মহিলারা, নর্তকীরা এবং দেবলোকের দেবতারাও সাত দিন ধরিয়া এইরূপ দান-খয়রাত করিলেন।

বলা হয়, যদি কেহ ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে ত্রিলোকপতি সুগতকে প্রণাম ও বন্দনা করেন, অথবা তাঁহার পরিনির্বাণের পর তাঁহার ক্ষুদ্রতম শর্ষপদানার ন্যায় পূতাস্থিকেও সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, তবে সেই পুণ্যকর্মের ফলে পুরস্কার প্রাপ্ত হন্। পূতাস্থি পূজা করা স্বয়ং জীবন্ত সুগতকে পূজা করার সামিল। (মহাবংশ) ॥ ১৩ ॥

রাজা ভিক্ষুসংঘকে চীবর ও প্রয়োজনীয় বস্তুসকল দান করিলেন, যেমন চিনি, ঘি ইত্যাদি। সারারাত ধরিয়া ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সূত্রসকল আবৃত্তি করিলেন।

পরদিন রাজা ভেরীর শব্দে ঘোষণা করিলেন যে, সাতদিন ধরিয়া জনগণ পূতাস্থির পূজা করিতে পারিবে। ভিক্ষু ইন্দ্রগুপ্ত ভাবিলেন, 'এই সাতদিনের মধ্যে সমগ্র তাম্রপর্ণি দ্বীপের জনগণ বুদ্ধের পূতাস্থি পূজা করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।'

রাজা এই সাতদিন ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়া, জনগণকে দান-খয়রাত করিয়া, ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন, 'হে মহার্ঘগণ! গর্ভগৃহে যাহা

করণীয় ছিল, তাহা করা হইয়াছে। দ্বীপের জনগণও পূতাস্থি দর্শন ও পূজা করিয়াছে। সাতদিন অতিবাহিত হইয়াছে। এইবার গর্ভগৃহটি বন্ধ করিয়া দিন।' ভিক্ষুগণ সম্মত হইয়া ভিক্ষু সুমন ও উত্তরকে সেই দায়িত্ব দিয়া বলিলেন 'যে সুবর্ণ বর্ণের প্রস্তর আনা হইয়াছিল, উহার একটি গর্ভগৃহের দ্বারের জন্য রক্ষিত আছে। সেই প্রস্তর দিয়া গর্ভগৃহের দ্বার ঢাকিয়া বন্ধ করুন।' ভিক্ষুদ্বয় সম্মত হইয়া গর্ভগৃহের পূর্বদিকের দেওয়ালের কাছে রক্ষিত সেই প্রস্তর খণ্ডটি দিয়া গর্ভগৃহের দ্বার বন্ধ করিলেন।

অতঃপর অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণ সংকল্প করিলেন যে, গর্ভগৃহের মধ্যস্থ সকল ফুল, মালা যেন কোনদিন শুকাইয়া না যায়। প্রজ্বলিত প্রদীপসকল যেন কোনদিন নিভিয়া না যায়। মণিরত্ন সকল যেন কোনদিন নিষ্প্রভ না হয়। পূজার নৈবেদ্য যেন কোনদিন বিনষ্ট না হয়। দ্বারের স্বর্ণ বর্ণের প্রস্তরখণ্ড যেন সুকঠিন থাকে এবং বিরুদ্ধাচারীরা যেন বুদ্ধের পূতাস্থির দর্শন লাভ না করিতে পারে।

স্তূপের গর্ভগৃহ বন্ধ হইবার পর রাজা আবার ভেরীর শব্দে ঘোষণা করিলেন যে, 'যদি কেহ পূতাস্থির উদ্দেশ্যে কোন উপহার প্রদান করিতে চান, তবে উহা তিনি গর্ভগৃহের দ্বারে রাখিয়া দিতে পারেন।' এই ঘোষণার পর অগণিত মানুষ নিজেদের সাধ্য মতো নানা উপহারের বস্তু-সকল মহাস্তূপের বন্ধদ্বারের সামনে রাখিয়া গেলেন। হাজার রকমের বস্তুসকল নানা পাত্রে উক্তস্থানে রক্ষিত হইল। ॥ ১৪ ॥

ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রীতি ও আনন্দ বর্ধনের জন্য এই সঙ্কলিত কাহিনী উপস্থাপন করা হইল।

পূতাস্থি স্থাপনের কথা সমাপ্ত

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মহাস্তূপের কথা

মহাস্তূপের বাহিরের আস্তরণে চূণ-বালির কাজ ও স্তূপের চূড়ায় ছত্রের কাজ যখন চলিতেছিল তখন হঠাৎ রাজা মারাত্মক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। রাজা তখন 'দীঘভাপী' হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, 'মহাস্তূপের বাহিরের আস্তরণ ও চূড়ার ছত্রের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তুমি এই কাজ শীঘ্র সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে শান্তি দাও।' রাজাকে খুবই দুর্বল ও মৃতপ্রায় দেখিয়া ভ্রাতা ভাবিলেন, 'এই কাজ শীঘ্র সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, উহা সম্পন্ন হইবার পূর্বেই রাজার মৃত্যু হইতে পারে।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজার ভ্রাতা স্তূপটিকে সাদা চাদরে ঢাকিয়া সেই চাদরের নীচের দিকে মঙ্গলকলসের সারি, মাঙ্গলিক চিহ্ন ও রেলিং আঁকিয়া দিলেন। চূড়ায় বেতের কাজ করা ছত্র ও কাপড়ে অঙ্কিত সূর্য স্থাপন করিলেন। স্তূপের চাদর লাক্ষা ও গেরুয়া মাটি দিয়া রাঙাইলে স্তূপটিকে পিতলের নির্মিত মনে হইতে লাগিল। এই কাজ সম্পন্ন করিতে বেশী সময় লাগিল না।

অতঃপর রাজার ভ্রাতা রাজাকে জানাইলেন যে, স্তূপের বহির্রঙ্গের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। রাজা ইহা শুনিয়া মহাস্তূপটি দেখিতে চাহিলেন।

পাল্কিতে চড়িয়া পরিষদও রাজপরিবারের সকলের সহিত রাজা প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মহাস্তূপকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্তূপের দক্ষিণ দ্বারের কাছে রাজাসনে শায়িত হইলেন। শায়িত অবস্থায় রাজা পিতলে নির্মিত মহাস্তূপটি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। ছিয়ানব্বই কোটি ভিক্ষুগণ ধর্মপ্রাণ রাজার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া সেই স্থানে আসিয়া রাজার চারিপাশে দাঁড়াইলেন। রাজ্যের অসংখ্য জনগণও ছুটিয়া আসিয়া রাজার পিছনে শোকে স্তব্দ হইয়া রহিলেন। দলে দলে ভিক্ষুগণ সমবেত কণ্ঠে সূত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

সেই ভিক্ষুসংঘে 'পুত্তাভয়' ভিক্ষুকে না দেখিয়া রাজা ভাবিলেন 'আমি দমিলদের বিরুদ্ধে অণ্টাবিংশ-টি মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলাম। সেই সময়

আমার প্রিয় যোদ্ধা 'পত্তাভয়' আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু এখন আমি যখন মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতেছি তখন তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! খুব সম্ভবত তিনি আমার পরাজয় সুনিশ্চিত অনুমান করিয়া এইরূপ করিয়াছেন।'

সেই সময় ভিক্ষু পুত্তাভয় পঞ্জলি পর্বতে করিন্দ নদীর[১] উৎস মুখে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি রাজার উক্ত ভাবনার কথা জানিতে পারিয়া পাঁচশত অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুসহ আকাশ পথে উড়িয়া আসিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা ভিক্ষুকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। ভিক্ষু রাজার সম্মুখে বসিলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'ভন্তে! আমি আপনাদের (দশ বীর যোদ্ধার) সাহায্যে দমিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমাকে একলা যুদ্ধ করিতে হইতেছে। একলা যুদ্ধ করিয়া আমি মৃত্যুকে পরাস্ত করিতে পারিব না।' এই কথা শুনিয়া ভিক্ষু পুত্তাভয় রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। আপনার অবিশুদ্ধতা এখনো পরাস্ত হয় নাই বলিয়া মৃত্যুকে আপনি ভয় করিতেছেন। আসলে মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।' (মহাবংশ) ॥ ১ ॥

এই বলিয়া ভিক্ষু রাজাকে এই উপদেশ প্রদান করিলেন, 'মহারাজ! বিশ্বজগত জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবলে। সুউচ্চ আকাশচুম্বী কঠিন পর্বতও একসময় বিলুপ্ত হয়। সেইরূপ ধনী, দরিদ্র, কুলীন, ব্রাহ্মণ, বণিক, কৃষক, উচ্চ, নীচ ও প্রাণিকুলের সকলেই জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুতে বিলুপ্ত হয়। মৃত্যু কাহাকেও রেহাই দেয় না। তখন হস্তি, অশ্ব, রথ, সৈন্য ইত্যাদি কিছুরই আর প্রয়োজন হয় না। মৃত্যুকে ছলে, বলে, কৌশলে বা সম্পত্তির লোভে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। ॥ ২ ॥

মহারাজ! পূর্বের মহান রাজাগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। বিখ্যাত রাজা মহাসম্মত, মহাশক্তিধর রাজা বলদেব, ধনবান রাজা জ্যোতিয়, মেণ্ডক প্রভৃতিকে মৃত্যু রাহুর ন্যায় গ্রাস করিয়াছে। তথাগতের বহু ভিক্ষুগণও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। মহাঋদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধশিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত-মোগ্গলান, এবং মহাগুণসম্পন্ন অসংখ্য বুদ্ধগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তবে অন্যেরা

১. শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ প্রদেশের 'কিরিন্দ-ওয়া' নদী।

কেন মৃত্যুবরণ করিবে না? মহারাজ! জগতের সকল কিছুই অনিত্য। কোন কিছুই জগতে চিরস্থায়ী নয়। সেই কারণে ত্রিলোকনাথ সুগতকেও চলিয়া যাইতে হইয়াছে। অন্য সকলের কথা আর কী বলিব।

মহারাজ! আপনি কখনো ভাবিয়াছেন কি যে, পার্থিব যাহা কিছু আপনার আছে তাহা সকলই তুচ্ছ, অনিত্য ও আপনার নিজস্ব নয়? কিন্তু ইহলোকে আপনি সত্যধর্মের জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন উহা তুচ্ছ নয়, উহা মহৎ পুণ্য কর্ম। দেবলোকের সুখ ত্যাগ করিয়া আপনি এই লোকে আসিয়া বহু পুণ্যকর্ম করিয়াছেন। আপনার সেই সকল মহৎকর্মে ধর্মের খ্যাতি বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। মহারাজ! এই সকল মহৎকর্মের কথা আপনি এখন চিন্তা করুন। ইহাতে সত্বর সুখপ্রাপ্ত হইবেন।' (মহাবংশ) ॥ ৩ ॥

ভিক্ষু পুত্তাভয়ের কথা শুনিয়া রাজা মনে শান্তি লাভ করিলেন। তিনি ভিক্ষুকে বলিলেন, 'ভন্তে! মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম কালে এই উপদেশ দিয়া আপনি আমাকে সাহায্য করিলেন।'

অতঃপর রাজা তাঁহার গুণকীর্তির কথা লিখিত পুস্তক হইতে পাঠ করিয়া শোনাইতে বলিলে রাজসভার করণিক উহা উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন।

'রাজা নিরানব্বই কোটি কাঁহাপন ব্যয় করিয়া মরিচভত্তি বিহারসহ নিরানব্বইটি বিহার নির্মাণ করিয়াছেন। পিতলের মহাস্তূপটি রাজা ত্রিশ কোটি কাঁহাপন ব্যয় করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। স্তূপের গর্ভগৃহে স্থাপিত স্মারক বস্তুসকলের মূল্য বিশ কোটি কাঁহাপন। পুতাস্হি স্হাপনের কালে আরও যে সকল মূল্যবান বস্তু স্থাপন করা হয়, উহার মূল্য সহস্র কোটি কাঁহাপন।

কোলম্ব প্রদেশে মহাদুর্ভিক্ষের সময় রাজা নিজের মহা মূল্যবান দুইটি কর্ণফুলের পরিবর্তে যবের জাগু সংগ্রহ করিয়া পাঁচজন অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের উহা প্রদান করিয়াছিলেন।

চুলঙ্গনিয়র যুদ্ধে ক্ষুধার্ত রাজা নিজের কথা চিন্তা না করিয়া তাঁহার সকল আহার্য অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু তিষ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন।'

এইভাবে রাজকরণিক রাজার গুণাবলি পাঠ করিতে লাগিলেন। (মহাবংশ) ॥ ৪ ॥

রাজা করণিককে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'থামুন, থামুন। মরিচভত্তি বিহার ও এই স্তূপ নির্মাণের পর আমি প্রতিক্ষেত্রে সাতদিন ধরিয়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণীসংঘ ও দীন-দরিদ্রদের দান-খয়রাত করিয়াছিলাম। আমি চব্বিশটি বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসব পালন করিয়াছি। তাম্রপর্ণি দ্বীপের সকল ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আমি তিনবার চীবর দান করিয়াছি। বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্মকে আমি এই দ্বীপের অধিপতি রূপে স্বীকৃতি দিয়াছি। এই দ্বীপের বারোটি স্থানে আমি ঘিয়ের হাজার প্রদীপ অনির্বাণ জ্বলিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আঠারোটি স্থানে আমি দীন-দরিদ্রদের জন্য নঙ্গরখানা এবং দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছি। চুয়াল্লিশটি স্থানে আমি তাহাদের বিনামূল্যে চাউল ও তৈল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। কিছু স্থানে ঘিয়ের পিঠা দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছি। আর কিছু স্থানে কেবল সাধারণ মানের চাউল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান জানিয়া, আমি প্রতিটি বিহারে ভিক্ষুদ্বারা ধর্মদেশনার ব্যবস্থা করিয়াছি। নিজে মঙ্গলসূত্র আবৃত্তি করিতে পারিলেও ভিক্ষুদের সম্মানার্থে আমি উহা করি নাই। প্রতিটি বিহারে ধর্মদেশনার ব্যবস্থা করিয়া আমি সেই সকল ভিক্ষুকে পুরস্কারও প্রদান করিয়াছি। সেই পুরস্কার হইল, কিছু পরিমাণ ঘি, গুড়, চিনি ও উপসথ দিনে চীবর প্রদান। কিন্তু এই সকল দানে আমি আনন্দিত হই নাই। নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া, বিপদকালে যে দুইটি দান আমি করিয়াছিলাম, উহাই আমাকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিল।' (মহাবংশ) ॥ ৫ ॥

ভিক্ষু পুত্তাভয় রাজার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! যথার্থ আনন্দের বিষয়েই আপনি আনন্দিত হইয়াছিলেন। আপনার উক্ত দানদ্বয় পাঁচটি কারণে মহৎ ছিল। কাহাকেও কষ্ট প্রদান না করিয়া সেই দানসামগ্রী আপনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিধাহীনভাবে নিজের কথা চিন্তা না করিয়া আপনি সেই দানদ্বয় করিয়াছিলেন। সেই দান গ্রহণকারী প্রীত হইয়াছিলেন। দৃঢ় ধর্মবিশ্বাসের কারণে সেই দান প্রীতি ও আনন্দের উদ্রেক করিয়াছিল, এবং সেই দান কাজে লাগিয়াছিল।

মহারাজ! মহাদুর্ভিক্ষের সময় সেই পাঁচজন অর্হত ভিক্ষু আপনার নিকট হইতে যবের জাগু গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের একজন ভিক্ষু মলয়-মহাদেব, উহা সুমনকূট পর্বতের পাঁচশত ভিক্ষুদের দিবার পর নিজে গ্রহণ

করিয়াছিলেন। সেই পাঁচজন ভিক্ষুদের মধ্যে একজন ভিক্ষু ধম্মগুত্ত, কল্যাণী বিহারে উপস্থিত পাঁচশত ভিক্ষুদের উহা দিবার পর নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পাঁচজন ভিক্ষুদের মধ্যে তলঙ্গর নিবাসী একজন ভিক্ষু ধম্মদিন্ন, পিয়ংগুদ্বীপে উপস্থিত বারো হাজার ভিক্ষুদের উহা দিবার পর নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পাঁচজন ভিক্ষুদের মধ্যে মংগন নিবাসী একজন ভিক্ষু চুলতিষ্য, কৈলাসকূট বিহারে উপস্থিত ষাট হাজার ভিক্ষুদের উহা দিবার পর নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পাঁচজন ভিক্ষুদের মধ্যে পঞ্চমজন ভিক্ষু মহাব্যাগ্গহ উক্কানগর বিহারে উপস্থিত সাতশত ভিক্ষুদের উহা দিবার পর নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ! চুলঙ্গনিয় যুদ্ধের শেষে যে আহার্য আপনি ভিক্ষু তিষ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই খাদ্য ভিক্ষু গোতম পিয়ংগুদ্বীপে উপস্থিত বহু শত ভিক্ষুগণকে দিয়া পরে নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।'

ভিক্ষু পুত্তাভয় এই সকল বলিয়া রাজাকে শান্তি প্রদান করিলেন। রাজা প্রীত হইয়া ভিক্ষুকে বলিলেন, 'ভন্তে! আমার চব্বিশ বছরের রাজত্বকালে আমি ভিক্ষুসংঘের প্রধান দায়ক ছিলাম। মৃত্যুর পর এই মরদেহও আমি ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করিলাম। যেই স্থান হইতে এই মহাস্তূপ নজরে আসিবে সেইরূপ কোন স্থানে গোল বেষ্টনীর মধ্যে ভিক্ষুসংঘের এই সেবকের মরদেহ দাহ করিবেন।'

অতঃপর রাজা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'প্রিয় তিষ্য! এই মহাস্তূপের অসম্পূর্ণ কাজসকল সম্পূর্ণ করিও। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ফুল দিয়া পূতাস্থি রক্ষিত এই মহাস্তূপকে পূজা করিবে এবং দিনে তিনবার অনুষ্ঠানিক অর্ঘ্যের নির্দেশ দিবে। যে সকল দানের সূচনা আমি করিয়াছি উহা হ্রাস না করিয়া চালু রাখিবে। ভিক্ষুসংঘের প্রতি কর্তব্যে সচেষ্ট হইবে।' রাজা এইরূপ বলিলে তিষ্য মৌন রইল।

সেই সময় ভিক্ষুগণ সমবেত কণ্ঠে সূত্র আবৃত্তি করিতে ছিলেন। ছয় দেবলোকের দেবতারা ছয়টি রথ লইয়া আসিয়া রাজার সামনে রথগুলি সারিবদ্ধভাবে রাখিয়া প্রত্যেকে পৃথকভাবে তাঁহাদের দেবলোকে যাইবার জন্য রাজাকে মিনতি করিতে লাগিলেন।

রাজা হাতের ইশারায় তাঁহাদের সকলকে থামিতে অনুরোধ করিয়া

বলিলেন, 'সূত্র আবৃত্তি শেষ না হওয়া অবধি অপেক্ষা করুন।' ভিক্ষুসংঘ রাজার হাতের ইশারার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন, রাজা সূত্র আবৃত্তি বন্ধ করিতে বলিতেছেন। এইরূপ ভাবিয়া ভিক্ষুসংঘ সূত্র আবৃত্তি বন্ধ করিলেন। রাজা ভিক্ষুসংঘকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষুসংঘ রাজার হাতের ইশারায় থামিতে বলার উল্লেখ করিলেন। রাজা তখন ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন, 'ভন্তে! আমি হাতের ইশারায় আপনাদের আবৃত্তি থামাইতে বলি নাই। ছয় দেবলোকের দেবতাগণ বিভিন্ন ছয় দেবলোক হইতে ছয়টি রথ আনিয়া কেবল তাঁহাদের দেবলোকে যাইতে প্রত্যেকে পৃথকভাবে আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। আমি তাঁহাদের সূত্র আবৃত্তি শেষ না হওয়া অবধি অপেক্ষা করিতে বলিয়া হাতের ইশারা করিয়াছিলাম'।

উপস্থিত জনগণ রাজার কথা শুনিয়া এবং কোন দৈব রথ বা দেবতাদের না দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, রাজা মৃত্যুভয়ে ভুল বকিতেছেন। মৃত্যুকে কে না ভয় করে? ॥ ৬ ॥

সেই সময় ভিক্ষু পুত্তাভয় রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! ছয় দেবলোকের দেবতারা ছয়টি রথ লইয়া আসিয়াছেন কথাটি লোকে কী করিয়া বিশ্বাস করিবে?' রাজা ভিক্ষুর কথায় কতিপয় ফুলের মালা সামনের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। দেবতাগণ সেই মালাসকল হাতে লইয়া তাঁহাদের রথের দণ্ডে ঝুলাইয়া দিলেন। অদৃশ্য দেবতাগণ ও দৈব রথসকল না দেখিতে পাইলেও জনগণ দেখিলেন মালাগুলি শূন্যে ঝুলিতেছে। ইহাতে তাহাদের সন্দেহ দূর হইল।

অতঃপর রাজা ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে! কোন্ দেবলোক পরমানন্দজনক'? ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'মহারাজ! তুষিত স্বর্গই পরমানন্দজনক। বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় বুদ্ধ হইবার অপেক্ষায় এই স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন।' এই কথা শুনিয়া রাজা সেই দেবলোকে যাইতে মনস্থির করিয়া মহাস্তূপটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে ইহলোক ত্যাগ করিয়া, পুনরায় সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া তুষিত দেবলোকের রথে চড়িয়া বসিলেন।

পুণ্যকর্মের কারণে দুট্ঠগামনী-অভয় রাজার এই যে ফলপ্রাপ্তি উহা উপস্থিত জনগণকে জানাইতে রাজা দৈবভূষণে অলংকৃত হইয়া রথে দাঁড়াইয়া সকলকে দেখাইয়া সেই মহাস্তূপ দক্ষিণদিক হইতে রথসহ তিনবার প্রদক্ষিণ

করিয়া এবং ভিক্ষ‌ুসংঘকে প্রণতি জানাইয়া তুষিত স্বর্গে চলিলেন।

বলা হয়, 'জাগতিক ম‌ূল্যহীন সঞ্চিত ধন-সম্পদাদির মোহ পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞজন সেইসকল ত্রিরত্নে দান করিয়া অপরিহার্য বিষয়সহ পরমানন্দজনক অবস্থায় উপনীত হয়'। (মহাবংশ) ॥ ৭ ॥

রাজার ম‌ৃত্যুতে শোকাতুর রাজবালাগণ নিজেদের দেহের স্বর্ণ অলংকার ও ফুলসাজ খ‌ুলিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ঘটনাটি স্মরণ রাখিতে সেই স্থানে পরে 'ম‌ুকুটম‌ুক্তশালা' নামক একটি সভাগ‌ৃহ নির্মাণ করা হয়।

রাজার মরদেহ চিতায় স্থাপিত হইলে অসংখ্য জনগণ রাজার শোকে দ‌ুই হাত ছড়াইয়া বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই শোকাতুর স্থানটিতে পরে 'রবিভট্টিশালা' নামক একটি সভাগ‌ৃহ নির্মাণ করা হয়।

মহাস্তূপের অনতিদ‌ূরে ব‌ৃত্তকার বেষ্টনীর মধ্যে রাজার মরদেহ দাহ করা হয়। স্থানটিকে 'রাজমালক' বলা হয়।

অতঃপর রাজার ভ্রাতা 'অভয়-তিষ্য' সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মহাস্তূপের অসম্প‌ূর্ণ কাজগ‌ুলি সম্প‌ূর্ণ করিয়া ভিক্ষ‌ুসংঘকে দানাদি প্রদান করেন।

ধর্মপ্রাণ মান‌ুষের প্রীতি ও আনন্দ বর্ধনের জন্য এই সংকলিত কাহিনী উপস্থাপন করা হইল। ॥ ৮ ॥

মহাস্তূপের কথা সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

রাজা দুট্টগামনী-অভয়-'এর পিতা মহারাজ কাকবর্ণ-তিষ্য একসময় মৈত্রেয় বুদ্ধের পিতা হইবেন। বিহার-মহাদেবী তাঁহার মাতা হইবেন। দুট্টগামনী-অভয় সেই বুদ্ধের প্রধান শিষ্য হইবেন। অভয়-তিষ্য সেই বুদ্ধের দ্বিতীয় প্রধান শিষ্য হইবেন। রাজার পিসী অনুলাদেবী বুদ্ধের প্রধান মহিষী হইবেন। যুবরাজ শালিরাজ বুদ্ধের পুত্র হইবেন। রাজ-কোষাধ্যক্ষ ও ধর্মমন্ত্রী, বুদ্ধের প্রধান ভিক্ষুসেবক হইবেন। তাঁহার কন্যা বুদ্ধেয় প্রধানা সেবিকা হইবেন।

আর যাঁহারা ধর্মকর্ম করিয়া বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া, নিজেদের দোষমুক্ত করিয়া অর্হত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নির্বাণ লাভ করিয়া সম্পূর্ণ মুক্ত হইবেন।

মহিন্দসেন বিহারের স্বীয় কক্ষে বসিয়া এই পর্যন্ত লিখিলাম। আমি ভিক্ষুর চীবর ধারণ করিয়া ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করি। আমি ত্রিপিটকজ্ঞ, বুদ্ধের ধর্ম ও নীতিতে বিশ্বাসী ও অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষ। ধার্মিকদিগের অনুরোধে আমি এই 'থূপবংশ' লিখিতে বসি। নানারূপ জটিলতা মুক্ত করিয়া সকলের হিতের জন্য, বিজ্ঞজন সমাদৃত এই লেখা সমাপ্ত করিলাম। এই পুণ্যকর্মে যাহা কিছু পুণ্য লাভ করিয়াছি উহা সকলের মঙ্গলের জন্য বিতরণ করিলাম। এই গ্রন্থ যেমন সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে, সেইরূপ এই পুণ্যলাভে সকলে যেন বাধাহীন হইয়া সত্বর তাঁহাদের অভীষ্ট লাভ করেন।

ধর্মের উন্নতিকল্পে যিনি 'পটিসম্ভিধামগ্গ' গ্রন্থের 'লিনত্তদ্বীপনি' নামক টীকা লিখিয়াছেন এবং সিংহলী ভাষায় লিখিত 'সচ্চসংক্ষেপ', আর 'বিশুদ্ধিমগ্গ-সংক্ষেপ' গ্রন্থগুলির টীকা লিখিয়াছেন, যিনি লোকপতি রাজা পরক্রম-এর ধর্মাগারের অধ্যক্ষ, সেই পরম ত্রিপিটকজ্ঞ, ধর্মগুরু ভিক্ষু 'ভাচিস্বর' দ্বারা এই গ্রন্থটি লিখিত হইল।

থূপবংশ গ্রন্থের সমাপ্তি

টীকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বংশ—পৌরাণিক উপাখ্যান।

চৈত্য—স্মৃতিসৌধ।

পাচ্চেকা বুদ্ধ—যিনি বুদ্ধত্বলাভ করে ধর্মপ্রচার করেন না।

অমরাবতি শহর—খুব সম্ভবত এটি দক্ষিণ ভারতের আধুনিক 'অমরোতি' নগর।

রম্ম নগর—বারাণসীর প্রাচীন নাম।

দশবল—বুদ্ধের দশপ্রকার গুণ।

ঋদ্ধি—অলৌকিক শক্তি।

ষড়ভিজ্ঞ—ছয়প্রকার জ্ঞানপ্রাপ্ত যথা, দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রবণ, সকল ইন্দ্রিয়ের সম্যক জ্ঞান, অন্যের মনের কথা জানিতে পারা, পূর্বজন্মের স্মৃতিলাভ এবং বাসনার ক্ষয়।

সংকল্প—প্রতিজ্ঞা।

বোধিবৃক্ষ—যে অশ্বত্থ গাছের নীচে ধ্যানে বসে গৌতমের বুদ্ধত্বলাভ হয়েছিল।

নিরঞ্জনা নদী—ফল্গু নদীও বলা হয়। তবে দুই শাখানদী নীলাঞ্জনা ও মোহনা মিলে এই ফল্গু নদীর উদয়। নীলাঞ্জনা বা নিরঞ্জনা নদীর পশ্চিম তীরে বুদ্ধগয়া। হাজারিবাগ অঞ্চলের 'সীমেরিয়া' হচ্ছে এই নিরঞ্জনা নদীর উৎসস্থল।

পারামি—বুদ্ধত্বলাভের জন্য যে সকল পুণ্যকর্ম করতে হয়। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় নানা পুণ্যকর্ম করে সিদ্ধিলাভ করে তবে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। 'চরিয়াপিটকের' ভাষ্যে ধর্মপাল এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। মহাযানীরা বোধিসত্ত্ব, পাচ্চেকা বুদ্ধ, পারামি ইত্যাদির উদ্ভব করেছেন। জাতকের গল্পেও পারামি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। মহাযানীরা বলেছেন, বুদ্ধত্বলাভ করতে হলে দশ-প্রকার পারামি পূর্ণ করতে হয়। সেগুলো হলো, দান, নৈতিকতা, ত্যাগ, জ্ঞান, তেজ, তিতিক্ষা, সত্যতা, সংকল্প, মিত্রতা,

এবং মনের দৃঢ়তা। জাতকের কাহিনীগুলো এইসকল পারামি পূর্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আদি বৌদ্ধশাস্ত্রে এসব নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাদান—খাদ্য প্রদানই বৌদ্ধশাস্ত্রে দান বলা হয়। পরবর্তীকালে এই শব্দের ভিন্ন অর্থ হয়েছে। মহাদান বলতে ঔষধী, তেল, ঘি, গুড়, মধু ও চীবর দান বোঝায়।

ফুল, মালা, সুগন্ধী দ্রব্যে বন্দনা—এ-সব বৌদ্ধধর্মে ছিল না। পরে মহাযানী বৌদ্ধরা এ-সব ধর্মে ঢুকিয়েছেন।

ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ।

হিমবত—হিমালয় অঞ্চল।

পঞ্চশীল—প্রাণীহত্যা না করা, মিথ্যা না বলা, চুরি না করা, কাম ও মিথ্যাচার না করা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ না করা। ক্ষুদ্দকপাঠ গ্রন্থে দশশীলের কথাও রয়েছে।

নির্বাণের স্রোত—নির্বাণলাভের চারটি সোপান, সোতাপত্তি, সকদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্বলাভ। দীঘনিকায়ের মহালি সুত্রে এর বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। নির্বাণকে স্রোতের ন্যায় বলা হয়েছে।

সমাপত্তি—ধ্যানের চারটি সোপান যথা, সীমাহীন বিশ্বের ধারণা, সীমাহীন চেতনার ধারণা, অচেতনতা এবং চেতনাহীন-অচেতনতাহীন অবস্থা। পটিসম্ভিদামগ্গ গ্রন্থে এর বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে।

পটিসম্ভিদা—পটিসম্ভিদা চার রকম যথা, অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভান।

লোকনাথ—বুদ্ধ। বুদ্ধকে 'লোকনাথ'ও বলা হতো।

যোজন—আট মাইলে এক যোজন।

পায়েসান্ন—পায়েস। প্রাচীনকালে পায়েস তৈরী করা হতো, চাল, দুধ, মধু, চিনি ও ঘি দিয়ে।

জম্বুদ্বীপ—ভারতবর্ষ। প্রাচীনকালে বলা হতো চার মহাদ্বীপের মধ্যে একটি হচ্ছে জম্বুদ্বীপ। জম্বু গাছের জঙ্গল ছিল একসময় এই

দ্বীপে। তাই জম্বুদ্বীপ বলা হতো। এই দ্বীপে পাঁচটি নদী ছিল গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী। নদীগুলো সমুদ্রে গিয়ে পড়তো।

হিমগীরি—হিমালয়।

শাস্তা—শিক্ষক। বুদ্ধকে শাস্তা বলা হতো।

ত্রিপিটক—বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র যথা, সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্ম পিটক। এই তিনটি পিটকেই ত্রিপিটক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনোমা নদী—প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহাম বলেছেন, এটি গোরখপুর অঞ্চলের 'অউমি' নদী।

সুমেরু পর্বত—জম্বুদ্বীপের সুউচ্চ পর্বতমালা। এর সাতটি পাহাড় বা রয়েছে। আসলে হিমালয়কেই বোঝায়। এই পর্বতের মেরু পর্বত উপরেই নাকি ইন্দ্রের স্বর্গ। এই পাহাড়ের ওপরেই হচ্ছে তুষিত স্বর্গ। এটাই ছিল প্রাচীন ধারণা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাণ্ডব পাহাড়—রাজগৃহের একটি পাহাড়। প্রাচীন গীরিব্রজের উত্তর দিকে দুইটি পাহাড়, বেভার ও পাণ্ডব। থেরগাথায়-এর উল্লেখ আছে।

চার পরম দক্ষতা—সর্বোচ্চ জ্ঞান, রাগ-দ্বেষ-মোহ মুক্তি, প্রতিবন্ধকতা জ্ঞাত হওয়া এবং মুক্তির পথ প্রদর্শন করা। মজ্ঝিমনিকায়ে এ-সব বলা হয়েছে।

পাঁচ সন্ন্যাসী—কোন্ডন্য, ভদ্দিয়, বপ্পা, মহানাম ও অশ্বজি। এঁনারাই গৌতম বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্য হয়েছিলেন।

ঋষিপত্তন—সারনাথ।

কুশীনগর —গোরখপুরের পূর্বদিকে ক্ষুদ্র গণ্ডক অঞ্চলের 'কাসিয়া' বা কুশীনারা গ্রাম।

পাবা—বর্তমান কাসিয়া গ্রামের বারো মাইল উত্তর-পূর্বে ছিল এই প্রাচীন শহরটি। বর্তমানে এটা 'পদরাওনা' গ্রাম।

মোরিয়—এরা কিন্তু মৌর্য নয়। এঁনারা পিপ্পল বনে বাস করতেন। সেখানে ছিল প্রচুর ময়ূর। সেই কারণে তাঁদের 'মোরিয়' বলা হতো। তবে মহাবংশ গ্রন্থের ভাষ্যকার এঁদের মৌর্য বংশের পূর্ব-পুরুষ বলেছেন।

মার—বৌদ্ধশাস্ত্রে একে শুভ কাজের বিঘ্নকারী বলা হয়। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের কামদেবের অনুরূপ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাটলিপুত্র—গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বজ্জিদের রাজ্যের শেষ সীমানায় ছিল 'কোটিগাম' গ্রাম। এই গ্রামের বিপরীত দিকে রাজপথের পাশে ছিল 'পাটলিগাম' নামের গ্রামটি। এই গ্রামকেই পরে মগধ রাজ্যের রাজধানীতে রূপান্তরিত করে 'পাটলিপুত্র' নগর করা হয়। এইভাবে এই রাজ্যের রাজধানী দ্বিতীয়বার স্থানান্তরিত করা হয়। বন্যায়, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ও ভূমিকম্পে এই প্রাচীন বর্ধিষ্ণু শহর তিনবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীঘনিকায়ে তাই বলা হয়েছে।

তাম্রলিপ্ত—ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন বন্দর। বর্তমানের তমলুক বা তাম্রলিপ্তি।

মহাবংশ—এটি সিংহলী ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ। নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাল্পনিক কাহিনী রয়েছে এই গ্রন্থে। সিংহলের প্রাচীন কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর রচনা এইটি। পরে গ্রন্থটি প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়।

রাজা দেবপ্রিয় তিষ্য—ইনি সিংহলের প্রাচীন এক রাজা। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন সম্রাট অশোকের পরম বন্ধু। 'দেবপ্রিয়' নামটি অশোক ব্যবহার করতেন। সেইটি সিংহলের এই রাজাও ব্যবহার করেছেন।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা—বিদীশার এক ধনী বণিকের সুন্দরী কন্যা ছিলেন দেবী। সম্রাট অশোকের ঔরসে দেবীর পুত্রকন্যা এই দুইজন। রাজা দেবীকে বিয়ে করেছিলেন, না করেননি, এই তথ্যটি কোথায়ও নেই। দেবী অবশ্য বাপের বাড়িতেই থাকতেন। পুত্রকন্যারা সম্রাটের প্রাসাদে থাকলেও তাঁরা যথার্থ মর্যাদা পাননি। পরে তাঁরা দুজনেই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হয়ে যান।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গঙ্গা বা মহাগঙ্গা—দমিলদের অধিকৃত (সিংহল) রাজ্য ও মহাগাম রাজ্যের (সিংহল) মধ্যস্থ এই প্রাচীন নদীকেও গঙ্গা বা মহাগঙ্গা বলা হতো। এইটি সিংহলের একটি প্রাচীন নদী।

দমিল—ভারতবর্ষের দ্রাবিড়দের এইখানে 'দমিল' বলা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে ছিল তাদের অবস্থান। দক্ষিণ ভারত থেকে তারা সমুদ্র পথে সিংহলে যায় ও কিছু দ্রাবিড়রা সেইখানে অবস্থান করে। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে বলা হয়েছে দ্রাবিড়রা একসময় সেই দ্বীপের রাজা হয়ে বসেন। বত্রিশটি দ্রাবিড় রাজাদের কথা বলা হয়েছে সিংহলের ইতিহাসে। তারা রাজ্য বিস্তারের জন্য সিংহলীদের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। এদের বলা হতো 'অনারিও' বা অনার্য। পরে সিংহলের রাজা দুট্ঠগামনী-অভয় যুদ্ধে বহু দমিল রাজাদের পরাস্ত করে সিংহলকে দমিল মুক্ত করেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কাহাপন—প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের টাকাকে কাহাপন (কাহন) বলা হতো। এক কাহন হচ্ছে বর্তমানের এক টাকা। কাহাপন হতো তামার চৌকো খণ্ড। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা ছিল না।

স্বর্ণমুদ্রার উদ্ভব হয়েছে কুষাণ যুগে, তার পূর্বে নয়। গুপ্তযুগে অবশ্য রৌপ্যমুদ্রা ছিল।

জল উৎসব—দোল উৎসবে যেমন রঙ দিয়ে দোল খেলা হয়। সিংহলে জ্যেষ্ঠ মাসে জল দিয়ে দোল উৎসবের মতো 'জল-উৎসব' করা হয়। একে অন্যের গায়ে জল দিয়ে এই উৎসব হয়। মায়ানমার-এ ও 'জল-উৎসব' হয়।

দান—ভিক্ষুদের দান দেওয়া বলতে রান্না করা ভিক্ষান্ন বোঝায়। পরে অবশ্য 'দান' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা হয়ে বহু কিছু প্রদান করা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আটটি পবিত্র চিহ্ন বা অষ্টমঙ্গলিক—সিংহ মূর্তি, ষাড়ের মূর্তি, হস্তির মূর্তি, মঙ্গল কলস, পাখা, দণ্ড, শঙ্খ ও প্রদীপ।

গম্ভীরা নদী—অনুরাধাপুরের (সিংহল) কাছেই ছিল এই প্রাচীন নদীটি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভিক্ষুদের প্রদত্ত দান সামগ্রী—ঔষধ, তেল, মধু, ঘি, গুড় ও চীবর। এর সঙ্গে রান্না করা খাদ্যও ভিক্ষুদের প্রদান করা হতো। তেল লাগতো বিহারে বাতি জ্বালানোর জন্যে। ঘি লাগতো মন্দিরে প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে। মধু ও গুড় বুদ্ধের পূজায় লাগতো।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রামগামের কোলিয়—এরা ভারতবর্ষের আদিম জাতি 'কোল'। এখনো এই জাতি রয়েছে এই দেশে। প্রাচীনকালে কোলরা বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। প্রাচীন দেবদহ ও রামগাম-এ কোল'রা

সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করতো। এখানে রামগামের কোলদের কথা বলা হয়েছে।

নাগ—আসলে নাগরা ছিল ভারতবর্ষের এক প্রাচীন জাতি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্জলি পর্বত—শ্রীলংকার দক্ষিণ প্রদেশের একটি পাহাড়।

কোলম্ব প্রদেশ—সিংহলের বর্তমান কলম্বো শহর।

সুমনকূট পর্বত—সিংহলের একটি প্রাচীন পাহাড়। এইখানে বুদ্ধের পদচিহ্ন রাখা আছে।

গ্রন্থ পরিচয়

১। বুদ্ধ বংশ (পি. টি. এস)

২। চুল বংশ (পি. টি. এস), 1930.

৩। ধাতু বংশ (বি. সি. লাহা সম্পাদিত), 1925.

৪। মহাবংশ (গাইগার সম্পাদিত) 1912.

৫। অপদান (পি. টি. এস)

৬। দ্বীপবংশ (ওল্ডেনবার্গ সম্পাদিত)

৭। জাতক (ফসবুল অনুদিত)

৮। দীর্ঘনিকায় (পি. টি. এস)—রীজ ডেভিডস্, 1921.

৯। মজ্ঝিমনিকায় (পি. টি. এস), 1927.

১০। Ancient coins & Measures of Ceylon—T. W. Rhys-Davids

১১। Journal of Royal Asiatic Society of Bengal.

১২। Pali Literature of Ceylon—G. P. Malalasekhara (London 1928).

১৩। Thupavamsa (P. T. S 1935)—B. C. Law.

১৪। Studies in Buddhsm—B. M. Barua.

ও অন্যান্য
